গ্রন্থকারের নিবেদন।

কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্বীকার করিতেছি, বঙ্গের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র রক্ষিত রায় সাহেব মহাশয় ও নবদ্বীপনিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ শিরোমণি কাব্যতীর্থ মহাশয়, এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়াছেন। পাণ্ডুলিপিপাঠান্তে রক্ষিত মহোদয় আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে এক ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

"আদ্যন্ত দেখিয়া বুঝিলাম, এ গ্রন্থ ধর্ম্মপিপাসুগণের একটি উপাদেয় সামগ্রী হইবে।"

দৈবশক্তি সম্বন্ধে এই গ্রন্থে প্রকাশিত কয়েকটি ঘটনার কথা, যাঁহারা পত্র লেখায় আমরা অবগত হইতে পারিয়াছি তাঁহারা সকলে অদ্যাবধি জীবিত আছেন। ঐ সকল কথা পাঠ করিয়া যদি কাহারও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি না হয়, তাহা হইলে উপক্রমণিকার ৮—৯ পৃষ্ঠা, পরিশিষ্টে প্রকাশিত কলিকাতা পটলডাঙ্গার লক্ষপতি ক্ষেত্র বাবু, শেসন্ জজ্ তেজচন্দ্র বাবু, অযোধ্যাধিপতি মহারাজ স্যার প্রতাপ নারায়ণ, ও মথুরার প্রথম শ্রেণীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ প্রমুখ সমাজের সম্ভ্রান্ত সুশিক্ষিত ও শীর্ষস্থানীয় মহোদয়গণ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রগুলি তিনি যেন পাঠ করেন। তথাপি যদি সন্দেহ থাকিয়া যায়, তাহা হইলে তিনি যেন, যে যে স্থানে ঐ সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে সেই সকল স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রন্থখানি পাঠ করেন।

আমরা দৈবশক্তি অধ্যায়ে "৺স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও জগদ্‌ভ্রান্তি" শীর্ষক ঘটনাটির কথা মীনা বাহাদুরের মুখে শুনিয়াছি বলিয়া, উহা প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। মীনা বাহাদুর কিরূপ লোক, তাহা এই গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠাপাঠে পাঠক জানিতে পারিবেন। এই সম্বন্ধে ১৯০৫ সাল ১৫ই সেপ্‌টেম্বর তারিখের Statesman পত্র হইতে কয়েক ছত্র মাত্র উদ্ধৃত হইল :—

In writing of wonderful occurrences, such as he himself has witnessed, Dr. Franz Hartman of Berlin, in the current number of the *Psycho-Therapeutic Journal* gives the following instance of a dematerialisation, disappearance and reappearance.

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছু পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। তিনি, ২২নং রাধা নাথ মল্লিকের গলি, কলিকাতা-বাসী জমিদার ক্ষেত্রবাবু ও ১নং জোড়া বাগান ষ্ট্রীট্ নিবাসী জমিদার বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষের সমক্ষে এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

স্বামীজী স্বহস্তে কাহাকেও পত্র লিখিতেন না। সৌভাগ্যবশতঃ আমরা তাঁহার স্বহস্তলিখিত কয়েকখানি পত্র পাইয়াছিলাম। কাহারও পত্রগুলি দেখিবার ইচ্ছা হইলে, প্রকাশক মহাশয়কে পত্র লিখিলে, দেখিতে পাইবেন। ইতি

সোদপুর
১৩১২ সাল। } শ্রীসুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

(গাঁদা ফুলের মালা গলায়) ভারতের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি Commander-in-chief সস্ত্রীক লক

উপক্রমণিকা।

এক সময়ে এমন দিন ছিল, যখন ভারতবর্ষ সভ্যতা, শিক্ষা ও উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়া জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল কিন্তু দুরতিক্রম কালের প্রভাবে, জগতের আদর্শ-স্থানীয় সেই ভারতের পূর্ব্বাবস্থার সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজগণ কর্ত্তৃক এই ভারত অধিকৃত হইবার পর, পৃথিবীর সকল জাতিই ভারতে আসিয়া নিজ নিজ পরিচয়-প্রদানের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ আমরা বিদেশীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া জানিতে পারিতেছি যে নিউটন (Newton) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কার করিয়া জগতে ধন্য হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! আমাদের মধ্যে কয়জন জানেন যে ভাস্করাচার্য্যও "গোলাধ্যায়ে" লিখিয়া গিয়াছেন :—

আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ, খস্থং গুরু, স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীতি ভাতি, সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে॥

অর্থাৎ পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি আছে, যেহেতু যে কোন গুরুভার দ্রব্য শূন্যে নিক্ষিপ্ত হইলে পৃথিবীর স্বকীয় শক্তিদ্বারা নিম্নের দিকে আকৃষ্ট হয়। আমরা মনে করি যে ঐ দ্রব্য পতিত হয় বস্তুতঃ তাহা নহে। যখন অধুনাতন য়ুরোপবাসী সভ্যজাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ জর্ম্মন দেশে এলব্ নদীতটে উলঙ্গ * অবস্থায় বিচরণ করিতেন, তাহারও বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছিল :—

---

* We know the Hindus had a civilisation long before we emerged from savagery—"More Tramps Abroad."—Mark Twain.

কপিত্থফলবৎ বিশ্বং দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমং।

কপিত্থ ফলের ন্যায় এই পৃথিবী উত্তর দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা এবং ইহার আকৃতি গোলাকার। পুনশ্চ :—

'চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি। ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।'

পৃথিবী চলিতেছে কিন্তু বোধ হইতেছে যেন ইহা স্থির হইয়া আছে। এই পৃথিবী শূন্যের উপর অবস্থিত।

কি সঙ্গীতবিদ্যা, কি চিকিৎসাবিদ্যা অথবা কি বিজ্ঞানশাস্ত্র সর্ব্ববিষয়েই পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয়েরা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। * আর বিজ্ঞানশাস্ত্রের সেই বিশাল বিস্ফুরণ সময়ে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগেরও চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

যোগবিদ্যা, প্রকৃত অধিকারী অর্থাৎ বিবেকবৈরাগ্যবান্ পুরুষ কর্ত্তৃক সম্যক্‌রূপে অভ্যস্ত হইলে, অন্তর্দ্ধান ও অন্তরীক্ষভ্রমণাদি শক্তি সহজেই জন্মিয়া থাকে এবং অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রভৃতি সিদ্ধিসমূহও অনায়াসেই লাভ হয়। আপাততঃ এই সকল সিদ্ধিলাভ আমাদিগের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এমন কি পূর্ব্বোক্ত অণিমাদি সিদ্ধিপ্রভাবে কোন প্রকার সামান্য অলৌকিক ব্যাপারের সংঘটন প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা

---

* বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মোক্ষমূলার লিখিয়াছেন :—

Whatever sphere of the human mind, you may select for your special study, whether it be language or religion or philosophy, whether it be laws and customs, art or science, everywhere you have to go to India, whether you like it or not, for some of the most valuable and most instructive materials in the history' of man are treasured up in India and in India alone—" India, what it teaches ".

হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি। কিন্তু এই গ্রন্থপ্রতিপাদ্য মহাপুরুষের ন্যায় ব্যক্তিগণের নিকট ঐ সমুদায় সিদ্ধিও অতি তুচ্ছ বস্তু। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে যেরূপ বহুবিধ প্রলোভন আসিয়া সাধকের ধর্ম্মসাধনের পথে অন্তরায় হয়, তদ্রূপ এই সমুদয় সিদ্ধিও সংসারত্যাগী যোগীর নিকট মহা মহা প্রলোভন স্বরূপে প্রতীয়মান হয়। যিনি এই সমুদয় প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারেন না, তিনি অনতিবিলম্বেই প্রকৃত আনন্দ হইতে বঞ্চিত ও চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হন। আর যিনি এই সমুদয় দুরতিক্রম্য প্রলোভনে পতিত হইয়াও কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত না হন, তিনি স্বকীয় লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারেন এবং তিনিই সোঽহং জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া মিথ্যা সংসাররূপ স্বপ্ন হইতে জাগরিত হওয়ায় স্বারাজ্যসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। তখন ভূরি ভূরি যন্ত্রণা, অনন্ত দুঃখ ও ক্লেশের অবসানের পর আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক জ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া, অজ্ঞাননিদ্রা ত্যাগ, মোহশয্যা পরিহার এবং সংসাররূপ স্বপ্নসম্ভ্রম বিসর্জ্জন করিয়া, সাধক, অনাময় আত্মসূর্য্যের সাক্ষাৎকার দ্বারা সদা জগন্ময় আপনারই রূপ * (ব্রহ্ম) দর্শন করিতে থাকেন, তখন তাঁহার আত্মাতে ও জগৎব্যাপ্ত যে পরমাত্মা, এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখিতে পান্ না, † তখন অণু পরমাণুর ভিতরে বাহিরে, পরমাত্মার দিব্যসত্তার বিদ্যমানতা দর্শনে কৃতকৃত্য হন ; যেহেতু—

মায়াবিকাররাহিত্যে জীবো ব্রহ্মৈব কেবলম্।
পাশবদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥

---

* "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি"—ঈশোপনিষদ্ ১৬ মন্ত্র।

† সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্ব-ভূতানি চাত্মনি। গীতা ৬।২৯।

চিত্তবৃত্তিনিরোধ বা ইন্দ্রিয়ধারণার নাম যোগ * । চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইলে জীবের সংসারজ্ঞান থাকে না। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে সকল জ্বালার অবসান হয় এবং জীব বহু বহু সুকৃতিফলে নির্ব্বিকল্পাবস্থা লাভ করিয়া পরম সন্তোষ প্রাপ্ত হন। জার্ম্মান-দেশীয় বিখ্যাত দার্শনিক সপেনহর (Schopenheaur.) ধর্ম্ম-মীমাংসা করিতে গিয়া একস্থানে লিখিয়াছেন—

"The happiest moment of life is the completest forgetfulness of self in sleep and the wretchedest is the most wakeful and conscious."

মানবজীবনে সুষুপ্তি অবস্থায় যখন অহংবোধ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়, সেই সময়টুকু সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর ; এবং জাগ্রদবস্থায় যখন অহংবোধ অত্যন্ত প্রবল থাকে তখনই মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা অসুখী। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন প্রাচীন মুনি ঋষিগণ এই তথ্যের গূঢ় মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিয়া জাগরিত অবস্থায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চিত্তবৃত্তি নিরোধ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করতঃ বিজন অরণ্যবাসী হইয়া, নির্ব্বিকল্পাবস্থা কিরূপে লাভ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করতঃ ইহ জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আলপ্‌স্, ককেসাস্ প্রভৃতি উচ্চশৃঙ্গ ভূরি ভূরি পর্ব্বতমালা পৃথিবীতে দেখিতে পাওয়া যায়, যথায় হিংস্র জন্তুগণ দিবারাত্রি ভ্রমণ করিয়া থাকে। কিন্তু হিমালয়ের ন্যায় কোন্ মহীধর আমাদের নয়নপথে পতিত হয়, যাহার কন্দরে কন্দরে গুহায় গুহায়, ভগবৎ প্রেমে বিভোর হইয়া দুরন্ত শীত ও প্রচণ্ড গ্রীষ্মকে

---

* "তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাং" ১১ মন্ত্র
বেদান্তর্গত কঠোপনিষদ্।

তুচ্ছ করিয়া, প্রাণ মন সকলই ভগবদুদ্দেশে সমর্পণ করিয়া ধ্যান-স্তিমিতনেত্রে যোগিগণ পরমাত্মচিন্তনে রত থাকিতেন। এই জগতের কোন স্থলেই উপত্যকা, অধিত্যকা, অরণ্য, মহারণ্যের অভাব নাই, কিন্তু কোন্ দেশের কোন্ শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে বসতি স্থাপন করিয়া, মহাযোগিসমূহ তীব্রতপশ্চরণে ব্রতী থাকিতেন। নাইল, আমেজন, ভল্‌গা প্রভৃতি মহানদী সমূহ পৃথিবীর অর্দ্ধেক স্থান অধিকার করিয়া আছে সত্য, কিন্তু গঙ্গা বা যমুনা, গোদাবরী বা নর্ম্মদার ন্যায় এমন একটি নদী কি এই মর্ত্ত্যভূমে দৃষ্ট হয়, যাহার ঘাটে ঘাটে তটে তটে উপবিষ্ট হইয়া অসংখ্য মুনিগণ ভগবদারাধনে রত থাকিতেন ?

ফলতঃ ভারতের ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ দেশ এ পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। কিন্তু ভারতের সে দিন আর নাই। দুরতিক্রম কালপ্রভাবে এ জগতের যাবতীয় বস্তু অহরহঃ পরিবর্ত্তনশীল। এখন সাধুর বেশে ভণ্ডের দলে ভারত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। হাজার হাজার সাধুর মধ্যে প্রকৃত ত্যাগশীল একটি সাধুও খুঁজিয়া পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিতেছে। মুসলমানতরবারির তীব্র তাড়নায় ভারত সন্তান ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর ইহকাল-সুখ-সর্ব্বস্ব, নামে আস্তিক কার্য্যে জড়বাদী, বিদেশীয়দিগের সংসর্গে ভারতের মতি গতি দিন দিনই বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। এখন অধিকাংশ হিন্দু সন্তান মহাজনপ্রদর্শিত পন্থানুসরণে বিরত হইয়া উদ্দাম প্রবৃত্তিবলে বিতাড়িত হওতঃ স্ব স্ব স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায় এবম্প্রকার জীবনীর কিরূপ আদর হইবে, তাহা বলা দুরূহ কিন্তু কথিত আছে যে "একটি প্রকৃত মহাপুরুষের জীবন-চরিত সহস্র ধর্ম্মপ্রচারক অপেক্ষা অধিক কার্য্য করিতে পারে; সাধুর এক একটি কার্য্য, এক একটি

বিভূতি, সহস্র সহস্র বক্তৃতা হইতেও উপকারী ও প্রচুর শাস্ত্রের আলোড়ন হইতেও শ্রেয়স্কর।"

স্বামীজীর অনেক জীবন-চরিত বাহির হইয়াছে। প্রয়াগের বিখ্যাত তালুকদার বাবু মহাদেব প্রসাদ চৌধুরী সংস্কৃতে "যতীন্দ্র চরিতম্" নামে স্বামীজীর একখানি জীবনী প্রকাশিত করিয়াছেন, আগড়পাড়া নিবাসী বাবু অম্বিকা চরণ বন্দোপাধ্যায় এই পুস্তকের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন, আর কয়েক জন মুসলমানের যত্নে পারস্যভাষায় একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, এলাহাবাদের বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিকপত্র পাইওনিয়ার (The Pioneer) প্রেস হইতে মুনসেফ স্বর্গীয় বাবু গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ইংরাজি ভাষায় লিখিত স্বামীজির একখানি জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ সমুদয় জীবনীতে স্বামীজীর জীবনের কোন ঘটনা বিস্তারিতরূপে বিবৃত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় স্বামীজীর জন্ম, কোন্ তারিখে উপনয়ন ও উদ্বাহকার্য্য সম্পন্ন হয়, গৃহ ত্যাগ করিয়া কোন্ তারিখে কোন্ তীর্থে পরিভ্রমণ করেন এবং কাশীধামে আগমন করার পর কোন্ কোন্ রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, এই কয়েকটি কথাই সংক্ষেপে কাব্যাকারে সংস্কৃতশ্লোকে উক্ত "যতীন্দ্রচরিতে" বিবৃত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ উপকরণ স্বামীজী জীবিত থাকিতে থাকিতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্যজীবনের ঘটনা সকল আমরা তদীয় ভাগিনেয় বাবু শিবরামের নিকট অবগত হইয়াছি। কিন্তু জীবদ্দশায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে স্বামীজী নিষেধ করায়, আমরা এতদিন ইহা প্রকাশ করিতে বিরত ছিলাম কিন্তু যখন জানিলাম "স্বামীজীর তিরোভাবে সমুদয় ভারত, কেবল

ভারত কেন, পৃথিবীর যাবতীয় ভূভাগের ভক্তগণ শোকে অভিতপ্ত এবং স্বামীজীর অদর্শনে সমস্ত হিন্দুসমাজ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন," * তখন ভাবিলাম পূজনীয় পুণ্যচরিত ভাস্করানন্দ স্বামীর জীবনচরিত প্রকাশ করিতে অণুমাত্র কালবিলম্ব করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। সুতরাং চারি বৎসর গত হইল পুস্তক ছাপাইতে দেওয়া হয় কিন্তু নানা কারণে অদ্যাবধি পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। অতএব যথামতি যথাশক্তি সেই আনন্দময় যতীন্দ্রের জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া জনসাধারণে প্রকাশ করিলাম। হিন্দুরাজকুলতিলক কাশ্মীরাধিপতি মহারাজা স্যার প্রতাপ সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই (G.C.S.I.) স্বামীজির তিরোভাব সংবাদ অবগত হইয়া কাশীধামের বিখ্যাত "ভারতজীবন" পত্রিকার সম্পাদক মহাশয়কে নিম্নলিখিত টেলিগ্রামখানি প্রেরণ করেন :—

"Words are wanting to express the deep sorrow, I feel to learn of so sudden death of Swamiji Bhaskaranand, which I consider to be a very heavy loss for Hindu community, throughout India." অনুবাদ :—"স্বামীজী ভাস্করানন্দের মৃত্যুসংবাদে আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি, তাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। তাঁহার দেহত্যাগে ভারতের সমগ্র হিন্দুমণ্ডলীর সমূহ ক্ষতি হইল।"

এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে অনেকগুলি অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বামীজীর ভক্ত তাঁহাদিগের পক্ষে এই সমুদয় ঘটনা বিস্ময়কর নহে ; কারণ এতদপেক্ষা শতগুণে বিস্ময়-

* "বঙ্গবাসী" তাং ৩১ আষাঢ়, সন ১৩০৬ সাল।

কর ঘটনাবলীও তাঁহারা স্বামীজীর নিকট অবস্থানকালে অথবা স্বামীজী হইতে বহুদূরে অবস্থিত হইয়াও তাঁহার প্রসাদ প্রভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু জনসাধারণ ঐরূপ ঘটনা সকল বিশ্বাস করিবে কি না এই আশঙ্কায় আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ সকল ঘটনা অত্র গ্রন্থে প্রকাশ করিলাম না। স্বামীজী ৺ কাশীধামে বিরাজ করিতেছেন, আর সুদূর ইউরোপের কোন রাজধানীতে, স্বামীজির কোন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ভক্তের গৃহে কোন প্রকার অদ্ভুত ঘটনা স্বামীজির অপার কৃপাবলেই ঘটিতেছে, এরূপ অনেক ঘটনা আমরা ইচ্ছা করিয়া প্রকাশ করিলাম না। এই সমুদয় ঘটনার যাথার্থ্যের প্রমাণস্বরূপ ফরাসী বা জার্ম্মান-ভাষায় লিখিত কয়েকখানি পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

স্বামীজী কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, সকল জাতির সহিত সমানভাবে মিশিতেন। তথাপি সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি "গুপ্তসাধু" ছিলেন। সকলের সঙ্গে সমভাবে মিশিয়া অন্তরের কথা কিরূপে গোপন করিয়া রাখিতে হয়, তাহার তিনিই জ্বলন্ত উদাহরণ ছিলেন। পাইওনিয়ার প্রেস হইতে প্রকাশিত ইংরাজী জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে :—

"That Swami Bhaskaranand Saraswati, possessed miraculous powers, are well known to many who constantly paid visits to him. Of course, Swamiji never liked to make a display of his supernatural powers, but there were occasions, when inspite of his wishes, he was obliged to make his powers visible."

স্বামীজীর দেহান্তের অব্যবহিত পরে কলিকাতার বিখ্যাত "হিতবাদী" পত্রে লিখিত হইয়াছিল—

যিনি সোঽহং জ্ঞানে উদ্ভাসিত হইয়া, সমুদয় মলরাশি প্রক্ষালন পূর্ব্বক নিরাময় পরমাত্মার অনুধ্যানেও "আমিই সমস্ত ব্রহ্ম" এই প্রকার পর্য্যবলোকন করিতেন, তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার অলৌকিক ঘটনাবলী শুনিতে ইচ্ছা করেন কি? তাঁহার সম্বন্ধে সমুদয় অলৌকিক ঘটনাবলী একত্র সমাবেশ পূর্ব্বক বড় বড় পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলেও সমাপ্ত হয় না, সুতরাং কোন্‌টি ছাড়িয়া কোন্‌টি বলিব?"

ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ স্বর্গীয় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই (C. I. E.) স্বামীজীর পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি একদা সুবিখ্যাত স্বর্গীয় বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট, স্বামীজির দৈবশক্তি সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প করেন, এবং দৈবশক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর কি মত জানিতে চাহেন। বঙ্কিম বাবু উত্তরে যাহা বলেন, তাহা তাঁহার "অনুশীলনে" প্রকাশিত হয়। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"শিষ্য।—(অর্থাৎ ইংরাজীশিক্ষিত যুবক) জানি যে বিষ্ণুপুরাণে উপন্যাসে আছে, প্রহ্লাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত রহিলেন। কিন্তু উপন্যাসেই এমন কথা থাকিতে পারে, যথার্থ এমন ঘটনা হয় না।

গুরু। (অর্থাৎ বঙ্কিম বাবু স্বয়ং) অর্থাৎ তুমি দৈবশক্তি (Miracle.) মান না। কথাটা পুরাতন। আমি তোমার মত ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষ্ণুপুরাণে যেরূপ প্রহ্লাদের রক্ষা কথিত হইয়াছে, ঠিক সেইরূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু একটি নৈসর্গিক নিয়মের দ্বারা ঈশ্বরানুকম্পায়

নিয়মান্তরের অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত কথা তুমি বলিতে পার না।”—

এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে স্বামীজীর মনে গৃহত্যাগের পূর্ব্বে কি প্রকার বৈরাগ্যভাব উদিত হইয়াছিল, তাহাই যথাসাধ্য বর্ণিত হইল। উনবিংশ অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইল ,তাহার সহিত এই অধ্যায়ের বিন্দুমাত্র মিল নাই। কেন না পরিশেষে সংসারত্যাগ সম্বন্ধে স্বামীজীর মতের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। স্বামীজী ইদানীন্তন প্রায়ই বলিতেন, “ধর্ম্মার্থ লোকের গৃহপরিত্যাগের আবশ্যকতা নাই। আমার যদি স্ত্রী জীবিত থাকিত তাহা হইলে আমি সংসার করিতাম” ; অর্থাৎ স্বামীজীর স্ত্রী জীবিত থাকিলে, তিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় অনাসক্তচিত্তে সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন।

এদেশে জীবনী লেখা পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের প্রারম্ভে শত শত মহাপুরুষগণ এই ভারত-ভূমিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা প্রাণান্ত চেষ্টা করিলেও সেই সকল মহাপুরুষগণের নাম পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারি না। জীবনী লেখা য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের অনুকরণ মাত্র। এই প্রকার অনুকরণ আমাদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। স্বনামধন্য পুরুষ নেপোলীয়নের জীবনী লিখিবার জন্য বড় বড় পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতেন। তিনি কোন্ মুহূর্ত্তে কি প্রকার কার্য্য করিতেন, তাঁহার পরিচ্ছদ কখন্ কিরূপ পরি-বর্ত্তিত হইত, তাঁহার শয়নাগারে কোন্ কোন্ দ্রব্য স্থাপিত হইত ইত্যাদি কথাও লিপিবদ্ধ হইত। সেই প্রথা ভারতে এখনও অবলম্বিত হয় নাই। এজন্য এই জীবনী ইংরাজীভাষায় লিখিত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের জীবনীর অনুরূপ-মাত্রও হইবে না। তবে

বহুদিন যাবৎ অনুচররূপে স্বামীজীর সহিত অবস্থিতি হেতু, তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিশেষ বিশেষ কথা অবগত হইতে পারিয়াছি। অনেক কথা তাঁহার নিজমুখ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। আমার দেহান্তে সেই সমস্ত কথাগুলি লোপ পাইবে এই আশঙ্কায়, আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। অশক্ত ব্যক্তির চেষ্টা দোষাবহ নহে ও মার্জ্জনীয় এই ভরসায় এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। এক্ষণে পণ্ডিত-মণ্ডলীর নিকট প্রার্থনা, তাঁহারা ইহার দোষাংশ ত্যাগ করিয়া গুণাংশ গ্রহণ করিবেন।

সোদপুর,
১৩১১ সাল। } গ্রন্থকার।

ভাস্করানন্দচরিত।

প্রথম অধ্যায়।

জন্ম।

"য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু" ॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্।

অর্থ ;—"যে অব্যক্ত নিরাকার অদ্বিতীয় পরমাত্মা, নানাপ্রকার শক্তিসহযোগে জগতে নানা বিষয়ের সৃষ্টি করেন, যাঁহা হইতে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতেই আবার প্রলয় কালে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ লীন হয় সেই পরমপিতা আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন"।

সাম, যজুঃ, ঋক্, অথর্ব্ব এই চারিবেদ যাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল, যাঁহারা বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা অমরগণের সন্তোষ বিধান করিতেন, সেই ব্রহ্মর্ষিদিগের আবাসভূমি কান্যকুব্জ জনপদ অতি পবিত্র স্থান। তথায় কানপুরবিভাগ মধ্যে মৈথে-

লালপুর গ্রাম * বিদ্যাচর্চ্চার জন্য ও কবিগণের জন্মভূমিরূপে বহুদিবস হইতেই প্রসিদ্ধ আছে।

আমরা যে মহাত্মার জীবনচরিত বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তিনি শাণ্ডিল্যবংশে জন্ম গ্রহণ করেন। শাণ্ডিল্য-বংশে সামবেদান্তর্গত কৌথুমশাখাধ্যায়ী মনোরথ নামে এক শুদ্ধাচারী সৎস্বভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সরযূনদীর তীরবর্ত্তী ধতুয়া গ্রামে বাস করিতেন। মনোরথের তিন পুত্র—কমল, পদ্মনাভ ও দেবনাভ। পদ্মনাভের একপুত্র। তাঁহার নাম হরিহর। হরিহর স্বীয় অসামান্য বিদ্যা ও প্রতিভাবলে উপাধ্যায় পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হরিহরের দুইপুত্র—গদাধর ও ত্রিপুরা। তন্মধ্যে গদাধর গুণিজনপ্রিয় ও ক্রিয়াবান ছিলেন। তিনি শাস্ত্রানুসারে সমাহিত-চিত্ত হইয়া ধর্ম্মসাধন করিতেন। গদাধরের দুইপুত্র—জ্যেষ্ঠ গঙ্গাপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ শ্রীহর্ষ। দুইপুত্রই বিদ্বান এবং সকলের প্রিয় ছিলেন। শ্রীহর্ষের চারিপুত্র—ললকর, হিমকর, গোপনাথ, ও পরশু। চারিটি পুত্র রাজগণের পূজ্য, দয়ালু, ক্ষমাবান ও গুণশালী ছিলেন। হিমকরের তিনপুত্র শঙ্কর, ক্ষেমকর ও জয়ভদ্র। জয়-ভদ্রের বংশে ভোলানাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোলা-নাথের পুত্রের নাম মিশ্রীলাল। যাঁহার দর্শনমাত্রে ত্রিতাপতাপিত জীবের দুরিতরাশি মুহূর্ত্তমধ্যে বিদুরিত হইয়া হৃদয়ে সাত্বিকভাবের উদয় হইত, যিনি দিব্যজ্ঞানে সানন্দহৃদয়ে, ব্রহ্মাত্ম-অভেদজ্ঞানে মগ্ন হইয়া বিচারদৃষ্টিতে ভোগবিষয়ে দোষ দেখিয়া সর্ব্বজন-হিতে রত থাকিতেন, সমস্ত য়ুরোপ, আফ্রিকা আমেরিকাদি ভূমিখণ্ডে প্রপূজিত সেই স্বামী ভাস্করানন্দ এই মিশ্রীলালের পুত্র। কেবল

* ই, আই, রেলওয়ের ভাউপুর নামক ষ্টেসনের নিকট, শিবরাজপুর পরগনা, শিবলী থানার অন্তর্গত।

যে ইহাঁর পিতৃকুলই পূজ্য তাহা নহে, ইহাঁর মাতামহবংশ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অদ্যাপিও সাতিশয় মাননীয়। ইহাঁর মাতামহের নাম মণিরাম পণ্ডিত। ইনি ন্যায় দর্শনে অদ্বিতীয় ছিলেন।

মিশ্রীলাল স্বীয় অসাধারণ পাণ্ডিত্যপ্রভাবে পণ্ডিতসমাজের অগ্রণী ছিলেন, এবং সাতিশয় উদারচেতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন বলিয়া গ্রামস্থ সকলেরই তিনি ভক্তির পাত্র ছিলেন। তাঁহার দয়ার সীমা ছিল না। কোথায় কোন্ শীতার্ত্ত ব্যক্তি পথপার্শ্বে পতিত হইয়া শীতে কাঁপিতেছে, অনুসন্ধান করিবার জন্য মিশ্রীলাল একাকী গভীর নিশীথে পথে পথে ভ্রমণ করিতেন। এরূপ মহাত্মার ঔরসে যে এরূপ মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? মৈথেলালপুর গ্রামে যে কোন ব্যক্তি রাত্রিকালে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তিনিই মিশ্রীলালের গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন। এইরূপে অনেক সাধু সন্ন্যাসীও সায়ংকালে মিশ্রীলাল-ভবনে সমাগত হইতেন। মিশ্রীলালও তাঁহাদিগের যথোচিত আতিথ্যসৎকার করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

১৮৯- সংবতের আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষীয় সপ্তমীর দিন, সন্ধ্যা সমাগমে তিনজন সন্ন্যাসী মিশ্রীলালের ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেহই জানিতেন না যে সেই রজনীতে মিশ্রীলালের পুত্র হইবে। সন্ন্যাসীত্রয় কিঞ্চিৎকাল অবস্থানের পর মিশ্রীলালকে বলিলেন, "অদ্য রাত্রিতে তোমার এক পুত্র সন্তান হইবে, যে জন্য তুমি ধন্য হইবে। কিন্তু পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইবার পর সেই পুত্রের মুখাবলোকন অন্য কাহাকেও করিতে না দিয়া, অনতিবিলম্বে আমাদিগকে তথায় লইয়া যাইবে।" মিশ্রীলাল প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন।

তদনন্তর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় আনন্দসূচক কোলাহলধ্বনি উঠিল। মিশ্রীলাল দ্রুতবেগে বহির্বাটীতে আগমন করিয়া, সন্ন্যাসীদিগকে শুভসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহারা সাতিশয় আনন্দিত হইয়া, মিশ্রীলালের সঙ্গে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং অনতিবিলম্বেই হোমাগ্নি প্রজ্জলিত করিতে হইবে বলিয়া মিশ্রীলালকে হোমার্থ দ্রব্যাদি আহরণ করিতে আদেশ করিলেন। তাহা শুনিয়া মিশ্রীলাল বলিলেন যে গভীর নিশীথে হোমের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা কোনমতেই তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। সেই সন্ন্যাসীগণের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "ভয় নাই, সমুদায় দ্রব্যাদি পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে, অবিলম্বে সেই সমুদায় দ্রব্য এই গৃহে আনয়ন করিয়া হোমাগ্নি প্রজ্জলিত কর, তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলে সমুদায় কার্য্যই পণ্ড হইতে পারে।" অল্পক্ষণ মধ্যেই হোমাগ্নি প্রজ্জলিত হইল এবং সূতিকাগৃহটি এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব দিব্যগন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধপ্রহর অতীত হইল এবং সন্ন্যাসীত্রয় যথাবিধি হোমকার্য্য সমাধা করিয়া বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে মিশ্রীলাল বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সন্ন্যাসীদিগকে আর দেখিতে পাইলেন না, তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে, নিশা অবসান হইতে না হইতেই চলিয়া গিয়াছিলেন—কোথায়—কোনদিকে—তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বাল্যাবস্থা ও ব্রহ্মচর্য্য।

তৎপরদিবস প্রাতে প্রতিবাসিনী রমণীগণ সদ্যোজাত দিব্যকান্তি মিশ্রীলালপুত্রকে দেখিতে আসিয়া, পূর্ব্বরাত্রির ঘটনা শ্রবণে সকলেই সাতিশয় বিস্মিতা হইতে লাগিলেন। অপি চ পূর্ব্বরাত্রির হোমের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায়, মিশ্রীলাল-পুত্রের দর্শন মানসে, চারি পাঁচ ক্রোশ দূর হইতেও দলে দলে নরনারী আসিতে লাগিল। যাঁহার আশ্রম "আনন্দবাগ শত শত সহস্র সহস্র সাধুদর্শনাকাঙ্ক্ষী কাতর কাঙ্গাল কোটিপতি ও কপর্দ্দকহীনের আনন্দনাদে নিয়ত প্রতিধ্বনিত থাকিত, যাঁহার কণার ভিখারী হইয়া, যাঁহার করুণাসিন্ধুর বিন্দুকণার আশা কৃপাকরিয়া—যাঁহার শ্রীমুখবিগলিত একটুমাত্র বচনসুধার পিপাসী হইয়া—যাঁহার অসাধারণ তপঃসমুজ্জ্বল মহিমময়ী মূর্ত্তি বারেকমাত্র দর্শন করিয়া মানব জন্ম কৃতার্থ করিবে ভাবিয়া সমগ্র ভারতের—শুধু ভারতের কেন—পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগের মানবমণ্ডলী সাগ্রহে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে, কাশীধামে আনন্দবাগে সমাগত হইত, কতশত কোটীশ্বর রাজ্যপতির মণিরত্ন-খচিত শিরোমুকুটও যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে অবনমিত হইত" * আজ কাশীর সেই মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দর্শনার্থ যে দলে দলে লোক আসিবে, ইহা বিচিত্র নহে। এই-

* বঙ্গবাসী ৭ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

রূপে ভূমিষ্ঠ হইবার পর হইতেই পুণ্যাত্মা পবিত্র শিশু সকলের দর্শনীয় হইয়া, শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। পিতা পুত্রের নাম মতিরাম রাখিলেন। মতিরাম পিতার অতি আদরের ধন, পিতা ক্ষণকালও পুত্রকে চক্ষুর অন্তরাল করিয়া থাকিতে পারিতেন না।

মিশ্রীলাল, তিন বৎসর বয়সে পুত্রের চূড়াকরণ, পঞ্চম বৎসর বয়সে কর্ণবেধ ও অষ্টম বর্ষে উপনয়ন ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিলেন। উপনয়নের কিয়ৎকাল পরে মতিরাম পাণিনি ব্যাকরণ পাঠ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সারস্বতচন্দ্রিকা, ও কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ-পাঠ সমাপ্ত করতঃ গুরুগৃহে গমন করিয়া বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন বালক মতিরাম বেদান্তশাস্ত্রপাঠে মনোনিবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যবীজের অঙ্কুর দেখা দিল এবং ক্রমশঃ কালসহকারে সেই অঙ্কুর বৃক্ষে পরিণত হইতে চলিল।

বাল্যজীবনে যাঁহার যে শক্তির অঙ্কুরোৎপত্তি, ভবিষ্যৎ জীবনে তাঁহার সেই শক্তিপুষ্টির প্রতিপত্তি। অপরিমেয় বিদ্যাবুদ্ধিশালী বা অসীম প্রতিভাসম্পন্ন বহুসংখ্যক ব্যক্তির শৈশবেই ভবিষ্যৎ জীবনের আভাস পাওয়া যায়। এজন্য গৃহে আসিলে মতিরামকে সময়ে সময়ে অনুসন্ধান করিলেও কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইত না, পিতা মিশ্রীলাল অন্বেষণ করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, কেন না সেই সময়ে মতিরাম গ্রাম হইতে কিছু দূরে কোন নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আপনার মনে কত কি ভাবিতেন।

এই সুকুমার বয়সেই বালক মতিরামের এই প্রকার মানসিক অবস্থা অবগত হইয়া তাঁহার মাতা অতিশয় চিন্তাকুলা হইলেন।

সুতরাং পিতা মিশ্রীলালও মতিরামের বেদান্তাদি-গ্রন্থপাঠ একবারেই বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং পুত্র যাহাতে প্রতিবাসী বালকগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়াকৌতুকে ব্যাপৃত থাকেন, তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। পিতৃভক্ত মতিরামও পিতার আদেশ পালন করা একান্ত কর্ত্তব্যবোধে, পুস্তকাভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া ক্রীড়া-কৌতুকে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ক্রীড়া করিতে গিয়া মতিরাম অন্যান্য বালকগণের সাহায্যে শিবমন্দির নির্ম্মাণ করে কেন? কৈ কেহ ত তাহাকে একদিনের জন্যও শিবমন্দির কিরূপে নির্ম্মাণ করিতে হয় শিখায় নাই? আর মতিরাম শিবের নামই বা কিরূপে জানিল? তবে কি মতিরাম রঘুবংশ পাঠ করিতে গিয়া, প্রথম শ্লোক হইতেই—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ॥"

জগৎপিতা জগন্মাতা পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের নাম শিক্ষা করিয়াছে? এইরূপ নানা প্রকার সংশয় মিশ্রীলালের হৃদয়ে অনবরত উদয় হইতে লাগিল।

প্রাণের পুত্র অল্প বয়সেই গৃহত্যাগ করিবে, দুর্ভাগা মিশ্রীলাল, পুত্রের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে স্বপ্নে এক দিন জানিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনে যে পূর্ব্বোল্লিখিত নানা প্রকার অলীক সংশয়ের উদয় হইবে, তাহা আর বিচিত্র নহে। মিশ্রীলাল কিছু দিন পরে স্থির করিলেন, যে পুত্রের মন্দিরাদি-নির্ম্মাণ, ছেলেখেলা ভিন্ন আর কিছুই নয়, সুতরাং পুত্রকে এইরূপ তাহার মনোমত ক্রীড়া হইতে বিরত করা বিশেষ আবশ্যক বোধ করিলেন না। মতিরামও পিতা কর্ত্তৃক কোন

প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত না হইয়া, পরমোৎসাহে সমপাঠীগণের সহিত, নিত্য নূতন ক্রীড়া উদ্ভাবন করিয়া বাল্যজীবন পরমানন্দে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কখন বা ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে কুরুপাণ্ডবগণ কিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সমবয়স্কদিগকে শিক্ষা দিতেন, কিন্তু অধিকাংশ সময় অপরাপর বালকগণের সহিত মৃত্তিকা লইয়া শিবমূর্ত্তি ও শিবমন্দির-নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। যেরূপ পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া ৺কাশীধামে আচণ্ডালে প্রেম বিলাইয়া গিয়াছেন, জানি না, জীবনের সেই নির্ম্মল উষাকালে, কাহার নিকট হইতে, কি করিয়া ঐভাবে তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন! এবং কাহার নির্দ্দেশানুসারে, কোন্ শক্তিবলে সমবয়স্ক অন্যান্য বালকগণকেও সেইভাবে সেই স্বহস্তনির্ম্মিত শিবমন্দির-সমীপে উপবিষ্ট করাইয়া আপন ক্রীড়ার প্রিয়সহচররূপে চালিত করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন! ভগবানের দয়ার অন্ত নাই। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারসমূহ যদি পূর্ব্বজন্মে দেহনাশের সহিত বিলীন হইত, তাহা হইলে ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি মহাত্মাগণ কখনই হরিপরায়ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন না। স্বামীজীর জীবনেও এই কথা অক্ষরে অক্ষরে খাটে।

যাহা হউক, এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে, পণ্ডিত মিশ্রীলাল পুত্রকে পুনরায় বিদ্যাশিক্ষার্থ নিযুক্ত করিলেন; কেন না তিনি জানিতেন, বিধিলিপি অব্যর্থ, কিছুতেই তার খণ্ডন নাই; তবে যে তিনি মধ্যে পুত্রের সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থাধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, তাহার কারণ মনকে একটু প্রবোধ দিবার জন্য; তিনি সেই সময়ে প্রায়ই ভাবিতেন, বুঝি প্রবল পুরুষকার-যোগে মহানিয়তিরও খণ্ডন করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

গৃহস্থাশ্রম।

মতিরাম প্রতিদিন গুরুগৃহে গমন করিয়া, পুস্তকাদি পাঠ করেন, বয়োবৃদ্ধিহেতু নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতে রত না থাকিলেও শয়নের সময় শয়ন, আহারের সময় আহার করেন বটে, কিন্তু এই সকল করিতে হয় বলিয়াই যেন করিতে লাগিলেন, নতুবা প্রকৃতপক্ষে ঐ সমুদায় অবশ্যকরণীয় কার্য্যে তাঁহার আস্থা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে লাগিল। পিতা পুত্রের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। মতিরামের মাতাঠাকুরাণী মধ্যে মধ্যে রজনীযোগে স্বপ্ন দেখিতেন, যেন তাঁহার প্রাণপ্রতিম পুত্র সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। এইরূপভাবে কিছু দিন অতীত হইলে, মতিরামের বয়স দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হইল। এই সময়ে গ্রামস্থ জনৈক প্রবীণ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি মিশ্রীলালকে অনতিবিলম্বেই পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কেন না তিনি বলিলেন;— "তোমার পুত্রের যে সমুদায় মানসিক বৃত্তি, তুমি শত শত লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ নহ, পুত্রের বিবাহ দাও, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার পুত্রের মতি-গতি যেন যাদুমন্ত্রে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। কেন না কামিনী ও কাঞ্চনে মুনিরও মন টলে;—তরুণ যুবক মতিরাম কোন্ ছার্।"

পণ্ডিত মিশ্রীলাল এবম্প্রকার উপদেশ যুক্তিযুক্ত বোধ করিলেন। অনতিবিলম্বে পুত্রের বিবাহকার্য্য সম্পাদনার্থ, সুন্দরী

পাত্রীর অনুসন্ধানে তিনি ব্যস্ত হইলেন; এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, সামান্য বালকের কোমলহৃদয়াশ্রিত এই বৈরাগ্য বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইবে। কেন না রূপতৃষ্ণা বড় বিষম জিনিস। এই অনন্ত হুতাশনে কত বীর, কত শূর ভস্মীভূত হইয়াছে, কত দেশ, কত মহাদেশ, ইহার প্রবল শিখায় পতঙ্গবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, সামান্য দুগ্ধপোষ্য বালক মতিরামের মনোবল কি তাহাদের অপেক্ষাও অধিক?

"প্রযচ্ছতি পরং জাড্যং পরমালোকরোধিনী।
মোহনীহারগহনা তৃষ্ণা জলদমালিকা॥
ক্ষণমায়াতি পাতালং ক্ষণং যাতি নভস্তলম্।
ক্ষণং ভ্রমতি দিক্‌কুঞ্জে তৃষ্ণা হৃৎপদ্মষট্‌পদী॥"

অতএব যেস্থানে এই তৃষ্ণারূপ অমানিশার অবসান হইয়াছে, সেই স্থানই শান্তিরূপ সুকোমল কৌমুদীলীলায় পরিলালিত ও পূর্ণরূপ বিবেকচন্দ্রের অভ্যুদয়ে আলোকিত। জ্ঞানচৈতন্য-হারিণী এই তৃষ্ণাবশে ভগবান বিষ্ণুও বামন হইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, তৃষ্ণার কুহকজালে পতিত হইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই বামন দশার সঞ্চার হইয়া থাকে। সুতরাং পণ্ডিত মিশ্রীলাল দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইবার অব্যবহিত পরেই, কুলে, শীলে, রূপে গুণে সর্ব্বপ্রকারেই স্বীয় চন্দ্রপ্রতিম পুত্রের উপযোগী একটী মোহিনী মূর্ত্তির সহিত বালক মতিরামকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন।

বিবাহের অব্যবহিত পরে বালক মতিরাম কাশীধামে বেদ-পাঠ করিবার জন্য পিতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হন; এবং সাম, ঋক ও যজুর্ব্বেদ, কাত্যায়নপ্রণীত বার্ত্তিক, শেষপ্রণীত মহাভাষ্য, ও

সমগ্র বেদান্ত শাস্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থরাশি অধ্যয়ন করিয়া, বিদ্বৎ-সমাজে কীর্ত্তিশালী ও গণনীয় হইয়া, স্বীয় জন্মভূমি মৈথেতে প্রত্যাগমন করেন। দেশে আসিয়াও পরম পণ্ডিত বলিয়া চতুর্দ্দিকে ইহাঁর প্রসিদ্ধি প্রসৃত হইয়া উঠে। অগাধশাস্ত্রদৃষ্টি-সম্পন্ন বেদান্তে পরম পণ্ডিত, অসামান্য প্রতিভাশালী মতিরাম আবাল্য শাস্ত্রবিধিরই সম্যক্‌রূপে সেবা করিলেন। গর্ভাষ্টম-বৎসরে উপনয়ন ও দ্বাদশবৎসরে বিবাহের পর, সপ্তদশ বৎসরে পাঠ সমাপন হইল, কার্য্যতঃ ব্রহ্মচর্য্যের কর্ত্তব্য এতদিনে ফুরাইল, মতিরাম এবার গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

পণ্ডিত মিশ্রীলাল যে বৈরাগ্যপ্রবণতা প্রশমিত করিবার জন্য বালক মতিরামকে অতি শৈশবাবস্থায় শীঘ্র শীঘ্র পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, কাশীধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া কয়েকমাস মাত্র গৃহে অবস্থানের পর, সেই নির্ব্বাপিত অনল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর তেজের সহিত তাঁহার হৃদয়ে পুনঃপ্রজ্ব-লিত হইল। কাশীধামে অবস্থানকালে বেদবেদান্তাদি পাঠে রত থাকায় তাঁহার মন কথঞ্চিৎ শান্ত ছিল বটে, কিন্তু সংসারে পুনঃপ্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহার মন পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। হায়! হায়! পণ্ডিত মিশ্রীলাল যে সুদৃঢ় বাঁধ বাঁধিয়া সমুদ্রের গতি রোধ করিয়াছেন স্থির করিয়াছিলেন, তাহা যেন কোথা হইতে এক ফুৎকারে উড়িয়া গেল, যুবা মতিরাম সংসারের সকল বিষয়েই বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাতা কর্ত্তৃক বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া দিবসব্যাপারমধ্যে নিয়মিত কার্য্য সকল কখন যথাসময়ে করেন, কখন বা করেন না। তিনি পূর্ব্বে যে সমুদয় সমবয়স্ক প্রতিবাসিগণের সহিত সমস্ত দিন ক্রীড়া করিয়া অতিবাহিত করিতেন, এক্ষণে তাহাদের সঙ্গ করা দূরে থাকুক,

তাহাদের দর্শন পর্য্যন্তও তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। অসামান্ত-রূপলাবণ্যবতী তরুণী ভার্য্যা আর তাঁহার মনকে প্রফুল্ল করিতে পারেন না, বরং তাঁহাকে দর্শন করিলে আত্ম-বিনাশকারিণী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। পান ভোজন বা স্নানাদি বিষয়ে উন্মত্তের ন্তায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী নির্জ্জন প্রদেশে উপবিষ্ট হইয়া, করতলে কপোল বিন্যাস করতঃ একাগ্রচিত্তে চিন্তানিরত হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। চাতক যেমন বৃষ্টির প্রতিবন্ধকতা দর্শনে বিষণ্ণচিত্ত হয়, যুবা মতিরামও সেইরূপ পিতা মাতা স্ত্রী বন্ধু ও যাবতীয় ভোগাদিকে পরমপদপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বদা বিষণ্ণচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। যাহা হউক অষ্টাদশ বর্ষ বয়স পূর্ণ হইলে, তাঁহার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈরাগ্য ও গৃহত্যাগ।

পুত্র যে রাত্রে ভূমিষ্ঠ হইল, সেই রাত্রেই মতিরাম গৃহত্যাগ করিবেন কি না, চিন্তা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত মিশ্রীলাল প্রাণসম প্রিয়তম পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য, পুত্রের বিবাহকার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন দারারূপ মহাবর্ত্তে দুর্ব্বল মানব যদি একবার কোন উপায়ে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে আর তাহার নিষ্কৃতি নাই, কেন না কামিনীরূপ-আলাননিবদ্ধ পুরুষরূপহস্তীসকল সদুপদেশরূপ অঙ্কুশ দ্বারা বার বার আহত হইলেও, কিছুতেই প্রবোধিত হয় না। বিকশিতকুসুম সদৃশ চারু-হাসিনী, কৃষ্ণবর্ণ-কবরী-বিশিষ্টা, পূর্ণেন্দু-বিম্ববদনা, মধুর আলাপাদি দ্বারা চিত্তরঞ্জনকারিণী কামিনীগণ একবার যদি পুরুষগণের চিত্ত আকর্ষণে সমর্থ হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষগণ যাবজ্জীবন তাহাদের চরণে বিক্রীত হইয়া কালক্ষেপ করে; কিন্তু মিশ্রীলাল জানিতেন না যে, সূর্য্যতেজে প্রকাশমান জগৎকে যেমন অন্ধকার-ছটা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারে না, তদ্রূপ জ্ঞানযুক্ত-বৈরাগ্য বিদ্বান পুরুষের হৃদয়ে প্রকাশিত হইলে, পুত্রোদ্ভবাদি উৎসব আর হৃদয়কে বিমোহিত করিতে সমর্থ হয় না। কারণ মতিরাম জানিতেন যে এই সংসারে, কোন সুখই চিরস্থায়ী নহে। ইহাতে লোক সকল জন্মগ্রহণ করিবার জন্য মরিতেছে, আর মরিবার জন্যই জন্মিতেছে, এমন কি—

তির্য্যকত্বং পুরুষাঃ যান্তি, তির্য্যঞ্চো নরতামপি।
দেবাশ্চাদেবতাং যান্তি কিমেবেহ বিভোর্স্থিরং॥ *

মনুষ্য পশু, ও পশু মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করিতেছে, এবং দেবের দেবত্বও নাশ হইতেছে, অতএব মতিরাম ভাবিতে লাগিলেন, এই সংসারে কিছুরই স্থিরতা নাই।

সুতরাং সংসারের সকল সুখ সম্মুখে জাজ্বল্যমান থাকিলেও মতিরাম এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের উপর আস্থা-স্থাপন করিয়া জীবনের অমূল্য সময় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন না। তিনি পুত্রমুখ নিরীক্ষণার্থ আর একটি দিন মাত্র অপেক্ষা করিবেন, অথবা সেই গভীর নিশীথেই পুত্রমুখ দর্শন না করিয়াই গৃহ হইতে বহির্গত হইবেন, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু ভাবিতে লাগিলেন, যে পুত্রোৎপাদন-হেতু আমি গার্হস্থ্য ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছি, তবে আর সংসারে থাকি কি কারণে? পিতা বার বার উপদেশ দিতেছেন যে, আমি যেন সংসারে থাকিয়া সংসারের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারি! বস্তুতঃ দেখিতেছি, জগতের সকল মনুষ্য অর্থোপার্জ্জন-রূপ চেষ্টা দ্বারা সংসারে শ্রীবৃদ্ধি-হেতু, অশেষ-ক্লেশ-সঙ্কুল কোটি কোটি যোনি ভ্রমণান্তে কোন সুযোগে দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও জন্ম-মরণ-জনিত ক্লেশ হইতে উদ্ধারের নিমিত্ত বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া, বৃথা পরিশ্রম দ্বারা পুনশ্চ জন্ম-পরম্পরাই অর্জ্জন করিতেছে। কিন্তু সেই অভব্যা লক্ষ্মী যাহা অপহরণাদি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় ও যাহা মনঃপীড়ার একমাত্র আলয়, তাহা হইতে

---

* যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥ কঠোপনিষদ্ ৭ মন্ত্র পঞ্চমবল্লী।

সুখাশা দুরাশা মাত্র। এই শ্রী বিবেকরূপ চন্দ্রের রাহু-স্বরূপ, মোহরূপ-মেঘাবলীর একমাত্র মূলাধার; ইহা হইতেই সংশয় ও বিক্ষোভাদি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। লোক সকল অজ্ঞানরূপরজনীর আবির্ভাবে জ্ঞানালোকবিহীন হইয়া মোহান্ধকারে দৃষ্টিহীন হইয়াছে, সেই নিমিত্ত বিষয়রূপ শত শত দুরন্ত তস্করগণ তাহাদের হৃদয়-কোষ-নিহিত-বিবেকরূপরত্নহরণে সমুদ্যত হইয়াছে, আর তাহারা সেই সুচতুর দস্যুগণের হস্ত হইতে বিবেকরূপ-রত্ন রক্ষা-করণার্থ কিছুমাত্র সচেষ্ট না হইয়া হা অর্থ! হা অর্থ! * রবে দিগ্‌দিগন্তে ধাবিত হইতেছে। অতএব হায়! কি প্রকারে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করি?

---

* স্বামীজী লক্ষাধিক শিষ্যমধ্যে একটি মাত্র শিষ্যকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন; আর সকলকেই গৃহী থাকিতে উপদেশ দিতেন। গৃহী অর্থে বিবেক-বৈরাগ্যবান্ গৃহী বুঝিতে হইবে। বিলাতের পণ্ডিত ওমান্ সাহেব তাঁহার বিখ্যাত পুস্তকের উপসংহারে, ভারতবাসীকে যে সুন্দর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম :—

"By no means enamoured of Indian *Sadhuism*, I feel at the same time, no particular admiration for the *industrialism* of Europe and America, with its vulgar aggressiveness, its eternal competition and its sordid, unscrupulous, unremitting, and cruel struggle for wealth as the supreme object of human effort. * * Yet I can not help hoping that the Indian people, physically and mentally disqualified for the *strenuous life* of the Western world, will long retain, in their nature enough of the *spirit of Sadhuism* to enable them to hold steadfastly to the simple, frugal, unconventional, leisured life of their forefathers, for which climatic conditions and their own past history have so

যে বিকৃত অহংজ্ঞান হইতে জীবের জগদ্‌ভ্রম, যাহার কুহকে পতিত হওয়ায় ভ্রমান্ধ জীবের কোটি কোটি বর্ষ-শেষেও দুঃখ-নিশার অবসান হইতেছে না, সেই আত্মঘাতী মহারোগস্বরূপ অহঙ্কারের হস্ত হইতে কাহার নিস্তার আছে? কত সত্য ত্রেতা, দ্বাপর, কলি অতীত হইয়া গেল, কিন্তু সংসার-[illegible]-সমুত্থিত মহামোহ-মিহিকা দ্বারা সমাচ্ছন্ন মানুষ যতই সংসারে গাঢ়রূপে প্রবেশ করিতেছে, ততই অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া ভগবৎ-চরণ হইতে বহু দূরে পতিত হইতেছে।

অহঙ্কার আশারূপ মহাসূত্রে জন্মপরম্পরারূপ মুক্তাহার গ্রন্থন করিয়া বারে বারে দারাপুত্রাদি অভিচারদেবতা সৃষ্টি করিতেছে এবং ইহারাই বিনা মন্ত্রে মায়ামুগ্ধ মানবগণকে অশেষ প্রকার ক্লেশ প্রদান করিতেছে।

ব্রহ্মানন্দনিধির্মহাবলবতাহঙ্কারঘোরাহিনা
সংবেষ্ট্যাত্মনি রক্ষ্যতে গুণময়ৈশ্চণ্ডৈস্ত্রিভির্ম্মস্তকৈঃ।
বিজ্ঞানাখ্য-মহাসিনা শ্রুতিমতা বিচ্ছিদ্য শীর্ষত্রয়ং
নির্ম্মূল্যাহিমিমং নিধিং সুখকরং ধীরোঽনুভোক্তুং ক্ষমঃ॥

অর্থ—সাতিশয় বলবান অহঙ্কাররূপ ভীষণ সর্প মানব-দেহকে বেষ্টন করিয়া সত্ত্ব রজঃ তমোরূপ তিনটী মস্তক দ্বারা ব্রহ্মানন্দরূপ

---

well fitted them, always bearing in mind the lesson taught b their sages, that real wealth and true freedom depend nc so much upon the possession of money or a great store c goods, as upon the reasonable regulation and limitation c the desires."—*The Mystics, Ascetics and Saints of India*—(pages 282-283)—John Campbell Oman. (Formerly Professc of Natural Science, Government College, Lahore).

হানিধিকে ধারণ করিয়া আছে। যিনি ধীর ব্যক্তি কেবল তিনিই বেদান্ত-বিজ্ঞান-নামক মহাখড়্গ দ্বারা উক্ত মস্তকত্রয় ছেদন করিয়া অহংরূপ সর্পকে বিনষ্ট করতঃ সুখকর ব্রহ্মানন্দরত্ন-সম্ভোগে সক্ষম হন।

সুতরাং যে সংসারে অবস্থিতি করিলে, আত্মতত্ত্বের স্বরূপাবস্থা জানিতে না পারায়, মনুষ্যমাত্রকেই অনাত্মদেহে আত্মবুদ্ধি স্থাপন করিতে হয়, কেবলমাত্র আমার পিতা, আমার মাতা, আমার পুত্র, আমার স্ত্রী প্রভৃতি নানা প্রকার বিকল্প-কল্পনা-জালে জড়িত হইয়া বিশ্রান্তি-সুখ-শূন্য হইতে হয়, সেই মিথ্যা বিজৃম্ভিত সংসারে প্রয়োজন কি? . •

আসিন্ধুভূমীবলয়াধিপত্যং, লোকত্রয়োল্লাসি-নতভ্রুবো বা।
যদ্বা বিধাতুঃ সকলাপি সৃষ্টি নৈর্কস্য পুংসোঽপি
বিতৃপ্তয়ে স্যুঃ॥ *

সসাগরা সমুদায় পৃথিবীর একাধিপত্য, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবনের সমস্ত কামিনী, অথবা বিধাতার সমুদায় সৃষ্ট-বস্তু পাইয়াও যখন মাত্র একজন পুরুষেরই মন তৃপ্ত হয় না, তখন তৃষ্ণার আর বিরাম কোথায়?

যে জগতে এক প্রাণীর জীবনধারণের জন্য, অপর প্রাণী শমন-সদনে প্রেরিত হয়, সেই সংসার-রূপ মহাশ্মশানে আশ্বাস-লাভের সম্ভাবনা কোথায়? জল-বুদ্বুদের ন্যায় ক্ষণধ্বংসী এই অপার লোক-প্রবাহ কোথা হইতে নিরন্তর আগমন এবং কোন্

---

* মহাভারত।

স্থানেই বা নিয়ত গমন করিতেছে তাহা কেহই অবগত নহে †।

আজ যাহাকে দেখিতেছি, কাল হউক, পরশ্বঃ হউক, দুই দিন, দশ দিন, বা দশ বৎসর পরে হউক, আর তাহাকে দেখিতে পাইব না, আমাদের সমসাময়িক পশু পক্ষী মানব প্রভৃতি যাবতীয় চেতন পদার্থকেই একশত বৎসরের মধ্যে জীবলীলা সাঙ্গ করিতে হইবে। শত বৎসর পরে, নূতন জগতে নূতন চেতনপদার্থসমূহ নূতনভাবে লীলা করিতে ব্রতী হইবে। স্বীকার করি বটে, ঐ যে অচেতন হিমগিরি স্বীয় অভ্রভেদী শৃঙ্গ সমূহ অনন্ত আকাশের সহিত মিশাইয়া দিয়া, যাবতীয় চেতন পদার্থের জীবন যে শতবর্ষমাত্র-স্থায়ী, ইহার সাক্ষ্যপ্রদানচ্ছলে, সদর্পে শত শত শতাব্দী দণ্ডায়-মান রহিয়াছে, কিন্তু কে বলিতে পারে ঐ হিমাচলই আবার মুহূর্ত্তমধ্যে অতলজলধিতলে নিমজ্জিত হইতে পারে না? আজ দেখিতেছি যথায় জলচর-জন্তু-সমাকীর্ণ অতল-জল-রাশি উত্তুঙ্গ-তরঙ্গাকুল হইয়া অতি ভীষণাকৃতি ধারণ পূর্ব্বক গভীর গর্জ্জন করিতেছে, কে বলিতে পারে, এক বা দুই শতাব্দীমধ্যে তথায় উচ্চ-শিখরসমন্বিত মহীধর-সমূহ গগনমণ্ডল আলিঙ্গন করিয়া তুষার-মণ্ডিত-কলেবরে বিরাজিত হইতে পারে না? আকাশের খণ্ডন, বায়ুর বন্ধন, এবং তরঙ্গ-মালার গ্রন্থন যুক্তিসিদ্ধ হইলেও পরমায়ুর স্থিরতা বিষয়ে কোন প্রকারেই বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। এই সময়ে স্বামীজীর মনে কিরূপ তীব্র বৈরাগ্য-সঞ্চার হইয়াছিল, বুঝা যাইতেছে।

---

† অনুপশ্য যথা পূর্ব্বে প্রতিপশ্য তথাপরে,
শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ। কঠোপনিষদ্
প্রথমবল্লী ৬ মন্ত্র।

অতএব মতিরাম স্থির করিলেন যে "বেলাবেলি"—

যল্লাভাৎ নাপরো লাভো যৎ সুখাৎ নাপরং সুখং,

যজ্‌-জ্ঞানাৎ নাপরং জ্ঞেয়ং,—

সেই পরম ব্রহ্মের সম্যক্‌ অবধারণ-হেতু পরম পথের পথিক হইতে-হইবে।

যাহা একমাত্র সত্যের আশ্রয়, দেহাদি-উপাধিবিহীন এবং সর্ব্বপ্রকার ভ্রান্তিশূন্য, যাহাকে অবলম্বন করিলে জীবকে শোক-মোহাদির বশবর্ত্তী হইতে হয় না, যে অবস্থায় থাকিলে শোক তাপের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, জীবনই থাকুক বা মরণই হউক, তাহাই অবলম্বন করিব। আজ যদি নির্ম্মলবুদ্ধি-সহকারে বিকৃত-মন সুস্থির না করি, কাল তাহার অবসর কোথায়? ফলতঃ বিষয়-বৈষম্যই প্রকৃত বিষ, বিষ বিষ নহে। যেহেতু বিষ এক জন্ম মাত্র নষ্ট করে, কিন্তু বিষয় পরজন্মও নষ্ট করিয়া থাকে। সুতরাং পিতৃ-আজ্ঞা কিরূপে পালন করিতে পারি?

কামক্রোধৌ লোভমোহৌ দেহে তিষ্ঠন্তি তস্করাঃ।
জ্ঞানরত্নাপহারায় তস্মাৎ জাগৃত জাগৃত॥

আমার নিজ দেহরূপ গৃহে কামক্রোধলোভমোহাদি তস্করগণ জ্ঞাননিধি-হরণ-মানসে প্রবেশলাভ করিয়াছে, অতএব আমাকে এইক্ষণেই অজ্ঞাননিদ্রা পরিহার করিতে হইবে।

মাতা নাস্তি পিতা নাস্তি নাস্তি বন্ধুসহোদরঃ।
বিত্তং নাস্তি গৃহং নাস্তি তস্মাৎ জাগৃত জাগৃত॥

আমার মাতা নাই, আমার পিতা নাই, আমার স্ত্রী নাই, আমার গৃহ নাই, অতএব অদ্যই নিশিশেষে আমি গৃহ ত্যাগ করি।

এবম্প্রকারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া, স্থিরপ্রতিজ্ঞ মতিরাম, সূতিকা-গৃহে গৃহস্থাশ্রমধারণের ফল পুত্রমুখ নিরীক্ষণার্থ গমন করিলেন। তখনও কেহ জানিতেন না যে তিনি সেই রজনীতেই গৃহত্যাগ করিবেন। মতিরাম জন্মের মত পুত্রমুখ দর্শন করিয়া, নানাবিধ পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের শ্রেণীবদ্ধ পরিণামফলস্বরূপ বিত্ত কলত্রপ্রভৃতি পার্থিব বস্তু পরিত্যাগ করিয়া সেই নিশিশেষেই গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন *।

---

* Was there a man in the world who could stand unmoved by the tenderness of a loving wife and the fondness of a cherub boy except the Great Divine Buddha and Sri Gouranga? "*Swami Bhaskarananda*"—A. B. Patrika.
12. 2. 1901.
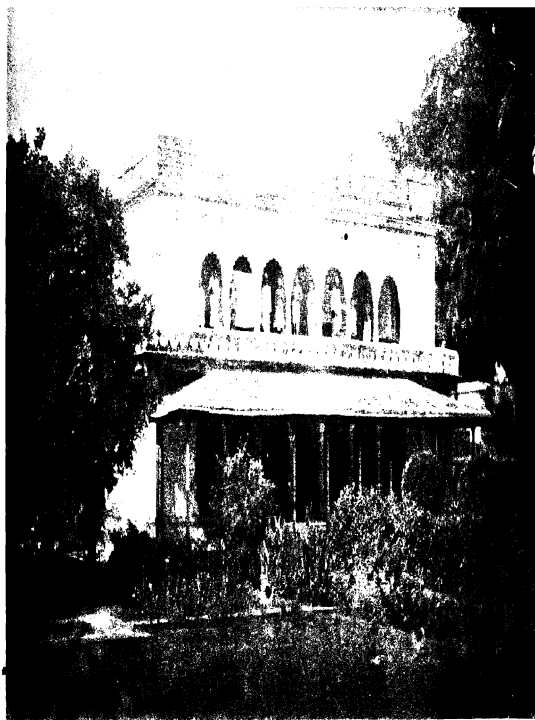
আনন্দবাগে স্বামীজীর কুটীর।

পঞ্চম অধ্যায়।

যোগশিক্ষা।

গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তীক্ষ্ণবিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মতিরাম মহাকালেশ্বরশিবপুরী উজ্জয়িনী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। উজ্জয়িনীর ন্যায় বিখ্যাত প্রাচীন স্থান ভারতে অতি অল্পই আছে। এই উজ্জয়িনী নগরীই এককালে কালিদাস, বরাহমিহির প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত মনীষিগণের বিভিন্নপথগামী প্রতিভা সকলের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। সিপ্রানদী পূর্ব্বতীরে উজ্জয়িনী নগরীর পূর্ব্বগৌরবের নষ্টাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া, মহাকালপুরীর বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া যেন মর্ম্মাহতা হইয়া কল কল রবে শোকধ্বনি করিতে করিতে প্রবাহিতা হইতেছে। কাশীর ন্যায় সিপ্রাতীরে প্রস্তরময় প্রাচীন অট্টালিকা, মঠ, উচ্চচূড়াসমন্বিত দেবমন্দির প্রভৃতি অবস্থিত থাকায়, উহার তীরের দৃশ্য সাতিশয় মনোহর বলিয়া বোধ হয়। কাশীক্ষেত্রে যেরূপ অসিসঙ্গম ঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, কেদারঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট, পিশাচমোচন ঘাট প্রভৃতি প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট আছে, সিপ্রাতটেও তদ্রূপ রামঘাট, দত্তাত্রেয় ঘাট, পিশাচমুক্তেশ্বর ঘাট প্রমুখ অনেকগুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত ঘাট আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। কাশীধামের ন্যায় এই সমুদায় ঘাটেও প্রত্যহ বহুসংখ্যক পরমহংস, দণ্ডী, ব্রাহ্মণ,

অন্যান্য গৃহস্থ ও গৃহস্থমহিলাগণ পূজা ও স্তোত্রপাঠকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া সিপ্রাতটের স্বাভাবিক শোভা অধিকতর বর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

সিপ্রাতটের অনতিদূরে পূর্ব্বকথিত মহাকালেশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত। কাশীধামের বিশ্বনাথের মন্দির অপেক্ষা এই মন্দির অধিকতর বৃহৎ। মন্দিরের দক্ষিণদেশে একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে; ঐ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই একটি সুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার কিঞ্চিৎ নিম্নে অবতরণ করিলে, একটি গৃহে অতি বৃহৎ একটি শিব নয়নগোচর হয়, ইনিই মহাকাল। এখানকার পূজাপদ্ধতি অতি সুন্দর; উজ্জয়িনীর ভক্তপ্রধানা ব্রাহ্মণ-মহিলা কর্ত্তৃক কোমল কণ্ঠে মহিম্নস্তবের আবৃত্তি শ্রবণ করিলে, পাষাণের হৃদয়েও ভগবৎপ্রেমের সঞ্চার হইয়া থাকে। মতিরাম উজ্জয়িনীতে আসিয়া এই শিবমন্দিরের অনতিদূরে একটি নির্জ্জন গৃহে, ঈশ্বরচরণারবিন্দধ্যানে রত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতি প্রত্যুষেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সিপ্রা-নদীতে অবগাহন করিতেন এবং সিপ্রাকূলেই সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক, মহাকালমন্দিরে আগমন করিয়া মহাদেব দর্শনান্তে চলিয়া যাইতেন। তিনি কপর্দ্দকহীন হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন; সুতরাং ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য তাঁহার এক্ষণে জীবন-ধারণের একমাত্র উপায় হইল।

মতিরাম জনকোলাহলপূর্ণ উজ্জয়িনী নগরীতে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সিপ্রাতটে, উজ্জয়িনীর যেখানে মৃতদেহ সমূহ দাহ হইয়া থাকে, অধিকাংশ সময়ই তাঁহার তথায় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

অবন্তী ও উজ্জয়িনীর প্রাচীন দৃশ্যগুলি দেখিতে অতি সুন্দর।

সিপ্রানদীর উত্তরদিকে বহুদূর গমন করিলে মহর্ষি সন্দীপনের আশ্রম পাওয়া যায়। এই আশ্রমের নিকট কয়েকটি সাধুর কুটীর ও দেবমন্দির আছে। মতিরাম কিছুদিন পরে, লোক-কোলাহলময় মহাকালপুরী পরিত্যাগ করিয়া এইখানে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইস্থান হইতে বহুদূর দক্ষিণে ভর্ত্তৃগুহা। যে গুহাতে অবস্থিতি করিয়া, বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ভর্ত্তৃহরি যোগাভ্যাস করিতেন, সেইগুহা অদ্যাবধি ভর্ত্তৃহরিগুহা নামে খ্যাত আছে। এই গুহা দিবাভাগেও অতিশয় অন্ধকার। ইহার মধ্যে যতই প্রবেশ করা যায়, ততই যেন বোধ হয়, ইহার শেষ নাই। মতিরাম কখন কখন গভীর নিশীথে এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভগবদারাধনায় নিমগ্ন থাকিতেন। উজ্জয়িনীর এই অংশটি অতি নির্জ্জন। এই স্থানে আসিতে আসিতে, পথের উভয় পার্শ্বে বহু সংখ্যক মনুষ্যকঙ্কাল ও নরমুণ্ড প্রভৃতি পতিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

মতিরাম মুহূর্ত্তমধ্যে সংসারের সকল পদার্থই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া, কয়েক মাস এক মনে মহাকালের অর্চ্চনায় অতিবাহিত করিলেন; জনকোলাহলময় নগরী পরিত্যাগ করিয়া শ্মশানে বিরলে আসিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; গভীর নিশীথে নিঃশঙ্কচিত্তে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের পার্শ্বে, ঘোরান্ধকারাচ্ছন্ন ভর্ত্তৃগুহায় আসিয়া, মধ্যে মধ্যে রাত্রিযাপন করিতে লাগিলেন, তথাপি যাঁহার জন্য তিনি এতদূর কষ্ট সহ্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার দেখা না পাইয়া সমস্ত জগৎ যেন তাঁহার নিকট শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি গৃহবাসী ছিলেন, সন্ন্যাসী হইলেন, কুল ত্যাগ করিয়া অকূলে ভাসিতে লাগিলেন।

এইরূপে উজ্জয়িনীতে আসিয়া কিছুদিন গত হইলে, একদিন

সহসা তাঁহার মনে উদয় হইল যে, তিনি যোগ শিক্ষা করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে একটি আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হইল; তিনি ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি কি যোগ শিক্ষা করিবার প্রকৃত অধিকারী হইতে পারিয়াছেন? এক ত সত্য ত্রেতা দ্বাপরে অনুষ্ঠিত যোগক্রিয়াতে কলির অন্নগতপ্রাণ, অল্পায়ুঃ জীবের অধিকারই নাই, তাহার উপর আবার যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

নারণ্যসেবনাৎ যোগো নানেকগ্রন্থচিন্তনাৎ।
ব্রতৈর্যজ্ঞৈস্তপোভির্বা ন যোগঃ কস্যচিদ্ভবেৎ॥
ন মন্ত্রমৌনকুহকৈরনেকৈঃ সুকৃতৈস্তথা।
লোকযাত্রাভিযুক্তস্য যোগো ভবতি কস্যচিৎ॥

লোকযাত্রায় অভিযুক্ত অর্থাৎ বিষয়বিরাগী পুরুষেরই যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। তবে কি তাঁহার মনে যোগশিক্ষোপযোগী বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে? এইরূপ নানা প্রকার চিন্তায় তিনি শঙ্কাকুল হইয়া পড়িলেন।

পৃথিবীতে ঈশ্বরপ্রেমিকগণের লীলা বুঝা ভার। যিনি মুহূর্ত্তমধ্যে পতিপরায়ণা স্ত্রী, প্রাণপ্রতিম পুত্র ও অতুল বিভব পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবৎপ্রাপ্তির লালসায়, পথের কাঙ্গাল সাজিতে পারিয়াছিলেন, সেই সাক্ষাৎ বৈরাগ্যমূর্ত্তি মতিরাম যোগশিক্ষার প্রকৃত অধিকারী হইত পারিয়াছেন কি না, এ সমস্যার মীমাংসার জন্য আজ চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। যাহা হউক বহু চিন্তার পর মতিরাম স্থির করিলেন যে যোগশিক্ষাই তাঁহার প্রধান করণীয় বিষয়।

সংসারক্ষেত্রে বহুতর প্রতিভাসম্পন্ন মহারথগণ ভিন্ন ভিন্ন

মার্গাবলম্বী হইয়া সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া থাকেন, কিন্তু যে যে বিষয় সাধনে তাঁহারা কৃতসঙ্কল্প হন, সকল বিষয়েই তাঁহারা সিদ্ধমনোরথ হইতে পারেন না, কোন কোন বিষয়ে তাঁহাদিগকেও ব্যর্থকাম হইতে হয়; কিন্তু ধর্ম্মজগতের নিয়ম স্বতন্ত্র। ভগবৎপ্রেমিক যদি একবার ভগবানের উপর পূর্ণভাবে বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আর কিছুর জন্যই ভাবিতে হয় না, যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, সেই কার্য্যেই তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে; কারণ বিশ্ব-নিয়ন্তা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ভক্তের জন্য সমুদায় বস্তু আয়োজন করিয়া রাখিয়া দেন। যেখানে দেখা যায় কোন সাধক ধর্ম্ম-সাধনে ব্রতী হইয়া নানা প্রকার বিঘ্নপরম্পরায় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না, সেই স্থানেই বুঝিতে হইবে সাধক ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরতা স্থাপন করিতে শিখিতে পারেন নাই। সংসারের কোন না কোন বস্তুর উপর আসক্তি থাকায়, সংসারের সীমার মধ্যে সাধক তখনও অবস্থিত রহিয়াছেন, নতুবা ভগবানকে ধর্ম্মসাধনের পথে অন্তরায় হইতে কোন যুগে কোন কালে দেখা যায় নাই। কেন না ভগবানের ভক্তবৎসল নাম যে অব্যর্থ।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। আমি যদি ধর্ম্ম চাই, সঙ্গে সঙ্গে সংসারসুখেরও অভিলাষী হই, তাহা হইলে ধর্ম্মসাধনে তৎপর হইয়া যে পরিমাণ উন্নতির আমি প্রার্থী তাহাই আমার লাভ হইয়া থাকে; তদতিরিক্ত উন্নতিলাভে যত্নবান হইলেই, নানাপ্রকার বিঘ্ন আসিয়া আমার সাধনের পথে অন্ত-রায় হয়। কিন্তু যুবা মতিরাম সংসারের সকল বিষয়ের উপর বীতস্পৃহ হইয়াছিলেন; জ্ঞানোন্মেষের পর যে কয় দিন মাত্র

সংসারে ছিলেন, সংসারের সকল পদার্থই তাঁহার নিকট বিষবৎ বোধ হইয়াছিল, সুতরাং ভগবান যে অতঃপর তাঁহার সকল বিষয়েই সহায় হইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। যে দিন যে সময়ে তিনি ভগবৎপ্রাপ্তির নিমিত্ত সংসারত্যাগরূপ পুরুষকার অবলম্বনে অভিলাষী হইয়াছিলেন, সেই দিন, সেই ক্ষণ হইতেই, তিনি ভগবানের 'আপনার জন' হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যখন যে কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাই যে সফল হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। মনুষ্যজীবনে চিত্তের একাগ্রতাসাধনই প্রকৃত পুরুষকার। কতকগুলি সূর্য্যরশ্মিকে একস্থানে সংগৃহীত করিতে পারিলে, অগ্নির উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই হেতু যে রাত্রে মতিরাম সঙ্কল্প করিলেন যে যোগশিক্ষা করিবেন, তৎপরদিনই দাক্ষিণাত্যের পরমহংসপ্রবর স্বামী পূর্ণানন্দ সরস্বতী * নামক জনৈক জীবন্মুক্ত যোগিপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন।

যোগী পূর্ণানন্দ তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে উজ্জয়িনীতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং জলন্ত বৈরাগ্যমূর্ত্তি মতিরামকে যোগশিক্ষার প্রকৃত অধিকারী বিবেচনায়, পরমাদরে তাঁহাকে যোগশিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন।

একটি যোগসাধনোপযোগী ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট মন্দিরাভ্যন্তরে কুশাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া মতিরাম প্রাণায়ামসিদ্ধ্যর্থ পবনাভ্যাস করিতে লাগিলেন। প্রথম যোগশিক্ষার্থীর স্ত্রীসঙ্গ, অম্ল, রুক্ষদ্রব্য, ঝাল, লবণ, অলসতা, সর্ষপ, বহুভ্রমণ, প্রাতঃস্নান, তৈলাদি শৈত্য দ্রব্য, উপবাস, প্রিয়াপ্রিয়াদিভেদে বহু আলাপ-

* ইনি কাশীধামের তান্ত্রিক ৺ পূর্ণানন্দ স্বামী নহেন।

করণ, অতিশয় ভোজন, অসত্য কথন প্রভৃতি পরিত্যাগ করিতে হয়। পরন্তু পুণ্যবান্ মতিরাম সংসারত্যাগের বহুপূর্ব্বে, এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সুতরাং এক্ষণে আর নূতন করিয়া তিনি কি পরিত্যাগ করিবেন ?

প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়ংকালে ও মধ্যরাত্রে, এই চারিবারে, প্রত্যেক বারে মতিরাম বিংশতি সংখ্যায় কুম্ভকাভ্যাস করিতে লাগিলেন। এক মনে, এক ধ্যানে, এইরূপে কুম্ভকাভ্যাস করিতে করিতে এক মাসের মধ্যেই তিনি ইহাতে সিদ্ধি লাভ করিলেন। যে প্রাণায়াম দ্বারা কেবল মাত্র নাড়ীর পরিশুদ্ধি করিতে মাসত্রয় আবশ্যক হয়, সেই প্রাণায়ামে তিনি এক মাস মধ্যেই সিদ্ধ হইলেন। না হইবেন কেন? বাল্যকালে যে তিনি দুই মাসের মধ্যেই দুরূহ পাণিনি ব্যাকরণখানি আদ্যোপান্ত মুখস্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন!

প্রাণায়ামে সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার সিদ্ধি তাঁহার করায়ত্ত হইল কিন্তু দুই একটি সিদ্ধি ভিন্ন অপর সমুদয় বিভূতিই তাঁহার নিকট ধর্ম্মসাধনের বিষম অন্তরায়স্বরূপে পরিগণিত হইতে লাগিল; এবং স্বর্গীয় স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও দ্বারবঙ্গের রাজা স্বর্গীয় স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ ভিন্ন অপর কাহারও নিকট তিনি যোগসিদ্ধির পরিচয় কখনই প্রদান করিতেন না। কারণ তিনি বলিতেন, যোগের কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং কলি-কলুষিত মনুষ্যগণকে যোগের বিভূতি সমূহ প্রদর্শন করান কখনই কর্ত্তব্য নহে; তাহা হইলে তাহারা কলিকালোচিত ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়া যোগসাধনার্থ বৃথা পরিশ্রম করিয়া "ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ" হইয়া পড়িবে। ইহকাল নষ্ট হইবে অর্থাৎ যোগ সাধন করিতে গিয়া উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইবে,

পরকাল ত নষ্ট হইবেই, কারণ কলিতে ভক্তিমার্গই প্রশস্ত।

প্রাণায়ামসিদ্ধ হইলে সাধকের যে সকল সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে তাহা যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—

" যোগী পদ্মাসনস্থোঽপি ভুবমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে।
বায়ুসিদ্ধি স্তদা জ্ঞেয়া সংসারধ্বান্তনাশিনী॥"

—পদ্মাসনস্থ হইয়া যোগী যখন পৃথ্বীতল পরিত্যাগ পূর্ব্বক শূন্য-মার্গে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবেন, তখনই বুঝিতে হইবে যে তাঁহার বায়ুসিদ্ধি হইয়াছে।

প্রাণায়ামেন যোগীন্দ্রো লব্ধৈশ্বর্য্যাষ্টকানি বৈ।
পাপপুণ্যোদধিং তীর্ত্বা ত্রৈলোক্যচরতামিয়াৎ॥

অর্থাৎ প্রাণায়ামসাহায্যে যোগী অণিমা লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পাপপুণ্যরূপ সমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভ করতঃ পৃথিবীর সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে থাকেন *।

---

* " When this mystic union is effected, the yogi is liberated in his living body from the clog of material incumbrance and acquires an entire command over all worldly substance. He can make himself lighter than the lightest substance, heavier than the heaviest, can become as vast or as minute as he pleases, can traverse all space, can animate any dead body by transferring his spirit into it from his own frame, can render himself invisible, can attain all objects, become equally acquainted with the past, present and future and is finally united with Siva, and consequently exempted from being born again. The superhuman faculties are acquired, in various degrees, according to the greater or less perfection with which the initiatory processes have been performed "—*Sketch of the Religious Sects of the Hindus* (p. 131)—Professor H. H. Wilson.

প্রাণায়াম সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইলে, সাধকের বাহ্যব্যাপারজ্ঞান লুপ্ত হয়। সে সময়ে তাঁহার শরীরের উপরে সজোরে আঘাত করিলে বা তাঁহার নিকট বিকট চীৎকার করিলেও তাঁহার কিছুই উপলব্ধি হয় না।

সাধারণতঃ দীক্ষাগ্রহণান্তে শিষ্যমাত্রেই মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন। ইহাও এক প্রকার যোগ। ইহাকে মন্ত্রযোগ বলে। যোগ আরও তিন প্রকার আছে যথা—লয়যোগ, রাজযোগ ও হঠ যোগ। রাজযোগের অভ্যাস তিন প্রকারে করিতে হয়। প্রথম ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা; দ্বিতীয় মনঃসংযম, তৃতীয় বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে মনের যে লয়; প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলনকেই যোগ বলে।

প্রাণায়ামে সিদ্ধিলাভ করিয়া মতিরাম অন্যান্য যোগক্রিয়াসাধনে রত হইলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার ঘটাবস্থাপ্রাপ্তি হয়। এই সময়ে তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতে থাকেন, কেননা যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

প্রাণাপাননাদবিন্দুজীবাত্মপরমাত্মনঃ।
মিলিত্বা ঘটতে যস্মাত্তস্মাদ্বৈ ঘট উচ্যতে॥

যেহেতু প্রাণ, অপান, নাদ বিন্দু, জীবাত্মা ও পরমাত্মা একত্র মিলিত হয় সেই হেতু এই অবস্থাকে ঘটাবস্থা বলে।

যদা ভবেৎ ঘটাবস্থা পবনাভ্যাসিনঃ পরা।
তদা সংসারচক্রেঽস্মিংস্তন্নাস্তি যন্ন সাধয়েৎ॥

প্রাণায়ামের অভ্যাসে রত যোগীর যখন ঘটাবস্থা হয়, তখন ইহ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা সেই যোগীর দুষ্প্রাপ্য হয়।

যে হৃদবিহারী প্রাণসখার দর্শনাভাবে, সংসার বিষবৎ বোধ হইয়াছিল, প্রিয়তমা স্ত্রী, সদ্যোজাত শিশুসন্তান, পূজনীয় পিতা মাতাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে পরমাত্মীয় পরমাত্মদেবের অনুসন্ধানে শোকাকুলচিত্তে পলকে প্রলয় জ্ঞান করিয়া উন্মাদবৎ চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, আজ নবীন যুবা মতিরাম সেই বিশ্বনিয়ন্তাকে যোগবলে প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ আবার কি? যে জগৎজীবনকে দেখিবার নিমিত্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন, তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু কয়েক দিনের জন্য সেই অবর্ণনীয় দর্শনসুখ উপভোগ করিতে না করিতে প্রাণসখা জড়-সমাধিসম্পন্ন মতিরামের হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে যোগী মতিরাম সোঽহং জ্ঞানে সমুদ্ভাসিত হইয়া জগন্ময় ব্যাপ্ত পরমাত্মাকে আপনাতে অবলোকন করিতে লাগিলেন! *

তদনন্তর তিনি জিহ্বাকে তালুমূলে সংস্থাপন পূর্ব্বক, প্রাণবায়ু-

* বিলাতের বিখ্যাত পণ্ডিত ওমান সাহেব লিখিয়াছেন :—" In their ardour to gain admittance to the unknown world, whose echoes reached them, eager men would set themselves the task of systematically overcoming the intervening obstacles and out of such strivings, doubtless, arose the *Science* of *Yoga Vidya.* If in ecstasy the Christian saint believed himself to be in mysterious communion with Christ or the Virgin, it is only natural and in accordance with his beliefs, that the pantheistic Hindu, when he reached the state in which he became *insensible to external stimuli, should*, in the inner glorious world of his own imaginings, *find himself* (that is, his own soul) in complete union with the Universal Spirit—*The Mystics, Ascetics, And Saints of India.* Professor John Campbell Oman. (Pages 179—180).

পানরূপ যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন; যেহেতু যোগশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে যাবৎ এবম্প্রকার সাধনে সিদ্ধিপ্রাপ্তি না ঘটিবে তাবৎ যোগক্রিয়ায় অবশ্য বৃত থাকিবে, নতুবা পূর্ব্বাভ্যস্ত যোগ সকল ভ্রষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে সর্ব্বব্যাধিবিনাশন সর্ব্বাসন-শ্রেষ্ঠ সিদ্ধাসন, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উগ্রাসন প্রভৃতির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর উভয় ভ্রূর মধ্যে সুদৃঢ়া দৃষ্টি স্থাপন করিয়া, বিপরীতগামিনী জিহ্বাকে যত্নপূর্ব্বক সুধাকূপস্বরূপ তালুকুহরে সংযোজন পূর্ব্বক খেচরী মুদ্রা এবং জালন্ধর বন্ধ, উড্ডানবন্ধ প্রভৃতি বিবিধ সাধনে ব্রতী হইলেন।

এই সমস্ত সাধনে সিদ্ধি লাভ করা তাঁহার পক্ষে বিন্দুমাত্রও কঠিন বোধ হয় নাই; কারণ তিনি যোগশাস্ত্রোক্ত অধিমাত্রতম সাধক ছিলেন। মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ এবং রাজযোগ এই চারি প্রকার যোগের মধ্যে দ্বৈতভাববর্জ্জিত রাজযোগ যেরূপ যে সে অধিকার করিতে পারে না, তদ্রূপ মৃদু সাধক, মধ্য সাধক, অধিমাত্র সাধক এবং অধিমাত্রতম সাধক এই চারি প্রকার সাধকের মধ্যে যে সে ইচ্ছা করিলেই অধিমাত্রতম সাধক হইতে পারে না।

অধিমাত্রতম সাধকের যে সমুদায় লক্ষণগুলি থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহার সমস্তই ছিল। তিনি বাল্যকালে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করায় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে সংসার ত্যাগ করিতে সমর্থ হওয়ায়, তিনি মোহশূন্য ও উৎসাহযুক্ত ছিলেন। যুবা মতিরাম ভগবদ্দত্ত মনোহরকলেবরবিশিষ্ট ছিলেন। কাশীধামে গমন করিয়া বেদাদি পাঠ করায় তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, গৃহ হইতে বহির্গত হওয়ার পর যেখানে সন্ধ্যা সমাগত হইত, সেইখানেই আশ্রয়গ্রহণহেতু তিনি যথেচ্ছাচারস্থিত ও ভয়শূন্য ছিলেন।

শৈশবকাল হইতেই তিনি ধীর স্থির ও বুদ্ধিমান ছিলেন, এবং উজ্জয়িনীতে আগমন করিয়া নির্জ্জন শ্মশান সমীপে বাসহেতু জনসঙ্গবিরত ও গুপ্তচেষ্ট ছিলেন। সুতরাং সর্ব্বলক্ষণভূষিত মতিরাম যে সাধনেই মনোযোগী হইতে লাগিলেন, তাহাতেই তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটিতে লাগিল।

তদনন্তর তিনি প্রতীকসাধনে ব্রতী হইলেন। প্রতীক সাধনে সিদ্ধযোগীর দর্শনেও লোক সকল পবিত্র হইয়া থাকে। কিন্তু এই সাধনা অতি কঠোর। ইহাতে এক দৃষ্টিতে সূর্য্যের প্রতি সমস্ত দিন দৃষ্টিপাত করিয়া অবস্থিতি করিতে হয়। কথিত আছে এই সাধনায় তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। কিন্তু প্রাণায়াম-প্রমুখ অশেষবিধ যোগে সিদ্ধ মহাযোগী মতিরামের দেহাঙ্গের এবম্প্রকার বিকার বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই *। যিনি সমস্ত ভূমণ্ডলে প্রেমবিতরণার্থ পরমপুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন, তিনি কয় দিন দৃষ্টিহীন হইয়া অবস্থিতি করিতে পারেন? তাঁহাকে যদি এইরূপে অন্ধ হইয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে হয় তাহা হইলে এই মোহান্ধ কলির জীবকে পথ প্রদর্শন করিবে কে? যতীন্দ্রচরিতে লিখিত হইয়াছে—

অণিমাদিকসিদ্ধিচয়া নিখিলা নতু যস্য দৃগঞ্চিতপক্ষ্মভবাঃ।
স রমেশ-দৃগর্চ্চিতপাদযুগো, গিরিশঃ স্মৃতিমেতি তদীক্ষণতঃ॥

স্বামীজীকে দর্শন করিলে বোধ হইত, যেন ইনিই সেই মহাপুরুষ যাঁহার নেত্রপক্ষ্মসঞ্চালনে অণিমাদি সকল সিদ্ধিই লাভ হইয়া থাকে।

---

* ন তস্য রোগো ন জরা ন দুঃখং।
প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরং॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ২।১২॥

তমারাদ্ধুং গচ্ছৎ ক্ষিতিপতিশিরঃসঙ্গবিলসৎ-
কিরীটপ্রোতোদ্যন্মণিকিরণচিত্রস্তরুচয়ঃ।
অভূদ্ যদ্ ভূপানামনুগতরমা ভূষণরুচি-
র্ন তচ্চিত্রং যোগেঽনুচরতি যতঃ সিদ্ধিনিবহঃ ॥

অর্থ—স্বামীজীর আরাধনার্থ সমাগত ভূপতিবৃন্দের শিরোমুকুট প্রোথিত উজ্জ্বলমণিকিরণে প্রদীপ্ত হইয়া উদ্যানস্থ বৃক্ষগণ যে রাজানুগত লক্ষ্মীশ্রী ধারণ করিত তাহা আশ্চর্য্য নহে, কারণ সকল সিদ্ধিই যোগের দ্বারা লাভ হইয়া থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সন্ন্যাসগ্রহণ ও কঠোর তপস্যা।

এইরূপে মহাযোগী মতিরাম, অশেষবিধ যোগে সিদ্ধিলাভ করিয়া নানা প্রকার যোগবিভূতিতে বিভূষিত হওতঃ, নির্ম্মল, নিঃশঙ্ক ও বিগতমৎসর হইয়া উজ্জয়িনীখণ্ডে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিছুকাল উজ্জয়িনী নগরীতে অবস্থানের পর, তিনি পুণ্যক্ষেত্র গুজরাট ও মালবদেশে ভ্রমণ করতঃ কিছুকাল তীর্থসেবা করিলেন। গুজরাট প্রদেশে দ্বারাবতী নগরীর এক মঠে অবস্থান করিয়া, চারি বৎসর কাল বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। তদনন্তর উজ্জয়িনী নগরীতে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দীর্ঘকাল বিচার দ্বারা রজঃ ও তমোগুণ প্রনষ্ট করতঃ শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়া অনন্ত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের ধ্যান করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি কঠিন সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণে অভিলাষ করিলেন।

উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য, পরে গার্হস্থ্য, তৎপর বানপ্রস্থ, পর পর ক্রমে ক্রমে যথাশাস্ত্র সকল কর্ত্তব্যেরই তিনি পালন করিলেন, সুতরাং এক্ষণে সন্ন্যাসগ্রহণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইলেন। বাস্তবিক বিচার করিয়া দেখিলে উক্ত মহাত্মা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পূর্ব্বে তিনটি আশ্রম যথোপযুক্তরূপে ভোগ করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে এবং উপনয়নের পর অধ্যয়নকালে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম উপভোগ হইয়াছিল। অনন্তর বিবাহ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা গৃহত্যাগের পূর্ব্বসময় পর্য্যন্ত তিনি গৃহস্থাশ্রম

ভোগ করিয়াছিলেন। তৎপরে উজ্জয়িনী গুজরাট, ও মালব প্রভৃতি পুণ্যভূমে তীর্থভ্রমণকালে তাঁহার বানপ্রস্থাশ্রম ভোগ করা হইয়াছিল, সুতরাং তিনি উপযুক্ত সময়েই সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের বাসনা করিলেন।

এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তবিংশতি বৎসর মাত্র হইয়াছিল। এই অল্পবয়সে তাঁহার মনে প্রকৃত জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছিল, জগৎ তাঁহার নিকট ভ্রান্তিস্বরূপ অনুভূত হইতে লাগিল। তিনি জগতের সর্ব্বত্র, সেই অগোত্র, অগ্রাহ্য, অবর্ণ, অশ্রোত্র, অচক্ষু, অব্যয়, অজর, অমর, অশরীরী, অপাপবিদ্ধ, অকাম, অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অরস, অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয়, সহস্ররশ্মি, স্বয়ম্ভূ, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম ভূতযোনিকে,—যিনি স্থির হইয়াও দূরে, অচল হইয়াও সর্ব্বত্র যান,—তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু মায়ামুগ্ধ জীব আমরা, আমাদিগের কোন চেষ্টাই নাই, আমারা প্রতিপদে রজ্জু দর্শন করিয়া সর্পভ্রমে ভীত হইয়া কালাতিপাত করিতেছি, সুতরাং মায়ামোহও অপসারিত হয় না, আমরাও বশিষ্ঠোক্ত শান্তিলাভে বঞ্চিত হইয়া, মহা অশান্তিতে হাহাকার করিতে থাকি *। রাজা, রাণী, সম্রাট, দীন দরিদ্র সকলেরই এক দশা। প্রকৃত ভাগ্যবান্ পুরুষই প্রবল পুরুষকারসহায়ে "অনন্তসচ্চিৎ-সুখসিন্ধুসারে" নিমগ্ন হইতে সমর্থ হন; আর আমরা সংসারী সাজিয়া মায়ামৃগ ধরিবার জন্য চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকি, আসল বস্তু ত্যাগ করিয়া ছায়ার অনুসরণে ব্যস্ত থাকি, একবারও মুহূর্ত্তের

* সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো হনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥—মুণ্ডকোপনিষদ্। ৩.১।২॥

জন্য ভাবি না যে জ্ঞান ভিন্ন অজ্ঞাননাশের দ্বিতীয় উপায় নাই। সুতরাং স্বপ্রকাশ আত্মরূপদর্শন আমাদের ভাগ্যে একবারে ঘটেই না, অধিকন্তু মোহ মায়া, ভ্রমছায়া সংসারস্বপ্ন পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া "জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ" আমরা কেবল মাত্র জন্মপরম্পরাই অর্জ্জন করিতে থাকি। কত সত্য ত্রেতা দ্বাপর অতীত হইয়া গেল কিন্তু আমাদের আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনের বিরাম নাই, কিছুতেই আমাদের আশা মিটিতেছে না!

কিন্তু যুবা মতিরামের মায়ামোহ অপসৃত হইয়াছিল, ভগবৎ-সত্ত্বার উপলব্ধি হওয়ায়, তাঁহার হৃদয় ভূমানন্দে আপ্লুত হইতে লাগিল, সুতরাং সন্ন্যাসগ্রহণেরও প্রকৃত সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে তিনি এরূপ শুদ্ধসত্ত্বময় হইয়াছিলেন, যে নবীন বয়স, বলিষ্ঠ শরীর, সুন্দর কান্তি. বিদ্বান্ ও পণ্ডিতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা, রতিসমানা স্ত্রী, চন্দ্রপ্রতিম পুত্র, এ সকল বর্ত্তমান থাকিতে তিনি কেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, এ প্রশ্ন তাঁহাকে দেখিলে কাহারও মনে উদয় হইত না। তাঁহাকে দেখিলে স্বতঃই হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সঞ্চার হইত। নবীন যোগী সংসারত্যাগের পর হইতে প্রগাঢ় ভক্তি-সহকারে যোগসাধনা করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়া-ছিলেন; তাঁহার প্রসন্ন বদনে অতুল, উৎসাহপূর্ণ প্রেম ও তাঁহার অকপট ভক্তি ও বিশ্বাস দেখিয়া দর্শকের মনে ভক্তিরসের উদয় হইত।

এই সময়ে ব্রহ্মজ্ঞ জীবন্মুক্ত দাক্ষিণাত্যের পূর্ণানন্দ স্বামী, তাঁহাকে সাদরে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মতিরাম পূর্ব্ব নাম এবং তৎসহ কুল, বন্ধু, মান, অপমান প্রভৃতি মনের বিকার ও মোহোৎপাদক সমস্ত বিষয় যজ্ঞসূত্র

-সহ ত্যাগ করিলেন এবং গুরুদত্ত শ্রী ভাস্করানন্দ স্বামী সরস্বতী নাম, সাদরে গ্রহণ করিলেন। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এখন হইতে এই নূতন নামে খ্যাত হইলেন।

সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের পর স্বামী ভাস্করানন্দ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞান করতঃ কিছুকাল রেবানদীতটে এক শ্মশানে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি পবিত্রসলিলা জাহ্নবীর তটস্থিত শৃঙ্গিরামপুরে গমন করেন। তদনন্তর গঙ্গা-স্নান করতঃ কিছুকাল গঙ্গার তটে তটে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। যে পুত্রের জন্মের পর স্বামীজী গৃহত্যাগী হইয়াছিলেন, এই সময়ে সেই পুত্র মানবলীলা সম্বরণ করেন ও তাঁহার মৃত্যুসংবাদ স্বামীজীর কর্ণগোচর হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রের একাদশ বৎসর বয়স হইয়াছিল। স্বামীজী সেই একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন্ নাই। গীতায় উক্ত হইয়াছে যে, যাঁহার দুঃখেতে কোন প্রকার উদ্বেগবোধ থাকে না, যিনি পুত্রকলত্রাদির প্রতি এককালে নিঃস্নেহ, যিনি শুভাশুভ ঘটনা ঘটিলে বিচলিত হন্ না, তাঁহাকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বা ব্রহ্মজ্ঞানী বলা যায় *।

গঙ্গাতীরে বিচরণ করিতে করিতে স্বামীজী পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া পুনরায় গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে ফতেপুর জিলার অন্তর্গত অসনী নামক একগ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে কিছুকাল একটি বৃদ্ধ পণ্ডিতের সহিত তিনি অবস্থিতি করেন। এই স্থানে সন্ন্যাসাশ্রমের চিহ্নস্বরূপ যে দণ্ড ধারণ

* গীতা ২।৫৬—৫৭।

করিতেন, তাহাও আত্মচিন্তাবিরোধী বিবেচনা করিয়া গঙ্গা-গর্ভে নিক্ষেপ করিলেন *; কারণ যে উদ্দেশ্যে লোকে সন্ন্যাসী হয়, তাহা তাঁহার সন্নাসাশ্রমে প্রবেশলাভের পূর্ব্বে সংসাধিত হইয়াছিল।

অসনীতে স্বামীজী কিছু কাল নির্জ্জনে ভগবদারাধনা করিয়া কানপুর নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণবংশোৎপন্ন রামচরণ নামে এক ধার্ম্মিক পণ্ডিত ভগবৎ-চরণলাভকামনায় তাঁহার শরণাগত হইলেন এবং ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব গয়াদত্ত নামে এক ব্যক্তি এই স্থানে স্বামীজীর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। স্বামীজী রামচরণ, গয়াদত্ত ও রামনারায়ণ দ্বিবেদী নামক অপর একটি ভক্তকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় জন্মভূমি মৈথেলাল-পুরে গমন করিলেন ; গ্রামবাসিগণ তাঁহাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। মৈথেলালপুরে স্বামীজী পিতা মাতা ও পুত্রবিয়োগ-বিধুরা স্ত্রীকে দর্শন করিলেনকিন্তু মায়া তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ মনকে আর মোহিত করিতে পারিল না। তিনি সকলকেই সংসারের অসারতা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া অনতিবিলম্বে সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন।

মৈথেলালপুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া তিনি পরিধেয় বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলেন এবং কেবলমাত্র কৌপীনধারী হইয়া, গঙ্গা-তীরে, এক বৃক্ষের মূলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদি ঋতুর ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া বেদবিহিত মার্গানু-

---

* ন যতেরাশ্রমঃ প্রায়ো ধর্ম্মহেতুর্মহাত্মনঃ।
শান্তস্য সমচিত্তস্য বিভৃয়াদুত বা ত্যজেৎ ॥ সপ্তম স্কন্ধ ১৩।৯। শ্রীমদ্ভাগবত।

যায়ী সাধন চতুষ্টয় * অবলম্বন করিলেন। বর্ষার বারিধারায় তাঁহার দেহ সিক্ত হইত, প্রখর সূর্য্যোত্তাপ তাঁহার অঙ্গ ঝলসিয়া দিত, পৌষের দারুণ শীতে বস্ত্র দ্বারা দেহ আচ্ছাদন ত দূরের কথা, নিকটে অগ্নি পর্য্যন্তও প্রজ্বলিত করিতেন না। আহারের নিমিত্তও অন্যত্র গমন করিতেন না, মৌনী ছিলেন বলিয়া ইঙ্গিতের দ্বারাও কাহার নিকট কিছুই প্রার্থনা করিতেন না, যাঁহার যাহা ইচ্ছা হইত, সেই বৃক্ষতলে আসিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়া যাইতেন। এইরূপ কঠোর সাধনায় তাঁহার তিন বৎসর অতীত হয়। কলিযুগে, সাধনচতুষ্টয় অবলম্বন করতঃ কঠোর তপশ্চরণের উদাহরণ অতি বিরল।

সাধারণের ধারণা আছে যে জ্ঞানমার্গে সাধনা অতি কঠোর; ইহা মিথ্যা নহে। কিন্তু ভক্তিমার্গে সাধনা দ্বারা ভগবৎলাভ কি সহজ? আর সহজই হউক, কঠোরই হউক, অন্তিমে জ্ঞান

* সাধন চতুষ্টয় যথা—প্রথম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক; ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এবম্প্রকার দৃঢ় জ্ঞান। দ্বিতীয়—পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার ভোগে বিতৃষ্ণা; বান্ত অন্ন (বমি), মূত্রাদি ভোজনে যেরূপ অনিচ্ছা, পুষ্পমাল্য, চন্দনাদি ভোগ্য-পদার্থেও সেইরূপ বিতৃষ্ণা। অমুত্র অর্থাৎ গোলোক ধ্রুবলোকবাসাদি যাবতীয় দেবভোগে পূর্ব্বের ন্যায় বিতৃষ্ণা। তৃতীয়—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। পরমাত্মবিষয়ক মনন শ্রবণ ভিন্ন সাংসারিক সকল বস্তু হইতে মনের সংযমকে শম ও পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে দম বলে। আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে মনের নিয়োগকে উপরতি বলে। শাস্তিপ্রদানে সামর্থ্য থাকিলেও অপরের অপরাধ সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে। ব্রহ্মানুধ্যানে রত মন যে যে সময়ে বাসনা বশতঃ বিষয়গত হয়, সেই সেই সময়ে জাগতিক পদার্থের নশ্বরত্বাদি দোষ দেখিয়া, ব্রহ্মেতে ঐ মনের যে একাগ্রতা, তাহাকে সমাধান বলে। শ্রদ্ধা—অর্থাৎ গুরু ও বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রে দৃঢ় বিশ্বাস। চতুর্থ—মুমুক্ষত্ব।

ভিন্ন জীবের উদ্ধার নাই। স্বধর্ম্মপরায়ণ সুবিখ্যাত স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন :——

"আত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি। সর্ব্বত্রেষ এব পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতীতি।" বেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদ।

"ইহার অর্থ এই যে, এই সব আত্মা। ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, যে আত্মায় রত হয়, আত্মাতে ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন (সহচর), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ (আপনার রাজা) হয়। ইহাই যথার্থ ভক্তিবাদ।" *

জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই। ভক্তিমার্গে সাধনা দ্বারা সাধকের ভগবদ্দর্শন হইলেও নিস্তার নাই, সাধককে ত্রিগুণাতীত হইতে হইবে। কারণ যোগবাশিষ্ঠে নির্ব্বাণপ্রকরণে মহামুনি বশিষ্ঠ ভগবান্ রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন :—

"বৎস, আত্মপদই পরমপদ; ইহা আমি তোমাকে বার বার বলিয়াছি। ঐশী শক্তির অনন্ত প্রভাবে আকাশের সহিত সমুদায় পৃথিবী প্রলয়কবলে নাশ প্রাপ্ত হয়। কালবশে দিক্ সকল অদৃশ্য, সমুদ্রও শুষ্ক, অধিক কি কালবশে প্রহ্লাদ ধ্রুব ও অমর দেবগণ মৃত্যুর বশীভূত হন্, যমকেও নিয়মিত, বায়ুকেও ব্যোমত্বে পরিণত, চন্দ্রকেও লীন, সূর্য্যকেও ক্ষীণ এবং অগ্নিকেও বিলীন হইতে হয়। আবার নিয়তি, কাল, আকাশের কথা দূরে থাকুক্, পৃথিবীনাশের সঙ্গে সঙ্গে, ব্রহ্মা বিষ্ণু এমন কি সংহারকর্ত্তা মহাদেবেরও সংহার হইয়া থাকে।"

হিন্দুশাস্ত্রে তিনটি পথ নির্দ্দিষ্ট আছে; কর্ম্মমার্গ, ভক্তিমার্গ,

---

* বঙ্কিম বাবুর অনুশীলন দেখুন।

ও জ্ঞানমার্গ। মার্গ তিনটি হইলেও, সকলের এক উদ্দেশ্য, সকলেই সেই এক মহাসাগরে গিয়া পড়িতেছে। অধিকন্তু ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ সম্বন্ধ যে একটির চেষ্টা করিলে, অপরটি আপনা আপনি আসিয়া পড়ে। একজন কর্ম্ম করিতেই ভালবাসেন, একজন ঈশ্বরকে ভালবাসিতে চান, আর একজন ঈশ্বরের তত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত হন। ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়া সাধক তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলে ভালবাসার পাত্রের স্বরূপনির্ণয়ে সমর্থ হন, ভগবান্‌কে জানিতে জানিতে তাঁহার উপর ভালবাসা জন্মায়, আর সকাম কর্ম্মবলে গোলোকবাসী হইলেও নিস্তার নাই, কর্ম্মক্ষয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় *। নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারাও সাধক মৃত্যুবন্ধন ছেদন করিয়া আপ্তকাম হইতে পারেন। সকাম কর্ম্মের নিন্দা সর্ব্বত্র দেখা যায়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন :—হে দেবি! কর্ম্মপরিত্যাগ না হইলে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে, শত যুগ ব্যাপিয়া কর্ম্ম করিলেও মুক্তিলাভ হয় না। †

পরমেশ্বরকে ভালবাসা ও পরমেশ্বরকে জানিবার চেষ্টা করা, উভয়ই এক। এই দুই পথকে বিরোধী বা একটিকে অপরটি অপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করা উচিত নহে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই যে ভক্তিসাধিকাগণের আদর্শস্থানীয়া গোপবালাগণ শ্রীকৃষ্ণের বিশ্ববিমোহিনী বংশী-সহায়ে যখন তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন, তখন তাঁহারা আপনাদিগকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া জানিতে লাগিলেন। যথা—

---

* কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্। গীতা ২।৪৩॥

† ব্রহ্মজ্ঞানাদৃতে দেবি! কর্ম্মসংন্যসনং বিনা।
কুর্ব্বন্ কল্পশতং কর্ম্ম ন ভবেন্মুক্তিভাজনং॥ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র॥

আরুহ্যৈকা পদাক্রম্য শিরস্যাহাপরাং নৃপ।
দুষ্টাহে গচ্ছ জাতোঽহং খলানাং নমু দণ্ডধৃক্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত
১০ম স্কন্ধ ৩০. ২১॥

অন্যা ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতির্নিশাম্যতাম্।
দুষ্ট কালিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্ণোঽহমিতি চাপরা॥
অন্যা ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশঙ্কৈঃ স্থীয়তামিহ।
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো গোবৰ্দ্ধনো ময়া॥ শ্রীমদ্ভাগবত।

ভক্তিগ্রন্থের আদর্শস্থানীয় শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত হইল:—"হে গোপগণ, তোমাদের বৃষ্টির জন্য কোন আশঙ্কা নাই, তোমরা নিঃশঙ্ক হও, আমিই (জনৈক গোপবালা) গোবৰ্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণ"। সুতরাং যাঁহারা বলেন, "চিনি হইতে চাই না, চিনি খাইতে চাই" তাঁহাদের উদ্দেশ্য আমরা চিরজীবনই চিনির উপভোগের নিমিত্ত লালায়িত থাকিব ও চিনির মাধুর্য্য আস্বাদন করিব। কথাটি বড়ই সুন্দর, কারণ সর্ব্বদা উপভোগের ইচ্ছাই আমাদের প্রবল। আমরা যাহা সম্মুখে দেখি তাহাই উপভোগ করিতে চাই, তাহারই কামনা আমাদের মনে সর্ব্বদা জাগে। কিন্তু এই কামনানিবৃত্তির বিষয় চিন্তা করিতে আমাদের কষ্ট বোধ হয়। আমরা কোন দিন পূর্ণকাম হইয়া নিবৃত্তির সুখময় রাজ্যে বিচরণ করিতে প্রার্থনা করি না; কোন দিন বিগতশোক হইয়া, যিনি জগতে কাম্য বস্তু সকল বিধান করিতেছেন, যিনি সকল কামনার পরিসমাপ্তি, যিনি যজ্ঞের অনন্তফল হিরণ্যগর্ভপদ, সেই আদিত্যবর্ণ, অজ্ঞানের পরপারস্থ * সর্ব্বভূতাশ্রয়, শান্তিময়ের ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া বিশ্রাম লাভ করিতে চাই না, তাঁহার পুণ্যপ্রকাশিনী. অভয়া,

---

* আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩।৮॥

মঙ্গলরূপা তনু * দর্শন করিয়া অমৃতত্বলাভে বিন্দুমাত্রও অভিলাষী নহি, কেবল ভোগচিন্তায় নিরত। সুতরাং যতদিন আমার চিনি খাইবার স্পৃহা থাকিবে, ততদিন আমি সকামই থাকিব কিন্তু গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম হইবার জন্য বার বার উপদেশ দিতেছেন। এই হেতু বশতঃ কামনাশূন্য হওয়াই প্রার্থনীয়। কামনা অপসৃত হইলে ভোগস্পৃহা স্বতঃই বিলীন হইবে। কিন্তু যতদিন কামনা পরিপূর্ণাবস্থায় না দাঁড়াইবে, ততদিন কেহই নিষ্কাম হইতে পারিবেন না। সুতরাং চিনির আস্বাদনে অনুরাগ থাকায়, চিনির চিন্তাজনিত ক্লেশ আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। কিন্তু চিনি খাইতে খাইতে যে দিন রসনা পরিতৃপ্ত হইবে, সেইদিন চিনির চিন্তা অন্তর হইতে দূরীকৃত হইবে, তখন সেই পরিতৃপ্তি আমার হৃদয়ে আধিপত্য করিতে থাকিবে। তখন আমাতে ও চিনিতে প্রভেদজ্ঞান থাকিবে না। এই অবস্থাকে নিষ্কাম অবস্থা বলা যায়। যাঁহারা বলেন চিন্তা দ্বারা সেই বস্তুর স্মৃতি হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকে কিন্তু তদ্বিষয়ক চিন্তা নিবৃত্ত হইলে স্মৃতিও বিলুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং এ অবস্থায় যাহাতে চিন্তা বদ্ধমূল হইয়া থাকে, সেই অতৃপ্তিই প্রার্থনীয়। তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, চিন্তা যখন প্রবল হইয়া দাঁড়ায় তখন কি তন্ময়তা আসে না? তখন কি আর চিনি উপভোগ করিতে ইচ্ছা থাকে? তখন চিনিতে ও উপভোক্তাতে কি কোন প্রভেদ থাকে? তখন উপভোক্তা তন্ময়তা দ্বারা কি চিনির সারূপ্য লাভ করেন না? এই জন্যই শঙ্করাচার্য্য বৈদিক শত শত মন্ত্রসাহায্যে, তাঁহার সমসাময়িক বৈষ্ণব শাক্ত শৈবপ্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত

* যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরা পাপকাশিনী।—শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ৩।৫।

পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাজিত করিয়া, ভারতে অদ্বৈতবাদের বিজয়পতাকা উড্ডীয়মান করেন। পরবর্ত্তী কালে যদিও বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী রামানুজস্বামী ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য, অদ্বৈতমত খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন, তথাপি শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতমতের গৌরব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়।

পদব্রজে ভারতভ্রমণ।

অসনী গ্রাম হইতে কিছু দূরে গঙ্গাতটে, স্বামীজী তিন বৎসর মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক কঠোর সাধনা করিয়া পরিশেষে পদব্রজে ভারতের যাবতীয় তীর্থ-ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। প্রথমে হরিদ্বারে গমন করিয়া চক্রতীর্থ ব্রহ্মকুণ্ডঘাটে স্নান ও কুশাবর্ত্তঘাটে শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পাদন করেন। ' হরিদ্বারে, ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের পুরোবর্ত্তী দৃশ্য বড়ই প্রাণমনোহারী। সম্মুখে কাক-চক্ষুবৎ-নীল-সলীলা সরিদ্বরা গঙ্গা—পরপারে বহুদূরে, অমল-ধবল-হিমানী-মণ্ডিত শতশৃঙ্গসমন্বিত অনন্তপর্ব্বতমালা—তাহার পশ্চাতে তুষারাবৃত ধবলগিরির, অনলঙ্কৃত স্থির গম্ভীর বিমল শান্ত শোভা দেখিলে মনে হয়, সংসারসংগ্রামনিরত ত্রিতাপতাপিত মানব ঐ স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করিতে পারিলে, সংসারের সকল জ্বালা হইতে মুক্ত হইতে পারে। সেই জন্য ত্রিকালদর্শী ত্রিলোচন, রত্নগর্ভা ভারতভূমির সমতলক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া, ঐ মহীধরশিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজী হরিদ্বার হইতে একাকী পদব্রজে গঙ্গোত্রীতীর্থে গমন করেন। হরিদ্বার হইতে বহুদূরে, হিমালয়পর্ব্বতমধ্যে গঙ্গোত্রী বা গোমুখী তীর্থ অবস্থিত। গোমুখীর যে দিকেই কেন দৃষ্টিপাত করা যাউক না, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল পরে পরে স্তরে স্তরে সজ্জিত, তুষারাবৃত, শিখরসমন্বিত, গগনস্পর্শী শত শত পর্ব্বতমালা, শৃঙ্গের পর শৃঙ্গ।

গঙ্গোত্রী যাইতে পথিমধ্যে "ভীম কী উদ্ধার" নামক একটি পল্লীগ্রাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতে কিছু দূরে গমন করিয়া যাত্রীদিগকে একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে হয়। এই পর্ব্বত অতিক্রম করিতে স্বামীজীর ক্লেশের অবধি ছিল না। জনৈক বলিষ্ঠ ইংরাজপুরুষ এই পর্ব্বত অতিক্রম করিতে কিরূপ কষ্ট পাইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুস্তকের একস্থানে লিখিত হইয়াছে *—"এক্ষণে দুই এক পদ উপরে উঠা আমাদের পক্ষে অতিশয় পরিশ্রমের কার্য্য হইয়া উঠিল। এমন কি সমতল ভূমির উপর চলিতে চলিতে আমার পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, এবং মধ্যে মধ্যে আমার উদরে বেদনা অনুভূত হইতে লাগিল। আমার অপরাপর সঙ্গীগণের কেহ কেহ প্রবল শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা বক্ষে বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন, অনেকেই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং চলিতে চলিতে কাহারও নিদ্রাবেশ হইতে লাগিল।"

ফ্রেসার সাহেব তাঁহার পুস্তকে, হঠাৎ এরূপ কেন হইল, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে গঙ্গোত্রী আসিতে পথিমধ্যে এই পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ দ্বিতীয় পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায় না। পথিক যত উচ্চে উঠিতে থাকেন, বায়ুও সঙ্গে সঙ্গে লঘু হইতে থাকে, শেষে এত লঘু হইয়া পড়ে, যে

---

* Every few paces of ascent seemed now an insuperable labour and even in passing along the most level places, my knees trembled, and at times sickness of stomach was experienced. The symptoms it produced were various, some were affected with violent headache, others had severe pain in the chest, many were overcome with heaviness and fell asleep even while walking along—J. B. Fraser. F. R. G. S.

উপযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাসের অভাবে পূর্ব্বোক্ত পীড়া সমূহ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন।

এই পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া স্বামীজী ত্রিকান্তপর্ব্বতে গমন করেন এবং আরও কিছু দূরে গমন করিয়া দেখিতে পান যে, একটি মনোরম স্থানে, হর্ষিলা ও গোমতী গঙ্গা নামক দুইটি স্রোতস্বতী আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে। তৎপরে বহু দূর অগ্রসর হইয়া দুরালী নামক একটি গ্রাম প্রাপ্ত হন্। এই দুরালী গ্রাম হইতে গঙ্গোত্রী দ্বাদশ ক্রোশ দূরে। দুরালীর পরপারে মুকুব্বা নামে একটি গ্রাম আছে; এই গ্রামে একটি পণ্ডিত বা পাণ্ডা, পঞ্চদশ জন মাত্র অনুচর সহ বাস করেন। এই স্থান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রে কুর্শালি গ্রাম। এই গ্রামের পর, পথিমধ্যে কোন্ লোকালয় পাওয়া যায় না, যাত্রীগণকে রাত্রিবাসের জন্য পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইতে হয়। কুর্শালি গ্রাম হইতে রুদ্রহিমালয় পর্ব্বত যত দূর, রুদ্রহিমালয় হইতে পতঙ্গিনী পর্ব্বত প্রায় তত দূর। এই পতঙ্গিনীতে আসিয়া পাণ্ডবগণ কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। পতঙ্গিনী হইতে গঙ্গোত্রী এক ক্রোশ মাত্র দূরে।

যে স্থানটিকে গঙ্গোত্রী বলা যায়, তাহা বড় বড় বরফ খণ্ডে এরূপভাবে আবৃত, যে অতি নিকটে গমন না করিলে গঙ্গার দর্শনলাভ হয় না। ভাগীরথী গোমুখী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়াই কেদারগঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছে। এই স্থানের দ্বাদশ ক্রোশ নিম্নে একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ মন্দির আছে। মন্দিরটি দেখিতে শুভ্র ও দ্বাদশ ফুট উচ্চ। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটি দ্বার আছে। এই দ্বার হইতে গঙ্গোত্রীর পবিত্র বারি * স্পর্শ

* সুবিখ্যাত মার্ক টোয়েন সাহেব, আমাদিগকে যে পুস্তকখানি (More Tramps Abroad) উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহার এক স্থানে গঙ্গার

করা যায়। মন্দিরের নিকটেই যাত্রীগণের বাসোপযোগী দুই তিনটি কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ আছে। যাত্রীগণের সংখ্যা অধিক হইলে, কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহের স্থানসঙ্কীর্ণতা বশতঃ, অতিরিক্ত যাত্রীগণকে নিকটস্থ পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় লইতে হয়।

গঙ্গোত্রী দর্শনান্তে, * স্বামীজী কেদার ও বদরিকাশ্রমে গমন

জলের গুণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"It had long been noted as a strange thing that while Benares is often afflicted with the cholera, she does not spread it beyond her borders. This could not be accounted for. Mr. Hankin, the scientist in the employ of the Government at Agra concluded to examine the water. He went to Benares and made his tests. * * * He added swarm after swarm of cholera germs to this water (Ganges) ; within six hours, *they alwavs died, to the last sample.* Repeatedly he took pure well water which was barren of animal life and put into it a few cholera germs ; they always began to propagate at once and always within six hours they swarmed—*and were numberable by millions upon millions.*"

For ages and ages the Hindoos have had absolute faith that the water of the Ganges was utterly pure, could not be defiled by any contact whatsoever and infallibly made pure and clean whatsoever thing touched it. They still believe it, and that is why they bathe in it and drink it, caring nothing for its *seeming* filthiness and the floating corpses. The Hindus have been laughed at, these many generations, but the laughter will need to modify itself a little from now on. How did they find out the water's secret in those ancient ages ? Had they germ-scientists then ? We do not know. We only know that they had a civilisation long before we emerged from savagery—*More Tramps Abroad.* (p. 343—344.)

* গঙ্গোত্রী দেখিয়া ফ্রেসার সাহেব লিখিয়াছেন :—"The scene in

করেন ; তদনন্তর হরিদ্বারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, মানসসরোবরে গমন করেন। তিনি শাস্ত্রোল্লিখিত কূর্ম্মাচলপথ অবলম্বন করিয়া মানস-সরোবরে উপস্থিত হন। পথিমধ্যে তাঁহাকে যে কত অমানুষিক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা আমাদের এই সামান্য লেখনী বর্ণনা করিতে সম্পূর্ণ অশক্ত। অর্দ্ধ শতাব্দী গত হইল, জনৈক ইংরাজপুরুষ, মানস সরোবরে যাইবার নিমিত্ত, অনুচর-বর্গে বেষ্টিত হইয়া, কূর্ম্মাচল-পর্ব্বত হইতে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, অর্দ্ধেক পথ হই-তেই তাঁহাকে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। তিনি তাঁহার পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন :—

"বস্তুতঃ মানস-সরোবরের পথে, সেই সমুদায় স্তূপাকার বরফরাশি অবলোকন করিলে, প্রাণে এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব আতঙ্কের সঞ্চার হয়। শীত এত অধিক, মনে হয় যেন মানবের আত্মাও এই সকল স্থানে আসিলে জমিয়া যায়। এক কথায়, স্বভাবের মৃত্যু কাহাকে বলে, তাহা এই স্থানে আসিলে বুঝিতে পারা যায়।"*

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে যাত্রীগণ প্রথমে কূর্ম্মাচলের (বর্ত্ত-মান কুমায়ুন) নিকটবর্ত্তী গণ্ডকী ও লোহা নদীতে স্নান করিয়া

---

which this holy place is situated, is worthy of the mysterious sanctity attributed| to it and the reverence with which it is regarded."

* There is something peculiarly awful and solemn in the sight of these huge masses and depths of snow and the cold that emanated from them feels as |if would freeze the soul itself ; they resemble indeed the death of nature. —J. B. Fraser. F. R. G. S.

কূর্ম্মশীলা পর্ব্বতে উপস্থিত হইবেন। এই কূর্ম্মশিলা, বর্ত্তমান গাগার পর্ব্বতশ্রেণীর * অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত। কূর্ম্মশিলার নিকট হংসতীর্থ নামক স্রোতস্বতীতে স্নান করিয়া, পাতাল-ভুবনেশ্বর নামক স্থানে উপস্থিত হইতে হয়। এই পাতাল-ভুবনেশ্বর, বর্ত্তমান গাঙ্গোলী পরগণার অন্তর্গত গাঙ্গোলীহাট ডাকবাঙ্গলার কিছু দূর উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটি গুহা ও শিবমন্দির আছে। পাতালভুবনেশ্বর হইতে কিছু দূর অগ্রসর হইলে প্রথমে পবনপর্ব্বত, তৎপরে পতাকাপর্ব্বত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পতাকা পর্ব্বত বর্ত্তমান পিথোড়াগড় নামক স্থানের কিছু উত্তরে। পতাকাপর্ব্বত হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলে যাত্রীগণ ব্যাসাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তৎপরে বহুদূর গমন করিলে তারকপর্ব্বত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

এই তারকপর্ব্বতের নিকট, তারিণী নদীতে স্নান করিয়া, স্বামীজী কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তিব্বতপ্রদেশের সীমায় পদার্পণ করেন। তৎপরে বহু দূর গমন করিলে, গৌরী পর্ব্বত প্রাপ্ত হন। এই গৌরী পর্ব্বতের নিকটেই মানস-সরোবর। মানস-সরোবর দীর্ঘে আট ক্রোশ ও প্রস্থে ছয় ক্রোশ। মানস-সরোবরে উপস্থিত হইয়া রাজহংস নামক মহাদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। তদনন্তর মানস সরোবর হ্রদের চতুর্দ্দিকে যথা-বিধি প্রদক্ষিণ করিতে করিতে, যে যে নদী মানস-সরোবরে

* The Gagar Ranges. আমরা, ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী বাহাদুরের অনুমতি লইয়া, হোম্ ডিপার্টমেণ্টের পুস্তকাগারে গমন করতঃ শাস্ত্রোল্লিখিত স্থান সমূহের বর্ত্তমান নাম সকল বহু অনুসন্ধানের পর অবগত হইয়া, এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

আসিয়া মিলিত হইয়াছে, সেই সকল নদীতে ক্রমশঃ স্নান করিতে হয়। দক্ষিণে শম্ভূপর্ব্বত হইতে ষষ্টিনদী, উত্তরে নল-পর্ব্বত হইতে কপিলা, কৈলাসশিখর হইতে মন্দাকিনী, এবং পুষ্পভদ্র, চন্দ্রভাগা নামক অপর দুইটি স্রোতস্বতী আসিয়া মানস-সরোবরে মিলিত হইয়াছে। মানস-সরোবর হইতে দেড়-ক্রোশ উত্তরে কৈলাসপর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। পর্ব্বতটি দীর্ঘে প্রায় দুই ক্রোশ ও উচ্চে বিংশতিসহস্র ফুট হইবে ও আপাদমস্তক হিমানীমণ্ডিত। স্বামীজীর কৈলাসপর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিতে দুই দিবস অতিবাহিত হয়। মানস-সরোবরের নিকট রাবণহ্রদ নামে আর একটি সরোবর আছে।

মানস-সরোবর হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি পঞ্জাবদেশান্তর্গত জ্বালাতীর্থে গমন করেন এবং তথায় পুণ্যসলিলা পদ্মাবতী নদীতে স্নান করিয়া কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। জ্বালামুখীর মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেই প্রথমে একটি গহ্বর দেখিতে পাওয়া যায়। এই গহ্বরমধ্যস্থিত পবিত্র অগ্নিশিখা দর্শন করিলে, মনোমধ্যে একপ্রকার অবর্ণনীয় আনন্দোদ্রেক হয়। থানেশ্বর কুরুক্ষেত্রে পাঁচটি স্থান দর্শনীয় আছে। প্রথম কুরুক্ষেত্র বা কুরুরাজার দানক্ষেত্র; এই স্থানে অর্দ্ধক্রোশ পরিমিত একটি পুষ্করিণী আছে; এবং ইহারই মধ্যস্থলে লক্ষ্মীনারায়ণজীর মন্দির অবস্থিত। কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধক্ষেত্র এই স্থান হইতে চারি পাঁচ ক্রোশ দূরে। দ্বিতীয়—দ্বৈপায়ন হ্রদ। এই হ্রদে দুর্য্যোধন গোপনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৃতীয়—পঞ্চপাণ্ডবাশ্রম। চতুর্থ ভদ্রকালীর পীঠস্থান। পাণ্ডাগণ বলেন—"মার দর্শন এখানে জলরূপী", কারণ পীঠস্থানটির উপর একটি কূপ খনন করা আছে। সহর হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে নিবিড় বনমধ্যে পীঠস্থানটি অবস্থিত।

সম্প্রতি দেবীর একটি মূর্ত্তি জনৈক বাঙ্গালী বাবু কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পঞ্চম—থানেশ্বর মহাদেব। কুন্তিদেবী এই থানেশ্বর মহাদেবকে অষ্টোত্তরশত স্বর্ণনির্ম্মিত চম্পকপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন।

পঞ্জাবদেশান্তর্গত বিখ্যাত অমৃতসহরের স্বর্ণমন্দির, এই কুরুক্ষেত্র হইতে অধিক দূরে নহে। শিখদিগের এই মনোহর মন্দিরটি আপাদমস্তক স্বর্ণপাতে আচ্ছাদিত এবং একটি সুবৃহৎ জলাশয়ের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যহ সন্ধ্যাসমাগমে যখন শত শত শিখগণ একত্র মিলিত হইয়া, ভগবানের নাম গান করিতে করিতে জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন, তখন সেই সমস্বরোচ্চারিত সহস্রকণ্ঠোত্থিত নানাযন্ত্রসম্মিলিত সঙ্গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া, ভক্তির পীযূষধারায় পঙ্কিল মন স্বতঃই দ্রব হইয়া যায়। শিখদিগের মধ্যে কোন প্রকার পূজাপদ্ধতি প্রচলিত নাই। ইহাঁদের কারুকার্য্যখচিত মন্দিরমধ্যে নানকপ্রমুখ "গুরুগণ" প্রণীত কতকগুলি গ্রন্থ সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় এবং দলে দলে শিখনরনারীগণ উপস্থিত হইয়া ঐ সমুদায় গ্রন্থরাশির উপর এবং মন্দিরের চতুর্পার্শ্বে অজস্রধারে পুষ্প-বৃষ্টি করিয়া থাকেন। স্বামীজী এই স্বর্ণমন্দিরের অতিশয় প্রশংসা করিতেন এবং বলিতেন কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানের ন্যায় এই পবিত্র মন্দিরটি ভক্তমাত্রেরই দর্শনীয়। তদনন্তর পদব্রজে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে স্বামীজী অবশেষে নৈমিষারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। লক্ষ্ণৌ হইতে পঞ্চদশ ক্রোশ দূরে শাণ্ডিলা নামক রেলওয়ে ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া গোযানে নৈমিষারণ্যে গমন করিতে হয়। পথিমধ্যে 'হত্যাহরণ' নামক আর একটি তীর্থ-স্থানে, সন্ধ্যাসমাগমে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কথিত আছে

দর্শনার্থী দণ্ডিগণ বেষ্টিত স্বামীজী

(১৩১ পৃষ্ঠা।)

ভগবান রামচন্দ্র এইস্থানে আসিয়া, একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া রাবণহত্যাজনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। পরদিন প্রাতে হত্যাহরণে স্নান ও তীর্থকৃত্যাদি যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া বহির্গত হইলে, নৈমিষারণ্যে সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হওয়া যায়। স্বভাবের লীলাভূমি, গভীরঅরণ্যানীপরিব্যাপ্ত, বিহগকাকলীসঙ্কুল, শ্যামল-বৃক্ষরাজিমণ্ডিত, সাধুজনমনোমোহন এই নৈমিষারণ্যকে প্রকৃতি দেবী, যেন সংসারের তীব্র কোলাহল হইতে রক্ষা করিবার জন্যই আপন ক্রোড়ে লুকাইয়া রাখিয়াছেন। কলনাদিনী নীলবসনা নির্ম্মলসলিলা গোমতী, উৎফুল্ল জলরাশি লইয়া ভারতের পুণ্য-ক্ষেত্র, হুতহুতাশন সদৃশ মহামুনি ব্যাসের লীলাস্থল নৈমিষা-রণ্যের পাদদেশ বিধৌত করিয়া বেগভরে প্রবাহিত হইতেছে।

নৈমিষারণ্যের এই কয়েকটি স্থান দর্শনীয় যথা—প্রথম চক্রতীর্থ। ইহা একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রসমন্বিত একটি গোলাকার ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর আছে। যাত্রীগণ সর্ব্বপ্রথমে এই চক্রতীর্থে স্নান করেন।

দ্বিতীয়—পঞ্চপ্রয়াগ। ইহাও একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী। তৃতীয়—কাশীতীর্থ। কাশীতীর্থ নামক পুষ্করিণীর নিকটে দুইটি মন্দির আছে, একটি মন্দিরে বিশ্বনাথ আছেন, অপরটিতে আর একটি শিবলিঙ্গ বিরাজিত। চতুর্থ—তপোবন। এই স্থলে পুরাকালে মহাভারতপাঠ হইত। পঞ্চম বেদব্যাসগদি। এইস্থানটি অতি মনোরম; নিকটে মনুষ্যের বসতি নাই, সুতরাং অতিশয় নির্জ্জন; কেবল মূক প্রকৃতি পুষ্পপরিমলবাহী সমীরণের সহিত মধ্যে মধ্যে বিহগকাকলীরবে কথোপকথন করিয়া সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া থাকে। এইখানে কশ্যপমুনি ও মনুর সমাধি আছে।

নৈমিষারণ্য হইতে সীতাপুর যাইতে পথিমধ্যে মিশ্রীনামক

স্থানে দধীচি মুনির আশ্রম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানে দেবগণের উপকারার্থে দধীচি মুনি স্বকীয় দেহ দান করেন। নৈমিষারণ্যদর্শনান্তে স্বামীজী অযোধ্যাধামে আগমন করেন। অযোধ্যার স্থানে স্থানে রাম লক্ষণ দশরথ ইত্যাদির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যা সরযূনদীর তীরে অবস্থিত। অযোধ্যার "হনুমান গড়ীই" মুখ্য স্থান। এই মন্দিরে হনুমানের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কিন্তু এই স্থানে আসিলে, মনে স্বতঃ একটি প্রশ্নের উদয় হয়—ভগবান রামচন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া লোকে ভক্ত হনুমানের প্রতি এত ভক্তি প্রদর্শন করে কেন? কারণ প্রত্যহ এই মন্দিরে যত লোক আসে অযোধ্যার অন্য কোনও মন্দিরে তাদৃশ লোকসমাগম হয় না।

অযোধ্যা হইতে স্বামীজী কাশীধামে আগমন করেন, এবং প্রয়াগক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ত্রিবেণীতে স্নান করতঃ বেণীমাধবজীর দর্শনান্তে বৃন্দাবনে উপস্থিত হন। পূর্ণাবতার ভগবান বাসুদেবের লীলাভূমি বৃন্দাবনের রমণীয় দৃশ্যের বর্ণনা করি এরূপ সামর্থ্য আমাদিগের নাই। আমরা অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এক হরিদ্বার ভিন্ন, স্বভাবের এরূপ অপরূপ মনোহারী মাধুরী কুত্রাপি নয়নগোচর হয় নাই। অদ্যাপি ময়ুর ময়ুরীগণ, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে, নিঃশঙ্কে ব্রজবাসীর গৃহে গৃহে বিহার করিয়া থাকে, আজও সেই কালিন্দীতটে ব্রজাঙ্গনাগণ কলসী লইয়া জল আনয়নার্থ ধীরে ধীরে গমন করিয়া থাকেন, আজও সেই দূরে—সুনীল আকাশের সহিত মিলিত, বনরাজিপরিবৃত, শ্যামল, দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর সমূহের উপর, ধেনুকুল ও মৃগযূথ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকে কিন্তু সেই বনমালীর অভাবে,—সেই কালাচাঁদকে দেখিতে বা সেই

বাঁশরিনিনাদ শ্রবণ করিতে না পাইয়া, ভক্তের নিকট বৃন্দাবন যেন শূন্য বলিয়া বোধ হয়। অবশ্য প্রকৃত ভক্তের নিকট এই সকল অভাব, মহাভাবের দ্বারা পূর্ণ হইয়া থাকে।

বৃন্দাবনে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে। মদনমোহন, গোপীনাথ, কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি বিগ্রহ এই সকল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। বৃন্দাবন যেরূপ নির্জ্জন, মথুরাধাম তদ্রূপ জনকোলাহলময়। মথুরাতে বিশ্রামঘাট, দ্বারকানাথের মন্দির, ধ্রুবক্ষেত্র প্রভৃতি কয়েকটি স্থান তীর্থযাত্রীগণের অবশ্য দর্শনীয়। মধুবন, তালবন, ভাণ্ডীরবন, কুন্দবন, বকুলবন, ভদ্রবন, খদিরবন, মহাবন, বিল্ববন, লোহার্গলবন প্রভৃতি অরণ্যসমূহের মধ্যে নিধুবন, ও নিকুঞ্জবন বৃন্দাবনমধ্যে অবস্থিত। বৃন্দাবনের ছোট ছোট শিশুগণ যখন আধ আধ সুমিষ্ট স্বরে বাঙ্গালী যাত্রী দেখিলেই নিম্নোল্লিখিত ছড়াটি বলিতে থাকে, তখন ভক্তের মনে সেই গোচারণে নিরত শ্রীদাম সুদামাদির কথা উদয় হয়;—

শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে এই বৃন্দাবন॥
বাছা বোল হরি॥—

বৃন্দাবনদর্শনান্তে জয়পুর পুষ্কর প্রভৃতি স্থান হইয়া স্বামীজী গুজরাট প্রদেশান্তর্গত দ্বারাবতী নগরীতে গমন করেন। বর্ত্তমান আমেদাবাদ নগর হইতে ২৩৫ মাইল ও বরোদা হইতে ২৭০ মাইল দূরে দ্বারকা অবস্থিত। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে তিনি এক বার এই দ্বারাবতী নগরীতে আগমন করিয়া একমঠে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে দ্বারকাপুরী সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত ছিল; এক্ষণে বালির চড়া পড়িয়া তথায় একটি পথ প্রস্তুত হইয়াছে। দ্বারকানাথের মন্দিরের পার্শ্বে, দেবকীমন্দির নামে

আর একটি সুন্দর মন্দির আছে। স্বামীজী পদব্রজে সমুদায় বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যটন এবং গোকর্ণেশলিঙ্গ দর্শন করিয়া অবশেষে ভারতের শেষসীমায়, সেতুবন্ধ রামেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। রামেশ্বর নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর ভারত-বিখ্যাত প্রাচীন রামেশ্বরশিবমন্দিরটি অবস্থিত। দ্বীপটি দীর্ঘে সাত ক্রোশ ও প্রস্থে আড়াই ক্রোশ হইবে। প্রথমেই কারুকার্য্যখচিত পঞ্চাশৎ হস্ত উচ্চ অতি সুন্দর এক প্রবেশ-দ্বার। এই দ্বারদেশ দিয়া প্রবেশ লাভ পূর্ব্বক, তিনটি স্তম্ভ-শ্রেণী ভেদ করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে, প্রত্যেক দিকে তিন শত হস্ত পরিমিত একটি বৃহৎ প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইতে হয়। সকল মন্দিরই এই প্রাঙ্গণটির চতুর্দ্দিকে অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত।

স্বামীজী রামেশ্বর হইতে মাদ্রাজে গমন করেন এবং উৎকলে শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের পবিত্র পুরী দর্শন করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন। বঙ্গদেশ, আসাম এবং বিহারের তীর্থাদি দর্শন করতঃ বিদর্ভ নগর হইয়া শোণভদ্র পার হন। সর্ব্বশেষে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগ নগরে আসিয়া পুনরায় উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যা-সাশ্রমোচিত সাত পুরী, চারি ধাম, ও আটখণ্ড সমুদায় তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হিমাদ্রিখণ্ডে বা হিমাচলে, মানসখণ্ডে বা মানস-সরোবরে, কৈলাসখণ্ডে বা কৈলাস পর্ব্বতে এবং কেদারখণ্ডেও তিনি গমন করিয়াছিলেন। যে প্রদেশে রামেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত সেই রেবাখণ্ডে তিনি বোম্বাই হইয়া গমন করিয়াছিলেন। বোম্বাই প্রদেশ পর্য্যটনকালে, তিনি বর্ত্তমান কানাড়া জেলান্তর্গত ব্রহ্মো-ত্তরখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত গোকর্ণেশ্বর লিঙ্গ দর্শন করিয়াছিলেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি নগরখণ্ডান্তর্গত উজ্জয়িনী নগরীতে

আগমন করিয়াছিলেন। কাশীখণ্ডে তাঁহার আগমনোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। গঙ্গোত্রী হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত, গঙ্গার তটে তটে সমুদায় স্থানে তিনি ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

এইরূপে একাকী পদব্রজে একমাত্র কৌপীনধারী হইয়া তিনি সমুদায় তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহাকে নানা প্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সুখ অথবা দুঃখ তাঁহার মনকে বিচলিত করিতে পারিত না। দৈহিক বা মানসিক ক্লেশ তাঁহার মনে স্থান পাইত না। কোন কোন দিন সময়ে আহার মিলিত না, কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কোন দিন বা অনশনে যাপন করিতে হইত। কখন বৃক্ষতলে, কখন বিজন বিপিনে, কখন পর্ব্বতশিখরে, কখনও বা ব্যাঘ্রভল্লুক-সঙ্কুল গিরিগুহাতেও তাঁহাকে রাত্রি যাপন করিতে হইত। *

একবার বদরিকাশ্রমে পথিমধ্যে তুষার পতন হওয়াতে তিনি অতিশয় ক্লেশ পাইয়াছিলেন। শীতে তাঁহার সমুদায় অঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল। পথিমধ্যে তিনি মৃতপ্রায় হইয়া পতিত ছিলেন। সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য সঙ্গে কেহ ছিল না। কিছু কাল পরে এক মহাজন সেই স্থান দিয়া যাইতে যাইতে তাঁহার ঐরূপ বিপন্নাবস্থা দর্শন করিয়া অতি যত্নে সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন।

---

* Alone, without any money, clad in a single garment, did the Sanyasi roam from end to end of India, visiting Bengal Behar, Orissa, Madras, Bombay, Central India and the Himalayas, experiencing on the long weary way many dangers and hardships such as floods, snowstorms, and starvation.—*The Mystics, Ascetics, And the Saints of India* Professor John Campbell Oman.—p. 211.

দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণকালে এক সময়ে তিনি তিন দিন পর্য্যন্ত কোন রূপ আহার্য্য বস্তু প্রাপ্ত হন নাই। পরে চতুর্থ দিবসে, যখন তিনি একটি বৃক্ষতলে মৃতবৎ পতিত ছিলেন, সেই সময়ে সহসা এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করেন।

একদিন সন্ধ্যার পর স্বামীজী হরিদ্বারের নিকট গঙ্গা ও পাঁড়ে নামক এক নদীর সঙ্গমস্থল পদব্রজে পার হইতেছিলেন; এমন সময়ে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইল, দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকার হইল, তুমুল ঝটিকার সহিত বৃষ্টি পড়িতে লাগিল এবং বন্যা আসাতে নদীর জল হুহু বাড়িয়া উঠিল। সেই ভয়ানক দুর্য্যোগকালে অনন্যোপায় হইয়া এবং কোন্ দিকে যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া, অসামান্য সংযমী মহাপুরুষ নদীগর্ভে জলমধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদয় রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

এইরূপে সময়ে সময়ে এই মহাত্মাকে যে কত ক্লেশ ও বিপদ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহার সঙ্খ্যা নাই। সে সমুদায়ের বিস্তৃত বর্ণন নিষ্প্রয়োজন।

এইরূপে স্বামীজী একাকী নিঃসম্বল হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর তীর্থভ্রমণ করতঃ পরিশেষে পুনরায় * স্বর্গদ্বারে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই পুণ্যতীর্থে স্বনামধন্য সাধু অনন্তরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। অনন্তরামের নিবাস পাটনা জিলার রঘুপুর গ্রামে। তিনি শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ।

---

* "For thirteen years, Swami Bhaskaranand travelled about India, always practising "*toposya*" (penance). *The Mystics, Ascetics and the Saints of India. p. 212.*

বেদান্তবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। তিনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ পবিত্র হরিদ্বার তীর্থে নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তায় রত ছিলেন।

স্বামীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন, এবং বেদান্তশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়াও, শিক্ষা-চ্ছলে তিনি অনন্তরাম পণ্ডিতের নিকট শারীরকভাষ্য, গীতাভাষ্য, চীৎ সুখী, পঞ্চদশী, বেদান্তপরিভাষা, দশোপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থ সকল পুনরায় অধ্যয়ন করিলেন। তত্ত্বজ্ঞানীগণ স্বভাবতঃ আত্মপ্রকৃতি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, তজ্জন্য স্বামীজী হরিদ্বারে অনন্তরাম পণ্ডিতের নিকট শিক্ষা স্বীকার করিয়া ছিলেন। পণ্ডিত অনন্তরাম স্বামীজীর সমাগমে অতিশয় সুখী হইয়াছিলেন এবং দুই জনে বিমল আনন্দে বিবিধ ঐশিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া পরস্পরকে সমধিক সুখী করিতেন।

মীমাংসকগণ বলেন যে, যথাবিধি ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা মুক্তি-লাভ ঘটে, বৈদান্তিকেরা বলেন, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাই, * তবে কর্ম্ম জ্ঞানের সাধন মাত্র। কিন্তু এই সময়ে স্বামীজীকে দেখিলে বোধ হইত, যেন ইহাঁদের কলহ অসহ্য বোধ হওয়াতেই, জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ে মিলিত হইয়া উপদেশ দিবার ছলে মহাত্মা মতিরামের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কারণ বেদান্তের অভ্যাসে তৎপর হইয়াও স্বামীজী বিধিমত যাবতীয়

* "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন"—বেদান্তর্গত প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ১২ মন্ত্র।

তীর্থেরই সেবা করিয়াছিলেন। ভগবদ্ভক্ত প্রকৃত মহাপুরুষের লক্ষণই এই। †

---

† স্বামীজী যখন তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন তখন শুদ্ধ যে নিজের পারত্রিক মঙ্গল লইয়া ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে, সঙ্গে২ সাধারণের কিরূপে মঙ্গল হয়, সে দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। জন সাধারণের মঙ্গলসাধনই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। এই জন্যই, বিশ্বপ্রেমিক দেহত্যাগের পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছিলেন, যে তাঁহার মৃত দেহ যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া পক্ষিদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। গত ২১সে সেপ্‌টেম্বর তারিখের টেলিগ্রাফ পত্রে নিম্নোল্লিখিত কয়েক ছত্র দেখিয়া বিস্মিত হইলাম :—

Mhow, C. I. Sept. 14. 1904.

On the 12th instant, mahajans of this place, in order to erect a Sanskrit Patsala,—had invited the general public to attend the ceremony. Major Wake, Cantonment Magistrate, was present to lay the foundation-stone as a token of auspicion.

The Patsala will be named after Swami Bhaskaranand, who visited this place—and tried his utmost to open a Sanskrit School which the public were very much in want of here.

—The Telegraph, September, 21-1904.

বিস্মিত হইলাম এইজন্য, যে তিনি ইংরাজী ১৮৯৯ সালে দেহত্যাগ করিয়াছেন, আর আজ ১৯০৪ সাল—অদ্যাবধি তাঁহার পরোপকারব্রত উদ্‌যাপিত হয় নাই!

অষ্টম অধ্যায়।

ভক্তিসাধন।

এইরূপে কিছুকাল হরিদ্বারে অবস্থান করিয়া স্বামীজী পুনরায় পুণ্যধাম বারাণসীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার বয়স চত্বারিংশৎ বৎসর হইল।

সন্ন্যাসাশ্রমগ্রহণের পর এই ত্রয়োদশ বৎসর তিনি অতিশয় কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন; তথাপি তাঁহার একটি সাধনের যেন তখনও কিছু অবশিষ্ট ছিল; যোগিশ্রেষ্ঠ স্বামীজীর ভক্তি-সাধনের ষোল কলা যেন তখনও পূর্ণ হয় নাই। তজ্জন্য এক্ষণে কাশীধামে আগমন করিয়া, গঙ্গাতটোপরি প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডতাপে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর শয়ন করিয়া তিনি চন্দ্রমৌলি বিশ্বনাথের আরাধনায় রত হইলেন। এই সময়ে ধ্যান ধারণা প্রাণায়াম প্রত্যাহার সকলই ত্যাগ করিয়া, অহোরাত্র আহার নিদ্রা সমুদয় বর্জ্জন পূর্ব্বক, বিশ্বনাথ বিশ্বনাথ রবে, তিনি দিগ্‌দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত করিতে লাগিলেন। আপনার মনে আপনি হাসিতেন, পরক্ষণেই আবার দেখা যাইত তাঁহার নয়নপ্রান্ত হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে। এই মহাভাবের মহাবস্থার কথা স্বর্গীয় ভূধর বাবুর "সাধুদর্শন" নামক পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে——

"সে সময় ইনি সর্ব্বদাই গঙ্গাতীরে থাকিতেন। যেরূপভাবে

থাকিলে জীবমাত্রেরই বিশেষ কষ্ট হইবার সম্ভাবনা, সেইরূপেই থাকিতে ভাল বাসিতেন। তীব্রশীতের সময় বিবস্ত্র দেহে জলের উপর ঠিক একখণ্ড কাষ্ঠের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতে বড়ই আনন্দ বোধ করিতেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় উত্তপ্ত বালুকার উপর নিজ দেহকে শায়িত করিয়া ধ্যানস্থ থাকিতেন। সে সময়ে তাঁহাকে কেহ কোনরূপ আহার করিতে দেখে নাই। যদি কেহ ভক্তি করিয়া কোন আহারীয় সামগ্রী নিকটে যাইয়া ধরিতেন, তিনি দ্রব্য গুলির প্রতি একবার নিরীক্ষণ করিয়া স্মিতমুখে সে স্থান পরিত্যাগ করিতেন। ক্রমে এত শীর্ণ হইয়া পড়েন যে উত্থানশক্তি পর্য্যন্ত রহিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় সর্ব্বদাই সমাধিস্থ থাকিতেন"।

তিনি যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার সংযম এই ষড়ঙ্গ যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। সোঽহংজ্ঞানে প্রবুদ্ধ হওয়ায় প্রকৃতি পুরুষের একত্ব উপলব্ধি করিয়া সুবিমল ব্রহ্মরূপ ধ্যান করতঃ কখন ধবলকান্তিহিমগিরির শুভ্র শৃঙ্গোপরি, কখন শ্বাপদসঙ্কুল বিজন বিপিনে, কখনও বা তুষারাবৃত গিরিগুহায় অবস্থান করিয়া তিনি অতি কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। হরিদ্বারে বৎসরাধিক কাল অবস্থান পূর্ব্বক, শারীরকভাষ্য, গীতাভাষ্য, চীৎসুখী, পঞ্চদশী, বেদান্ত, উপনিষদাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আর আজ বিশ্বনাথের কাশীক্ষেত্রে আগমন করতঃ ভক্তিসাধনায় কিছুকাল অতিবাহিত করিয়া জানিতে পারিলেন, পরাজ্ঞানে ও পরাভক্তিতে কোন প্রভেদ নাই। কথিত আছে এই সময়ে স্বামীজীর অসাধারণ তপস্যার কথা কাশীধামের চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হওয়ায়, সময়ে সময়ে তাঁহার দর্শনার্থ বহু-লোকের সমাগম হইত। তাহাতে তিনি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া,

মধ্যে মধ্যে সন্তরণের দ্বারা গঙ্গা পার হইয়া পরপারে রামনগরের চড়ায় গমন করতঃ অধিকাংশ সময় তথায় সমাধিস্থ থাকিতেন।

নিদাঘের প্রচণ্ড রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর সমাসীন হইয়া অম্লান বদনে তিনি পরমাত্মচিন্তনে রত থাকিতেন এবং শীতের নিদারুণ হিমে বা প্রাবৃটের অজস্র বারিপাতে তাঁহার সর্ব্ব শরীর সিক্ত হইলেও, কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এইরূপ ভাবে তাঁহার অতিবাহিত হইতে লাগিল *।

ইহা দেখিয়া লোকের জনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কাশীর কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া অবস্থিতি করিতে অভিলাষী হইলেন। ইচ্ছা অবিলম্বে কার্য্যে পরিণত হইল। তিনি অযোধ্যা প্রদেশের অন্তর্গত আমেটীর বিখ্যাত রাজা শ্রীযুক্ত লালমাধব সিংহ বাহাদুর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, তাঁহার আনন্দবাগ্ † নামক, পরম রমণীয় উদ্যানে আগমন করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজা স্বামীজীর সেবার জন্য আট জন ভৃত্য নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু স্বামীজী তাহাদিগকে ইহাই আদেশ করিলেন ;—"আমার অন্য সেবার প্রয়োজন নাই ; জানিও আনন্দবাগের মধ্যে কাহাকেও প্রবেশ করিতে না দিলেই আমার সর্ব্বপ্রকারে সেবা করা হইবে"।

---

* নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহো সুখংবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে।—গীতা ৫।৩॥

† এই আনন্দবাগ সুবিখ্যাত দুর্গাবাড়ীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। ইহা ভূতপূর্ব্ব মহারাষ্ট্রাধিপতি অমৃত লাল রাও পেসোয়ার উদ্যানবাটী ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইহা গভর্ণমেন্ট কর্তৃক গৃহীত হইয়া নীলামে বিক্রীত হইলে, আমেটীর মহারাজ ক্রয় করেন।

সুতরাং ভৃত্যগণের অন্য কোন কার্য্য রহিল না; চারি জন ভৃত্য প্রহরীর কার্য্যে ও অবশিষ্ট ভৃত্যগণ আনন্দবাগ্-মধ্যস্থ নানা প্রকার বৃক্ষাদির রক্ষণ ও জলসেচনের কার্য্যে নিয়োজিত হইল।

এই আনন্দবাগ কাশীধামের প্রসিদ্ধ দুর্গাবাড়ীর পার্শ্বদেশে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিক সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রথমেই একটি বৃহৎ প্রবেশদ্বার এবং উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়াই একটি অতি বৃহদাকার কূপ দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্যানটি সুপ্রশস্ত এবং নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষে পরিশোভিত। শত শত পুষ্পবৃক্ষাদির পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর নির্ম্মিত সরল পথগুলি অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত। স্থানে স্থানে লতাকুঞ্জ, কোথায় বা কেতকীগুচ্ছ, কোথায় বা ইষ্টকনির্ম্মিত অতি মনোহর বেদী, মালতী মাধবী প্রভৃতি নানাজাতীয় লতাজালে সমাচ্ছাদিত হইয়া সুন্দর তপোবনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। কোন স্থানে আম্র, নিচু প্রভৃতি পাদপশ্রেণী পর্য্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকা-বনম্রা লতাকুঞ্জে বেষ্টিত হইয়া, দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উদ্যানের মধ্যভাগে পাঁচটি বকুল বৃক্ষ একটি সুন্দর ইষ্টকনির্ম্মিত "বারদ্বারীকে" বেষ্টন করিয়া, স্ব স্ব মস্তকসমূহ যেন সুনীল আকাশের সহিত মিশাইয়া দিয়াছে। উদ্যানের স্থানে স্থানে প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহসমূহ হংসাবলীর ন্যায় ধবল কান্তি ধারণ করিয়া শান্তিদেবীকে যেন চিরকালের জন্য হৃদয়ে ধারণ করিয়াছে।

ব্যাসাদি মহর্ষিগণ কাশীপুরীকে আনন্দকানন বলিয়া গিয়াছেন, সেই আনন্দকাননের মধ্যেই এই আনন্দবাগ্ অবস্থিত। যে আনন্দের কণামাত্র লাভ করিয়া জগৎসংসার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, সেই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া শ্রীশ্রীস্বামী

ভাস্করানন্দ এক্ষণে উক্ত আনন্দবাগ্ নামক উদ্যানে সদানন্দে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

স্বামীজী এই আনন্দবাগে নিজেই যে কেবল এক মনে ব্রহ্মধ্যানে রত রহিলেন, তাহা নহে। এই উদ্যানস্থ বৃক্ষ সকলও তাঁহার শম দম প্রভৃতি গুণদ্বারা সংক্রামিত হইয়াই যেন শান্তচিত্ত মুনিগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

বিকসৎ কুসুমং সু-রবচ্ছকুনং
প্রচলত্তরুকং প্রবলৎসুকৃতং।
বিলসন্মুনিসংঘমনোবিভবং
বনমেনমসেবত চিত্রকথং   ।দ্র চরিতম্।

অর্থ। নানাবিধ পুষ্প বিকসিত হইয়া, বিহগগণ সুমধুর ধ্বনি করিয়া, বৃক্ষ সকল বায়ুভরে আন্দোলিত হইয়া, পুণ্য বর্দ্ধিত হইয়া এবং মুনিগণের অন্তরের ধন ভগবদ্ভাব উল্লসিত হইয়া এই বিচিত্র বন স্বামীজীর সেবায় নিরত হইল।

কুসুমে কুসুমে শকুনে শকুনে
ক্ষিতিজে ক্ষিতিজে মনুজে মনুজে।
অবধূততমোংশরজোংশচয়ং
রজএব বিরাজতি তস্য পদঃ॥ যতীন্দ্রচরিতম্

অর্থ। এই বনের প্রতি পুষ্পে, প্রতি পক্ষীতে, প্রতি বৃক্ষে এবং প্রতি মনুষ্যে তমঃ ও রজোগুণ বিলুপ্ত হইয়া স্বামীজীর পদরজঃ বিরাজ করিতে লাগিল অর্থাৎ এই বনের প্রত্যেক বস্তু যেন সাত্ত্বিকভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

নবম অধ্যায়।

স্বামীজীর অগ্নিপরীক্ষা।

নির্জ্জনবাসের জন্য স্বামীজী গঙ্গাতট পরিত্যাগ করতঃ আনন্দবাগ উদ্যানে আগমন করিলেন; কিন্তু লোকের জনতা হ্রাস না পাইয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া আনন্দবাগের ভূগর্ভস্থ একটি গৃহমধ্যে উপনিষদাদি-পাঠে রত হইয়া, তিনি কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে একবার মাত্র উপরে উঠিয়া আসিতেন; সেই সময়ে যাঁহারা উপস্থিত থাকিতেন, তাঁহাদিগের ভাগ্যেই তাঁহার দর্শন-লাভ ঘটিত।

আনন্দবাগে আসিয়া স্বামীজী নির্জ্জনে বাস করিতে লাগিলেন বটে, তথাপি প্রতিদিনই শত শত নর নারী তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আগমন করিতে লাগিল। বালিকা, অবগুণ্ঠনবতী যুবতী, প্রৌঢ়া ও বৃদ্ধা রমণীগণ, এমন কি অসূর্য্যম্পশ্যা রাণী মহারাণী-গণও শিবিকারোহণে তাঁহার দর্শনার্থ আনন্দবাগে সমাগত হইতে লাগিলেন। এতদ্দর্শনে একদা জনৈক রাজা স্বামীজীর চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য অভিলাষী হইলেন। কাশীর তদানীন্তন তিনটি বিখ্যাত রূপসী বেশ্যা স্বয়ং রাজা কর্ত্তৃক মনোনীত হইল। রাজা প্রতিশ্রুত হইলেন যে, যে কোন উপায়ে স্বামীজীর মন বিচলিত করিতে পারিলে, উহারা প্রত্যেকেই এক শত টাকা পুরস্কার পাইবে। রূপসী বারাঙ্গনাগণ প্রলুব্ধা হইয়া

একদা গভীর নিশীথে পূর্ব্বদিকের দ্বারদেশ দিয়া আনন্দবাগমধ্যে প্রবেশ করিল। সে দিন উদ্যানের প্রহরিগণ গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিল। রাজা দলবল সহিত উদ্যানের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে কেতকীকুঞ্জের পার্শ্বে লুকাইয়া রহিলেন এবং বারবিলাসিনী-গণকে আদেশ করিলেন যে, তাহাদের মধ্যে যে কেহ অভীষ্ট-সাধনায় সফল হইলে যেন তিনি অবিলম্বে সংবাদ পান। রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রজ্বলিত প্রদীপহস্তে, রমণীগণ ধীরপদসঞ্চারে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া ভূগর্ভস্থ গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে স্বামীজী সমাধিস্থ অবস্থায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন; নিকটে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং ভূমির উপর কি একখানা পুস্তক পতিত রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সহসা তাহাদিগের মনে কেমন এক অভাবনীয় মহাভাবের আবির্ভাব হইল। তাহাদিগের পাপ বুদ্ধি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তাহারা উপরে উঠিয়া আসিয়া রাজাকে জানাইল যে, তাহাদিগের দ্বারা একার্য্য কিছুতেই সাধিত হইবে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাজা তখন সহস্র মুদ্রা পর্য্যন্ত পণ রাখিলেন। কিন্তু তুচ্ছ সে সহস্র মুদ্রা,—কোটী মুদ্রার প্রভাবও ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিকে মলিন করিতে পারে না।

যাহা হউক বিলাসিনীগণ আর একবার প্রলুব্ধা হইল। হাজার টাকার মায়াটা একেবারে ত্যাগ করিতে পারিল না। এবারও তাহারা স্বভাবসুলভ হাব ভাব সহ ভূগর্ভস্থ সেই গৃহে অবতরণ করিল। দেখিল, স্বামীজীর সমাধি ভঙ্গ হইয়াছে, তিনি জাগরিত হইয়াছেন।

সহসা তাহাদিগকে সম্মুখে দেখিয়া কেশরীগর্জ্জনে হুঙ্কার ছাড়িয়া জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন—"যদি জীবনের

আশা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ কর।” কি গম্ভীর ও ভীতিপ্রদ সে স্বর! দুইটি রমণী অবিলম্বে তথা হইতে পলায়ন করিল কিন্তু তৃতীয়টি তখনো রূপের ফাঁদ পাতিতে তৎপর!—এদিকে দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে এক বৃহৎ সর্প আসিয়া সেই রমণীটির পদদ্বয় বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তখন সেই হতভাগিনী, প্রাণভয়ে ভীত হইয়া “পিতা রক্ষা কর, পিতা রক্ষা কর” রবে, স্বামীজীর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হইবার উপক্রম করিতে লাগিল। স্বামীজী তাহাকে তদবস্থায় রাখিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই ভূগর্ভস্থ গৃহের উপরস্থিত দ্বিতল গৃহে গমন করিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে রাজা ও অনুচরবর্গ,অপর বেশ্যাটির কি হইল জানিবার জন্য ভূগর্ভস্থ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহাদিগের চক্ষুস্থির হইল। আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া প্রাণভয়ে তাঁহারা আনন্দবাগ্ পরিত্যাগ করিলেন। কে জানে যদি সেই সর্প আসিয়া পুনরায় রাজার পদদ্বয়ও সেই রূপে বেষ্টন করে!

রাজা পলায়ন করিলেন, স্বামীজী দ্বিতলে উঠিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; আর সেই বেশ্যাটি রাত্রি চারি ঘটিকা পর্য্যন্ত তদবস্থায় নাগপাশে বদ্ধ হইয়া সেই ভূগর্ভস্থিত গৃহে দণ্ডায়মান রহিল, এবং সূর্য্যোদয়ের অল্প পূর্ব্বে হঠাৎ সর্পবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, প্রাণভয়ে ছুটিয়া আনন্দবাগ হইতে পলায়ন করিল।

মহাযোগী মহেশ্বরের ধ্যান ভঙ্গ করিতে উদ্যত হইয়া মদন হরকোপানলে ভস্মীভূত হন বটে কিন্তু পূর্ব্ব জন্মের রাশি রাশি সুকৃতিফলেই তাঁহার এরূপ ভাবে মৃত্যু সজ্ঘটিত হইয়াছিল।

কারণ ভগবানকে দর্শন করিতে করিতে কয় জন ভাগ্যবান পুরুষের মৃত্যু ঘটে? পূতনা রাক্ষসী শিশু গোপালকে স্তন পান করাইতে গিয়া, স্তনের অগ্রভাগে গোপনে কালকূট মিশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিল, তথাপি কৃষ্ণ কর্তৃক হত হইয়াও সে, "যশোদা যে গতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই গতিই প্রাপ্ত হইয়াছিল।" সুতরাং স্বামীজীর ন্যায় মহাপুরুষকে পরীক্ষা করিতে আসিয়া অতঃপর যে সেই পতিতার মনে দারুণ নির্ব্বেদ উপস্থিত হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

সেই বেশ্যা আনন্দবাগ্ হইতে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু গৃহে আসিয়া সে নিরতিশয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। দুই দিন দুই রাত্রি অতিবাহিত হইল, সে কিছুই ভক্ষণ করিল না এবং অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। অতঃপর সহসা তাহার মনে উদয় হইল যে সে তীর্থদর্শনরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সমুদায় পাপরাশি প্রক্ষালিত করিবে। সুতরাং সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সে হরিদ্বারাভিমুখে গমন করিল এবং দুই বৎসর যাবৎ ভারতের নানা তীর্থে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কাশীধামে আগমন করিয়া, একটি গৃহস্থের গৃহে পবিত্রভাবে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

সম্প্রতি এই রমণীর দেহান্তর হইয়াছে। সে যত দিন জীবিত ছিল, মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর নিকট আনন্দবাগে আগমন করিত। আমরা এই রমণীর মুখে তাহার এই আত্মকাহিনী শ্রবণ করিয়াছি *।

---

* এই ঘটনার কথা অনেকেই জানেন। পরিশিষ্টে কলিকাতা পটলডাঙ্গা-নিবাসী জমিদার বাবু ক্ষেত্রমোহন বসু মল্লিকের পত্র দেখুন।

দশম অধ্যায়।

নির্ব্বিকল্পসমাধি ও কৌপীনত্যাগ।

চরিত্রপরীক্ষার পর হইতেই আর কাহারও আনন্দবাগ্‌-মধ্যে প্রবেশাধিকার রহিল না; তখন স্বামীজী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া, "আপন মনে", "আপন ধ্যানে", কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে প্রায় ছয় মাস অতীত হইলে, একদিন রাত্রিকালে একব্যক্তি, দুর্গাকুণ্ডের নিকটস্থ একটি দ্বিতল গৃহের ছাদের উপর গ্রীষ্মাধিক্যবশতঃ নিদ্রা না হওয়ায় পাদচার করিতেছিলেন। সে দিন পূর্ণিমার রাত্রি। রাত্রি তখন অনুমান দুই ঘটিকা। স্নিগ্ধ চন্দ্রকিরণে আলোকিত হইয়া বারাণসীক্ষেত্রের ধবলকান্তি সৌধাবলী অপূর্ব্ব দিব্য কান্তি ধারণ করিয়াছে, শত শত সহস্র সহস্র মন্দিরের স্বর্ণনির্ম্মিত চূড়ার উপর চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অপরূপ শোভা ধারণ করায় বোধ হইতেছে, যেন প্রকৃতই এই অবিমুক্ত কাশীধাম শিব কর্ত্তৃক কখন পরিত্যক্ত হয় না। আনন্দবাগের অভ্রভেদী বকুলবৃক্ষের শাখায় বসিয়া দুই একটি নিশাচর পক্ষী উচ্চৈঃস্বরে মধ্যে মধ্যে ডাকিয়া উঠিতেছে, অদূরে অসীসঙ্গমের পার্শ্ব দিয়া উত্তরবাহিনী শুভ্রাকৃতি ভাগীরথীর তরল তরঙ্গ-রঙ্গে চন্দ্রকিরণ হাসিয়া হাসিয়া নাচিয়া নাচিয়া মণিকর্ণিকার দিকে উধাও ছুটিতেছে, দূরে বিন্ধ্যাচলের বিশাল দেহ চন্দ্রকিরণে ছায়ার ন্যায় ঈষৎ লক্ষিত হইতেছে। চারিদিকে পুষ্পসৌরভবাহী সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে,

এমন সময় পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যক্তিটি দেখিতে পাইলেন, কে যেন আনন্দবাগ্ উদ্যানের পশ্চিম দিকের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া বহির্গত হইয়া আসিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে দুর্গাকুণ্ডের জলে ঝম্প প্রদান করিয়া অদৃশ্য হইলেন। চন্দ্রকিরণে যেরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার বোধ হইয়াছিল যে, ইনি স্বামীজী ভিন্ন অপর কেহ নহেন। পরদিন প্রাতে, অনুসন্ধানে তাঁহার অনুমান সত্য বলিয়া নিশ্চিত হইল।

যাহা হউক কিছুকাল নির্জ্জনবাসের পর স্বামীজীর নির্ব্বিকল্পাবস্থাপ্রাপ্তি * ঘটে। নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থায় আত্মচেতন বা জ্ঞানাকাশ শিরঃকপাল হইতে বহির্নিঃসৃত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এই ভাবে ব্যাপ্ত হয় :—যথা—

ব্রহ্মজ্ঞানং———শান্তাতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞানং———শূন্যাতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞানং———ব্যাপকাতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞানং———সাক্ষ্যতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞানং———আনন্দাতীতম্॥

এইরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সম্পূর্ণ লয় হইলে, জীবের ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে, বা সাধক সর্ব্বত্র ব্যাপী চৈতন্য-স্বরূপত্বে পরিণত হন *। সুতরাং তিনি চিৎসাগরে মগ্ন হইয়া চিরকালের জন্য

---

* অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে চিত্তবৃত্তি একীভূত হইয়া অবস্থিতি করায়, নির্ব্বিকল্পাবস্থায় জ্ঞাতা, জ্ঞান, ও জ্ঞেয় এই তিন বস্তুর পার্থক্যবোধ থাকে না। ঘটাবস্থা অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী অর্থাৎ যতক্ষণ সাধক যোগক্রিয়ায় রত থাকেন। নির্ব্বিকল্প সমাধি ঈশ্বরানুগ্রহে ঘটিয়া থাকে এবং একবার ঘটিলে সাধক ইচ্ছা করিলেই, যত দিন ইচ্ছা এই অবস্থায় থাকিতে পারেন।

সকল জ্বালা হইতে মুক্ত হইয়া, রাত্রিন্দিব নিত্যানন্দ ভোগ করিতে থাকেন এবং যাবৎ দেহত্যাগ না হয়, তাবৎ যোগীশ্বর-ভাবে অবস্থিতি করেন *। নির্ব্বিকল্পাবস্থাপ্রাপ্তির পর, প্রথম প্রথম, বিজন অরণ্যে বা গিরিগুহায়, কিছু দিন বাস করিতে হয়। তজ্জন্য স্বামীজী, ভূগর্ভস্থ গৃহে থাকিয়াও মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইতে হইত বলিয়া, আনন্দবাগ্-সংলগ্ন দুর্গাকুণ্ড নামক পুষ্করিণীর মধ্যে অথবা গঙ্গাতটস্থ কোন গুপ্ত গহ্বরে প্রবেশ করিয়া, সময়ে সময়ে দুই তিন মাস যাবৎ অবস্থিতি করিতেন। বলা বাহুল্য, এইরূপে দুই তিন মাস যাবৎ একস্থানে থাকিলেও কোন বস্তু ভক্ষণ ত করিতেনই না; এমন কি বিন্দুমাত্র বারিপানেরও আবশ্যক হইত না †।

এই অবস্থাপ্রাপ্তির পর তিনি ১৯২৫ সংবতে কৌপীনপরিধান পরিত্যাগ করিলেন §। যিনি দেহাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক,

---

* No other people will be there but only me alone ;
Everything will be glorious and everything my own.
—*Away off*—F. Wilkinson.

† এই সম্বন্ধে ১৯০০ সালের ১৮ই মে তারিখে কলিকাতার বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিক "ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউস" পত্রে, আসামপ্রবাসী জনৈক ইংরাজ মহিলা লিখিয়াছেন :—When the contemplative exalted mood was upon him, he would leave the Anandabag, the beautiful secluded garden which an adoring public forced upon him as a place of residence "in the world" (so to speak) and retire to a cave for weeks and even months at a time, seeing no one, speaking to no human soul, and living literally upon air and the spiritual ecstacies and trances in which his soul found vent—The Indian Daily News, Calcutta.

§ ভাস্করানন্দ প্রথম ত্যাগ করিলেন সংসার, তৎপরে শরীরের বেশ ভূষা, ও সাজ সজ্জা, অবশেষে বস্ত্রখানি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া

মঙ্গলস্বরূপ পরমহংসপদ লাভ করিয়া, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদজ্ঞান দ্বারা মায়ামুক্ত হইয়াছেন, যিনি একমাত্র অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের সত্তা ভিন্ন অপর কোন বস্তুরই বিদ্যমানতা অনুভব করিতেন না, ব্রহ্মেই যাঁহার ঐকান্তিক মন, যিনি পরম বোধবিশিষ্ট এবং এই সংসারের উদয় আছে, অস্ত আছে, এই প্রকার চিন্তা করিয়া যিনি সর্ব্বত্রই অনন্তরূপিণী ব্রাহ্মী দৃষ্টি স্থাপন করিয়াছেন, সামান্য কৌপীনের আবরণ এক্ষণে তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইল। এক্ষণে অনন্ত আকাশ তাঁহার আশ্রয়, পৃথিবী তাঁহার শয্যা, ভুজলতা তাঁহার উপাধান, অনুকূল বায়ু ব্যজন, চন্দ্র তাঁহার প্রদীপ, দশ দিক তাঁহার বস্ত্র হইল, এবং বিরতিরূপ বনিতার সহবাসে পরমানন্দ ভোগ করিয়া বিপুল বিভবশালী ভূপেন্দ্রের ন্যায়, স্বামীজী পরমসুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভিক্ষাবৃত্তি তাঁহার অবলম্বন হইল, তিনি জীবনধারণের জন্য যৎসামান্য দ্রব্য আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিকট আহার্য্য বস্তুর ভাল মন্দ বিচার পূর্ব্বেও ছিল না, এক্ষণেও রহিল না, এবং তিনি আহারসংগ্রহের কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া অশোক ও অভয় হইয়া, পরম পদে পরম বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। এক্ষণে তৃণ এবং কাষ্ঠ, শত্রু ও মিত্র, সর্প এবং হার, মণি এবং লোষ্ট্র, * পুষ্পশয্যা এবং প্রস্তর তাঁহার নিকট সমান হইল,

---

বলিলেন—"সংসার ও সমাজ, তোমাদিগের নিকট আর আমার কিছুই চাহিবার নাই"। জগতের নিকট এইরূপ ঘোষণা করিয়াই যেন কাশীর আনন্দ-কাননে আনন্দময় ভাস্করানন্দ জ্ঞানরত্নে মূলধন করিয়া আশীর্ব্বাদের দোকান খুলিয়া বসিলেন। সারস্বত পত্র তাং ৭ই শ্রাবণ সন ১৩০৬ সাল। ঢাকা।

* হায়! আজ সোনে আউর কঙ্কর কো সমান জাননেবালে মহাত্মা (স্বামী ভাস্করানন্দ) ভারতবর্ষসে উঠ গয়ে—বেঙ্কটেশ্বর সমাচার, বোম্বাই তাং২১জুলাই ১৮৯৯।

মনের এমন অবস্থায় ইন্দ্রত্বপদও তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া বোধ হইল।

এই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই মতিরাম সদ্যঃপ্রসূত তনয়, প্রিয়তমা পত্নী, অতুল বিভব পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, আর অদ্য সেই আত্মপদে, সেই অদ্বিতীয় নির্ব্বাণপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, সেই পাপের অপসারয়িতা, দেশকালাতীত, অমৃতস্বরূপ, ধর্ম্মাধার বিশ্বাধারকে আত্মস্থ জানিয়া, আশানদী পার হইলেন, পর্য্যাপ্তকাম ও প্রকাশিতস্বরূপ হওয়ায় ভবসাগরের পর পারে উপনীত হইলেন, এক্ষণে আর তাঁহার কোন ক্রিয়া, কোন সাধনাই অবশিষ্ট রহিল না। এক্ষণে তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষ্ক্রিয় হইলেন *।

যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥ মুণ্ডকোপনিষদ্ ৩।১।৩॥

দ্রষ্টা যখন ব্রহ্মার স্রষ্টা, স্বর্ণবর্ণ পরমপুরুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি পাপ পুণ্য পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল হওতঃ পরম সমতা লাভ করেন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ ঐ ২।২।৮॥

সেই পরাবর (কার্য্যরূপে অশ্রেষ্ঠ ও কারণরূপে শ্রেষ্ঠ) ব্রহ্ম দৃষ্ট হইলে অবিদ্যাজনিত বিষয়বাসনা বিলীন হয়, সমুদায় সংশয় ছিন্ন এবং সাধকের সকল কর্ম্মই ক্ষয় হয়।

---

* যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥ গীতা ৩.১৭॥

আত্মপদ লাভ করাতে সত্যতা, মহত্ত্বা, জ্ঞানবত্তা, উপশমতা সুন্দরতা, নির্ম্মলতা, কৃত্যতা, অমত্ততা, সত্ত্বা, উদারতা, পূর্ণতা, নির্ব্বিকল্পতা, কান্তিতা, একজ্ঞতা, নির্ভয়তা, সর্ব্বৈকতা, হৃদ্যতা ও অদ্বৈততা এই অষ্টাদশ নিত্যোদিতা কান্তা তৎকর্ত্তৃক অধিগতা হইল; তিনি নির্ম্মল, নির্ম্মোহ ও নির্ব্বিকল্প হইয়া—পরম শান্ত-স্বরূপ আত্মাতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

নিষ্কামধর্ম্ম ও ত্যাগশীলতা।

স্বামীজী কৌপীনপরিধান পরিত্যাগ করিলেন, আদিম অসভ্য মানবের ন্যায় বিবস্ত্র হইয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা-লোকে প্রদীপ্ত বারাণসীপুরীরই একভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তথাপি পৃথিবীর কাতর, কাঙ্গাল, কোটিপতি,, কপর্দ্দকহীনের মধ্যে যে কেহ, কোন উপায়ে একবার মাত্র তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারিলে, আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু কোন স্ত্রীলোক আসিবার পূর্ব্বে, পার্শ্বস্থিত যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন প্রকার বস্ত্র গ্রহণ করিয়া কটিদেশে সংলগ্ন করিতেন, স্ত্রীলোকগণ চলিয়া যাইলে, তাহা পরিত্যাগ করিতেন।

এক্ষণে তাঁহার সাধন ভজন সকলই পরিসমাপ্ত হইল বটে, তথাপি উপবেশন বা শরীরের আবরণোপযোগী কিছুই নিকটে রাখিলেন না, ভোজনাদির জন্য কোন প্রকার তৈজসপাত্রাদি, এমন কি নিত্য প্রয়োজনীয় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত একটি মাত্র কমণ্ডলুও তাঁহার আপনার বলিবার রহিল না, কৌপীনত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে অপর সমুদয় দ্রব্যই পরিত্যক্ত হইল। কেবল মাত্র কোন ভক্তপ্রদত্ত একখণ্ড 'চ্যাটাই' তাঁহার উপবেশনার্থ সম্বল রহিল। দিবাভাগে আনন্দবাগের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে আপন মনে আপন ধ্যানে নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট থাকিতেন; রাত্রিকালে আনন্দবাগেরই দ্বিতল গৃহমধ্যে ভূমিকে শয্যা করিয়া ভুজলতা-

উপাধানে, * পরমানন্দে অবস্থিতি করিতেন। ক্লেশ বলিয়া জগতে যে কোন পদার্থ আছে, তাহা তিনি জানিতেন না, তিনি সদা "একরসে" মগ্ন হইয়া একই ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

১২৯২ সালে, অর্থাৎ আনন্দবাগে আগমন করার অষ্টাদশ বৎসর পরে, স্বর্গীয় ভূধর বাবু, তাঁহাকে দর্শন করিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে নিম্নোল্লিখিত অংশমাত্র উদ্ধৃত হইল :—"আমরা অনেক সাধু দর্শন করিয়াছি কিন্তু এরূপ অহর্নিশ হাস্যানন আর কাহারও কখনও দেখি নাই। যেন হৃদয়-মধ্য হইতে আনন্দসমুদ্র উছলিয়া উঠিয়া আননপথে নিষ্ক্রান্ত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং নয়নপ্রান্তে আনন্দাশ্রুরূপে পরিণত হইয়া অপাঙ্গদেশ দিয়া বহিয়া পড়িতেছে। এরূপ পবিত্র মুখচ্ছবি একবার মাত্র দর্শনেও হৃদয় পবিত্র হইয়া যায়। শরীর শীর্ণ, কিন্তু ঐ শীর্ণতার মধ্যেও যেন কি এক অপূর্ব্ব কান্তি বিভাসিত হইতেছে, † দেখিলেই বোধ হয়, জরা ব্যাধি যেন এ দেহে কখনও স্থান পায় না"।

"এক দিবস পৌষমাসে অতি প্রত্যূষে, প্রাতঃসমীরণসেবনে বহির্গত হইয়া, আমরা মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর নিকট উপস্থিত

---

* ভূমি থাকিতে শয্যাসংগ্রহের চেষ্টা কেন? বাহুদ্বয় থাকিতে উপাধান কেন?—শ্রীমদ্ভাগবত, দ্বিতীয় স্কন্ধ।

† "His emaciated body appeared indeed to be subject to the ardent spirit—he was a living example of the power of mind over matter. Swami Bhaskarananda of middle stature, with every rib and every bone in his whole body showing through his skin, yet possessed an extraordinary dignity, a naturally majestic mien which would have done credit to any Royalty" The Indian Daily News, 18. 5. 1900. Calcutta.

হইলাম। উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা অবর্ণনীয়। সমস্ত রাত্রি শিশিরবিন্দু বৃক্ষের পল্লবাদি সিক্ত করিয়া, শ্যামল দুর্ব্বাদলোপরি নিপাতিত হইয়াছে, তদুপরি স্বামীজী শয়ন করিয়া আছেন। সর্ব্বাঙ্গে শিশিরবিন্দু মুক্তামালার ন্যায় শোভা পাইতেছে। শরীরে কোন আচ্ছাদন নাই, তথাপি সেই নিদারুণ শীতেও, কোনরূপই ক্লেশানুভব করিতেছেন না *।" "সাধুদর্শন।" গীতায় উক্ত হইয়াছে যে শান্তিসম্পন্ন জিতাত্মা ব্যক্তিরই আত্মা, পরমাত্মায় অভেদরূপে প্রকাশিত হয়, এবং শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমানে, সমভাবে অবস্থান করে †। সুখে দুঃখে সমজ্ঞান ছিল বলিয়াই, তিনি কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে, এবং তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া, অমানুষিক ক্লেশ সহ্য করিতে পারিয়াছিলেন। বিবস্ত্র স্বামীজীর চরণতলে শত শত রাজগণ পতিত হইতেন কিন্তু, এরূপ সম্মানে তাঁহার মনে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইত না। (১)

ভূতপূর্ব্ব "বেদব্যাস"-সম্পাদক স্বর্গীয় ভূধর বাবু, দেহত্যাগের চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামীজীকে যে অবস্থায় দেখিয়া আসিয়াছিলেন, ঠিক সেই অবস্থায় স্বামীজীর জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত হয়। তিনি নিদারুণ শীতে, বস্ত্র দ্বারা * দেহাবৃত করা দূরে থাকুক,

---

* পরিশিষ্টে ৪ নং পত্র দেখুন।

† গীতা—৬।৭॥

(১) "There was in him no trace either of the arrogant pride or the false humility which one might have suspected would be the case under such circumstances."—The Indian Daily News, 18th May, 1900.

* স্বামীজীর অর্শের পীড়া ছিল। তজ্জন্য অনেক ভক্ত কর্ত্তৃক আনীত একটি "মাদুলী", সূত্র দ্বারা দক্ষিণ হস্তে সংলগ্ন করিতে হইবে শুনিয়া

এমন কি রাত্রিকালে ভূমির উপর শয়ন করিবার সময়ও, নিকটে অগ্নি পর্য্যন্ত প্রজ্বলিত করিতেন না। চত্বারিংশৎ বৎসর বয়সে আনন্দবাগে আগমন করিয়া, যেমন অনাবৃত দেহে বামহস্তোপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া, নিদারুণ পৌষ মাসের শীতেও ভূমিতে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করিতেন, দেহত্যাগের শেষ সময় পর্য্যন্তও, তাঁহার এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পূর্ব্বেও যেরূপ পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও, পানীয় পাত্রাভাবে তাঁহার জল পান করা হইত না, দেহত্যাগের শেষ সময় পর্য্যন্ত, চেষ্টা করিয়া জলপানার্থ আনীত পানপাত্রে, কোন মতেই তিনি জল পান করিতেন না। যদি কোন দর্শনার্থী, 'লোটা' (পানপাত্র) হস্তে লইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার ঐ লোটা লইয়া জল পান করতঃ তৎক্ষণাৎ তাহা প্রত্যর্পণ করিতেন, নতুবা করপুটই তাঁহার পানপাত্রের কার্য্য করিত। * জনৈক শিষ্য তাঁহার এই ক্লেশ দেখিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত একটি পানপাত্র ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু বলা বাহুল্য তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া তদ্দণ্ডেই অপর এক ব্যক্তিকে প্রদান করেন। তাঁহার জনৈক সন্ন্যাসী শিষ্য, পরদিবসের রন্ধনার্থ কিঞ্চিৎ কাষ্ঠ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন জানিতে পারিয়া, স্বামীজী অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, কেন না স্বামীজীর মতে, সকল সন্ন্যাসীরই যদৃচ্ছালব্ধ পানাহারী হওয়া কর্ত্তব্য।

বলেন :—"বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে বস্তু (বস্ত্র) একবার পরিত্যাগ করেন, তাহা পুনরায় গ্রহণ করেন না। অধিকন্তু জগতে ব্যাধি দুই প্রকার, কর্ম্মকৃত ও ধাতুজ। শেষোক্ত ব্যাধির চিকিৎসা দ্বারা শান্তি হয় কিন্তু কর্ম্মকৃত ব্যাধি, ভোগ দ্বারা পাপক্ষয় না হইলে, কিছুতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।"

* করপুট থাকিতে পাত্রের প্রয়োজন কি ? শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ।

রাজা, মহারাজ, সাহেব, বিবি, দীন দরিদ্র, যুবা বৃদ্ধ, যিনি যে ভাল আহারীয় দ্রব্য পাইতেন, স্বামীজীর জন্য আনয়ন করিতেন, স্বামীজীও তাঁহাদিগের ভক্তিদর্শনে প্রীত হইয়া সেই সমুদয় আহারীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেন,, কিন্তু কেহ কদাচিৎ তাঁহাকে সেই সমুদয় দ্রব্যাদি ভোজন করিতে দেখিয়াছেন। বিশেষ বিশেষ ভক্তগণ কর্ত্তৃক বার বার অনুরুদ্ধ হইয়া, পাছে তাঁহারা মনোবেদনা প্রাপ্ত হন, এই আশঙ্কায়, রাশি রাশি আনীত দ্রব্যাদির মধ্যে কদাচিৎ কণামাত্র গ্রহণ করিতেন। ভিক্ষাই সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্মসাধনের প্রধান অঙ্গ, তথাপি আহারীয় দ্রব্যাদি ভিন্ন, অন্য কোন বস্তু, কখন তিনি গ্রহণ করিতেন না।

মহারাজ মহারাণীগণ কর্ত্তৃক নিত্য নূতন নূতন আহারীয় দ্রব্যাদি প্রেরিত হইত; সিঙ্গাপুর হইতে কেসুর, সুদূর ফরাসীদেশ হইতে সাহেবভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত কুল, চিনদেশ হইতে কলা,* কাবুল হইতে সরদা, নিজামের রাজধানী হইতে তরমুজাদি বিবিধ প্রকার ফল, নিত্য ডাক বা রেলযোগে আনন্দবাগে আসিয়া উপস্থিত হইত, কিন্তু সেই সমুদায় দ্রব্যাদি তিনি যে আসিত, তাহাকেই দান করিতেন। স্বামীজী কাশীধামের ম্যাজিষ্ট্রেট্, কমিসনার, জজ্, পুলিস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সিবিল-সার্জ্জন প্রমুখ সাহেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত ফলাদি গ্রহণ করিতেন, আবার তিনিও তাঁহাদিগকে দুষ্প্রাপ্য নানাবিধ ফলাদি প্রেরণ করিতেন।

কাশী, ভিঙ্গা, নেপাল, নাগোধ, বড়হর, বেতিয়া, অযোধ্যা,

* Many Lieutenant Governors and Viceroys paid their respects to the Swami. I may mention the fact of having received myself from him a present of plantain fruits, which he said, he had received from an admirer in China. *Benares Correspondent*—Amrita Bazar Patrika. August 1, 1898.

প্রভৃতি রাজ্যের রাজা বা রাণীগণ সাতিশয় ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক নূতন নূতন আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া, স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ভোজন করাইবার নিমিত্ত, সদা সর্ব্বদা আনন্দবাগে সমাগত হইতেন, স্বামীজীও তাঁহাদিগের প্রীত্যর্থে, সেই সমুদয় দ্রব্য গ্রহণ করিয়া স্বীয় মস্তকোপরি স্থাপন করিতেন, কিন্তু তাঁহারা আনন্দবাগ্ হইতে বহির্গত হইতে না হইতেই, আমরা দেখিতে পাইতাম, সেই সমুদয় দেবভোগ্য দ্রব্যাদি, কুকুর, বানর বা আনন্দবাগস্থ গাভীগণ ভোজন করিতেছে। "বস্তুতঃ নির্লোভ নিরহঙ্কার স্বামীজী হিন্দুর নিষ্কাম ধর্ম্মের যে মহান্ আদর্শ রাখিয়া গেলেন, তাহা জগতে অতিশয় দুর্লভ।" *

প্রভুপাদ ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, স্বামীজীর একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি একদা স্বামীজীকে দর্শন করিতে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, জনৈক মহারাজ একথালা সুবর্ণ মোহর লইয়া স্বামীজীর পদতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন এবং স্বামীজী যাহাতে সেই সুবর্ণ মোহরগুলি গ্রহণ করেন তজ্জন্য বার বার অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু আত্মপরিতৃপ্ত, মৃৎকাঞ্চনে সমজ্ঞানসম্পন্ন স্বামীজী তাঁহার বাসনা কিছুতেই চরিতার্থ করিলেন না। †

তৎপরে স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়া, বিজয়বাবু নিম্নোল্লিখিত তিনটি শ্লোক পাঠ করিলেন :—

> ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষকাঙ্ক্ষী
> ন বীরো ন ধীরো ন বা সাধকেন্দ্রঃ।
> ন শৈবো ন শাক্তো ন বা বৈষ্ণবো বা-
> -বধূতশ্চিদানন্দরূপো মহেশঃ॥

---

* প্রতিবাসী তারিখ ২ রা শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল।

† যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ। গীতা ৬।৮ ॥

শ্মশানে গৃহে বা হিরণ্যে তৃণে বা
তনুজে রিপৌ বা হুতাশে জলে বা।
স্বকীয়ে পরে বা সমত্বেন বুদ্ধো
বিরেজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ॥
অভেদেন পশ্যন্ জগৎ সর্ব্বমেতদ্
বনে বা গৃহে বা সমানানুরাগঃ।
সদানন্দপূর্ণঃ প্রসন্নেন্দুবক্ত্রো
বিরেজেঽবধূতো দ্বিতীয়ো মহেশঃ॥

কাঞ্চনত্যাগের অপর একটি উদাহরণ আমরা নিম্নে প্রদান করিলাম :—

"দক্ষিণ দেশের বড়হরের রাণী স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। এক সময়ে একটি মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়ায় রাণী-জীর সমস্ত বিষয় যায় যায় হইয়া উঠে। মহাভক্ত রাণী স্বামীজীর পদে আসিয়া শরণ লইলে, স্বামীজী তাঁহাকে অভয় প্রদান করতঃ বলিলেন—"মোকদ্দমায় তোমার শত্রুপক্ষ পরাজিত হইবে।" যথাসময়ে স্বামীজীর বাক্য সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে, রাণীমা সহর্ষে দেড় লক্ষ টাকা স্বামীজীর সেবার্থ আনন্দবাগ্ উদ্যানে প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য স্বামীজী কপর্দ্দকমাত্রও গ্রহণ করিলেন না এবং পরিশেষে তাঁহার উপদেশমত, উপরোক্ত অর্থে, আনন্দবাগের নিকটে একটি শিবমন্দিরসমন্বিত অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত হইল। রাণীজী, স্বামীজী নিষেধ করিলেও, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, ঐ অতিথিশালার এক প্রকোষ্ঠে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত স্বামীজীর এক মূর্ত্তি সংস্থাপিত করেন। অদ্যাপি ঐ অতিথিশালা ভক্তের প্রতি তাঁহার অপার অনুগ্রহের কথা, স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

বেদে দেখিতে পাই জীবন্মুক্ত পুরুষের বর্ণনা এইরূপ আছে :—

তিনি অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ সর্ব্বত্র একভাবে অবস্থিতি করেন। অন্তরে নিগূঢ় পরম তত্ত্বে যুক্ত রহিয়াছেন, এদিকে বহিরিন্দ্রিয়ের সকল কার্য্যই চলিতেছে, কিন্তু কোন কার্য্যের প্রতি আসক্তির লেশ মাত্রও নাই।

আসক্তির লেশমাত্রও নাই। ইহারই প্রমাণস্বরূপ আমরা পাঠকগণকে, পরিশিষ্টে ১নং পত্র খানি পড়িতে অনুরোধ করি। ইংরাজী ১৮৯৮ সালে, যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট সাহেব বাহাদুর স্বামীজীকে দেখিতে, আনন্দবাগে গিয়াছিলেন। আর আমরা ইংরাজী ১৯০৪ সালে, লাট সাহেবকে এক খানি পত্র লিখি। ছয় বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, লাটসাহেব তথাপি স্বামীজীর বিশেষ বিশেষ গুণগুলি বিস্মৃত হন নাই। স্বামীজীর যে দেশে জন্ম কর্ম্ম, যে দেশে অবস্থিতি, সেই দেশেরই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, লাট সাহেবকে আসিতে দেখিয়া তিনি কিছুমাত্র কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন নাই; (free from embarrassment)। "লাট সাহেব আমাকে দেখিতে আসিয়াছেন, না জানি আমি কত বড় লোক," ইহা ভাবিয়া, নিজের মহত্ত্বপ্রকাশের বিন্দু মাত্র চেষ্টাও নাই (free from self-assertion ১নং পত্র দেখুন); অভ্যাগতের সন্তোষোৎপাদনে ব্যগ্র (anxious to give pleasure to his guest).

"To show that he was pleased and interested in the conversation"—তিনি যে লাট সাহেবের সহিত কথা বার্ত্তায় সন্তুষ্ট ও পরম আপ্যায়িত হইয়াছেন, ইহা "দেখাইতে" অভিলাষী। লাট সাহেব বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার আগমনে স্বামীজী আন্তরিক সুখী হন নাই, কেন না জীবন্মুক্ত পুরুষ যিনি, তাঁহার কোন বিষয়ে স্পৃহাও নাই, বিরক্তিও নাই, দৃষ্টি অর্থশূন্য,

চেষ্টা কামনাশূন্য, ইন্দ্রিয়গণ ভ্রূক্ষেপশূন্য * । যথাসুখে দেখিতেন, শুনিতেন, গ্রহণ করিতেন, ঘ্রাণ লইতেন, ভোজন করিতেন, তথাপি সকল বিষয়ে অনাসক্ত। বিশ্ব ধ্বংস হউক ইহাও তাঁহার ইচ্ছা নয়, বিশ্ব থাকুক তাহাতেও তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই; জীবন মরণ, থাকা না থাকা, সকলই সমান। জ্ঞাতব্য, বক্তব্য, কর্ত্তব্য কিছুই নাই। স্বর্গরাজ্যে ও ভিক্ষাবৃত্তিতে, লাভে অলাভে, জনপদে ও অরণ্যে, বন্ধন ও মোক্ষে, † কোন প্রভেদ নাই। সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্পের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, তাঁহার বিশ্বই বা কোথায়? ধনই বা কোথায়? কামনাই বা কোথায়? ধ্যানই বা কোথায় ‡? মুক্তিই বা কোথায়? সমাধিস্থ রহিয়াছেন অথচ সমাধির অনুষ্ঠান নাই, জড়তা রহিয়াছে অথচ জড় নহেন, পাণ্ডিত্য আছে অথচ পণ্ডিত নহেন, সুতরাং তিনিই ধন্য।

---

* What impressed me most at first sight was his absolute renunciation of even the ordinary comforts of life—পরিশিষ্টে মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পত্র দেখুন।

† যখন যতি, কার্য্যকারণস্বরূপ এই বিশ্বের সকল পদার্থেই আপনাকে ও পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তখন বন্ধন ও মোক্ষ, তাঁহার নিকট পৃথক বোধ হয় না, তখন আপনাকে ও পরমব্রহ্মকে একাধারে দর্শন করিতে থাকেন—শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তম স্কন্ধ, যতিধর্ম্ম-কথন অধ্যায়।

‡ আমরা মধ্যে মধ্যে কাশীধামে গমন করিয়া, মাসাধিক কাল, স্বামীজীর সহিত অতিবাহিত করিতাম। স্বামীজী অনুগ্রহ করিয়া দিবারাত্র আমাদিগকে তাঁহার সঙ্গে থাকিতে দিতেন; এমন কি রাত্রিকালেও, যে দ্বিতল গৃহে, পিপীলিকাটির পর্য্যন্ত প্রবেশাধিকার থাকিত না, সেই গৃহেও আমরা তাঁহারই নিকট শয়ন করিতে পাইতাম। আমরা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, দেহত্যাগের পূর্ব্বে, শেষ দশ বৎসর, তিনি ক্রিয়াশূন্য ছিলেন; ধ্যান, ধারণা, পূজা, পাঠ কিছুই করিতেন না।

কাশ্মীররাজভ্রাতা রাজা রাম সিংহ (K.C.B.) ও স্বামীজী।

(১৩৩ পৃষ্ঠা।)

ন ধাবতি জনাকীর্ণং নারণ্যমুপশান্তধীঃ।
যথা তথা যত্র তত্র সময়ে বাবতিষ্ঠতে॥

শান্তচিত্ত ব্যক্তি বিজন অরণ্যে গমন করেন না, জনাকীর্ণ স্থানেও যান না, যেথানে সেথানে যখন তখন তিনি থাকিতে পারেন।

আত্মতত্ত্বে অবস্থিত ব্যক্তির ধর্ম্মই বা কোথায়? অর্থই বা কোথায়? দ্বৈতভাব বা কোথায়? অদ্বৈতভাব বা কোথায়? গুরুই বা কোথায়? শিষ্যই বা কোথায়? পুরুষার্থ বা কোথায় বিদ্যমান? অধিক কি অস্তিত্ব নাস্তিত্ব, দ্বৈত, অদ্বৈত এ সমস্ত জীবন্মুক্তের মনে এক কালে স্থান প্রাপ্ত হয় না।

মুক্তচেতার কি চমৎকার অবস্থা! তিনি জাগরিতও নহেন, নিদ্রিতও নহেন; চক্ষু উন্মীলিতও নহে, নিমীলিতও নহে, প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, সকল অবস্থাতেই একভাব, * সকল অবস্থাতেই নিষ্কাম, ও সকল স্থানেই বিরাজমান। কাহারও নিন্দা করেন না বা স্তব করেন না, হস্ত পদাদির কার্য্য চলিতেছে, অথচ সকল বিষয়েই নির্লিপ্ত; ধর্ম্ম অর্থ কাম এই তিনের কথা দূরে থাকুক্, আত্মতত্ত্বে অবস্থিত ব্যক্তির সর্ব্ব প্রকার আশা বিগলিত হওয়ায় এমন কি মোক্ষে পর্য্যন্তও স্পৃহা থাকে না। তিনি নিত্য-

---

* "It is an expression of countenance wholly from within, which no outside influence can affect"—The Indian Daily News. 18th May 1900, Calcutta.

তৃপ্ত, ধীর স্থির, গম্ভীর ও সদা আনন্দময় *। তিনি আপনাতে আপনাকে হারাইয়া স্বারাজ্যসিদ্ধি লাভ করেন †।

---

* "I have much pleasure in reproducing the photo now, (fig 11), as I have also in calling to mind the serenity, cheerfulness and urbanity of this famous and highly venerated Hindu ascetic"—*The Mystics, Ascetics And Saints of India* Prof J. C. Oman. P. 210.

† Calm, silent and majestic, he [Swami Bhaskaranand] remained immersed in the glory of his own soul—The Hindu Patriot July 15, 1899, Calcutta.

দ্বাদশ অধ্যায়।

পিতা মাতা ও পত্নীর বিয়োগ।

মৈথেলালপুরের মিশ্রবংশ অতিশয় ভাগ্যবান্। ঐ বংশের উপর ভগবানের অতিশয় কৃপা পরিলক্ষিত হয়। স্বামীজীর আনন্দবাগ্ উদ্যানে পরমহংসরূপে বাস করার পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯৩০ সংবতে, তাঁহার পিতা মিশ্রীলালের মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল, সুতরাং আর তাঁহার গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে ভাল লাগিল না।

তিনি সংসার, মিথ্যা ও মায়াসৃষ্ট বিবেচনা করিয়া, ইহার অসারতা বুঝিতে পারিলেন ও বিষয়ভোগাভিলাষী মনকে, অসার সুত, ধন ও যুবতীপ্রলোভন হইতে রক্ষা করা অতিশয় কঠিন বিবেচনা করিয়া, স্বয়ম্ভুর অভয় পদে আশ্রয় লাভ করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিলেন।

একদিন প্রাতঃকালে মিশ্রীলাল গৃহত্যাগ করিলেন, এবং বারাণসী পুরীতে আগমন করতঃ পরম কল্যাণদায়ক, মোক্ষপ্রদ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন। মিশ্রীলাল দুই বৎসর কাশীধামে বাস করতঃ, সন্ন্যাসাশ্রম উপভোগ করিয়া, দেহত্যাগ করিলেন।

পতিপুত্রের গৃহত্যাগের পর, স্বামীজীর দয়াশীলা পুণ্যবতী মাতাঠাকুরাণী, তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন এবং যাবতীয় তীর্থভ্রমণের শেষে, তিনি বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইয়া বিষম পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। ত্রিকালজ্ঞ স্বামীজী যোগবলে মাতার

অন্তিম কাল উপস্থিত, অবগত হইয়া, কাশীধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হন। মাতৃসন্নিধানে উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পরে, স্বামীজীর মাতাঠাকুরাণী, জীবন্মুক্ত পুত্রের কোলের উপর মস্তক রক্ষিত করিয়া, বদরীনারায়ণ দেবের, অমৃত-ময় নামোচ্চারণ করিতে করিতে জীবলীলা সমাপ্ত করেন।

এইরূপ পিতামাতার, যে স্বামীজীর মত ব্রহ্মনিষ্ঠ, জীবন্মুক্ত সুসন্তান হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি ?

স্বামীজীর সতী সাধ্বী সহধর্ম্মিণী, তপস্যা দ্বারা বারাণসী-ধামে দেহত্যাগ করিয়া, তাঁহার জ্যোতিঃ আশ্রয় করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

স্বদেশীয় ভক্ত ও দর্শক বৃন্দ।

সর্ব্বভূতে প্রেম বিতরণের জন্যই যেন স্বামীজী পুণ্যভূমি বারাণসীক্ষেত্রে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং প্রথম বৎসর প্রতিদিন এক ঘণ্টার জন্য, পর বৎসর দুই ঘণ্টার জন্য, ক্রমশঃ সমস্ত দিনই আনন্দবাগের দ্বার উন্মুক্ত থাকিতে লাগিল। আর সেই অবসরে দিগ্‌দিগন্ত হইতে স্ত্রী পুরুষ, তাঁহার সদয় আশীর্বাণীতে কৃতার্থ হইবার নিমিত্ত আনন্দবাগে সমাগত হইতে লাগিল। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার অমিয়মাখা উপদেশ শুনিয়া, জীবন ধন্য বোধ করিল। ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষের সেই উদার, বিশ্বব্যাপী * প্রেমে হিন্দু মুসলমান, শিখ্, খৃষ্টান † প্রভৃতি সকল জাতিই সমভাবে মাতিয়া উঠিল, কেননা তাঁহার এই প্রেম সেই রাজ্যের যথায় আত্মীয় অনাত্মীয় নাই, জাতিবিচার নাই, নাম রূপ নাই, যে স্বারাজ্যে সবই আছে অথচ কিছুই নাই।

---

* ভারতে তাঁহার মত বৈদান্তিক পণ্ডিত কেহ ছিল না, কিন্তু পাণ্ডিত্যের বলে কে কবে জগৎ মুগ্ধ করিয়াছে? মহাপ্রেম তাঁহাকে জগৎপূজ্য করিয়াছিল। সঞ্জীবনী, ৫ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

† হিন্দু মুসলমান, কৃস্তান, বৌদ্ধ আপকে দর্শন করনেকো হাঁ কাশী আতে থে, হিন্দী বঙ্গবাসী, ১৭ই জুলাই—১৮৯৯ সাল।

স যথেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরিদ্রষ্টুরিমাঃ ষোড়শকলাঃ পুরুষায়ণাঃ পুরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি ভিদ্যেতে তাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচ্যতে স এষোঽকলোঽমৃতো ভবতি তদেষ শ্লোকঃ॥

অথর্ব্ববেদান্তর্গত ষষ্ঠ প্রশ্নে পঞ্চম শ্লোক।

যেমন সমুদ্রাভিমুখে ধাবমানা নদী, সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই অস্ত যায় এবং তাহার নাম রূপ বিনষ্ট হয়, তখন তাহাকে কেবল সমুদ্রই বলা যায়, তদ্রূপ পরম পুরুষের প্রতি গমনশীল জীবরূপ পরিদ্রষ্টার ষোড়শ কলা, তাঁহাতেই অস্ত যাওয়ায়, তাহাদের নাম রূপ থাকে না, তখন চিৎসাগরে লীন হওয়ায়, জীবকে কেবল পুরুষমাত্রই বলা যায়, এবং জীব অকল ও অমর হন।

সুতরাং তিনি এক্ষণে বিশ্ববিৎ, বিশ্বরূপ, সহস্রচক্ষু, সত্ত্বান্তর-নিরপেক্ষ, সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতস্থিত, সাক্ষী, সর্ব্ববিৎ, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, নির্দ্দোষ, নিরঞ্জন ব্রহ্মকে খরে বানরে, সাগরে, নগরে, ঘটে পটে, জলে স্থলে, সর্ব্বত্রই দেখিতে লাগিলেন, এবং অবিরত স্বয়ং ব্রহ্মপ্রেমউপভোগ করিয়া যে আসিতে লাগিল, হিন্দু অহিন্দু জ্ঞান রহিল না, সকলকেই সেই প্রেম বিতরণ করিতে লাগিলেন; সকলকেই সমভাবে প্রেমসম্ভাষণে পুলকিত করিতে লাগিলেন! "আনন্দবাগ্ প্রেমের বাজার হইয়া উঠিল *।" যাঁহাকে বিদ্যুৎ প্রকাশিত করিতে পারে না, সূর্য্যাদি সমুদায় বস্তু, যে দীপ্যমানেরই প্রকাশে

* সঞ্জীবনী ৫ই শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল।

অনুপ্রকাশিত সেই জন্মরহিত, ধ্রুব এবং বিষয় দ্বারা অসংস্পৃষ্ট ঈশ্বরকে জানিয়া, তিনি অমৃতত্ব লাভ * করিলেন। তিনি এক্ষণে সমভাবে জাগ্রদাদি সকল অবস্থায় চৈতন্যসমাধিযুক্ত হইলেন। অপরিচ্ছিন্ন পরমবস্তু আশ্রয় করাতে, অপর সমুদয় পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে আর তাঁহার অণুমাত্রও আগ্রহ করিল না। তাঁহার দর্শনার্থ সমাগত তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই বুঝিতে পারিতে লাগিলেন যে, "তাঁহার চিত্ত যেন এই পাপময় সংসার হইতে প্রস্থান করিয়া কোন লোকাতীত স্থানে উপস্থিত হইয়াছে, এবং তথাকার অনুপম আনন্দ উপভোগ করিয়া আপন আনন্দে হাসিতেছে। মুখে কেবল 'প্রেম প্রেম' শব্দ। যিনি কেন উপস্থিত হউন না, তিনি যেন সচেতন জীব দেখিলেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠেন এবং জীব মাত্রকেই শক্তি উপহিত চৈতন্যজ্ঞানে প্রেমপরিবর্ত্তনে লালায়িত হন। পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলকেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেন "রে ভাই হামারা সাথ্ প্রেম করোগে?"। † "সাধুদর্শন"।

এইরূপে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তাঁহার যশোরাশি সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং এই মহাপুরুষের মহাপ্রেমে ‡ আকৃষ্ট

---

* In recording, the above particulars of what is indeed a typical case, I have stated enough to show the honoured position and unstinted veneration with which the ascetic life in India may, even in this materialistic age, reward the Successful "Sadhu"—P. 212—The Mystics, Ascetics And Saints of India.

† "With eyes fuller of kindly human interest"—Dr Fairburn in the "Nineteenth Century," London.

‡ "Strange as it may seem, there was undeniably something refined and *attractive* about the personality of this naked ascetic with his tansparently benevolent countenance

হইয়া পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় মনুষ্যপ্রবাহ পৃথিবীর চতুর্দ্দিক হইতে আগমন করিতে লাগিল। প্রথমেই আসিয়াছিলেন কাশীনরেশ মহারাজ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ বাহাদুর (জি, সি, এস, আই,)। ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য কাশীপতি, স্বামীজীর প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনার্থ তাঁহার এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি স্বীয় রামনগরের রাজভবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

স্বামীজী তখনও লোকসমাজে উত্তমরূপে পরিচিত হন নাই, তখনও তিনি অধিকাংশ সময়, ভূগর্ভস্থ গৃহমধ্যে অতিবাহিত করেন, কিন্তু জানি না, কি প্রকারে স্বামীজীর সন্ধান পাইয়া, সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, বর্ত্তমান 'রুষিয়াধিপতি (তখন সম্রাট-পুত্র) সহসা একদিন আনন্দবাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী, ভূগর্ভস্থ গৃহ হইতে উপরে উঠিয়া আসিয়া দেখিতে পাইলেন, দুইটি সাহেব তাঁহার অপেক্ষায় আনন্দবাগের মধ্যভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। স্বামীজীকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহারা সসম্ভ্রমে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং যথোচিত অভিবাদনান্তে তাঁহাকে অবগত করাইলেন, যে তাঁহারা, তাঁহার দর্শনার্থই আনন্দবাগে সমুপস্থিত হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া স্বামীজী যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং পরিচয়ে জানিতে পারিলেন, রুষিয়ার সম্রাটপুত্র আপন অনুজ'সহ তথায় সমাগত হইয়াছেন। সম্রাটসুতের সহিত সম্মিলনের তিন চারি বৎসর পরে, স্বামীজী এক দিন, শিষ্য ও ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া আনন্দবাগের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন একটি সাহেব,

---

and keen bright eyes"—The Mystics, Ascetics And Saints of India. John Campbell Oman P. 208—9.

পনর জন ভারবাহী সঙ্গে লইয়া, তাঁহার দিকেই আগমন করিতেছেন। প্রত্যেক বাহকের মস্তকে, নানা প্রকার ফল। কাহারও মস্তকের ঝুড়ি পেস্তা, বাদামে পূর্ণ, কাহারও মস্তকে বা সেউ বেদানা প্রভৃতি নানা প্রকার ফল রহিয়াছে। পরে প্রকাশ পাইল, সাহেবটি পৃথিবীপরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছেন, এবং তাঁহার বন্ধু রুষিয়ার সম্রাটের আদেশানুযায়ীই, তিনি ত্রিশ টাকা মূল্যের নানা প্রকার ফলাদি স্বামীজীর জন্য আনয়ন করিয়াছেন।

তদনন্তর বর্ত্তমান অযোধ্যাধিপতি মহারাজ স্যার প্রতাপ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর (কে সি আই ই), কাশীধামে আগমন করিয়া, স্বামীজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। মহারাজ বাহাদুর স্বামীজীর বড়ই প্রিয় পাত্র ছিলেন এবং ইহাঁর ন্যায় স্বামীজীর ভক্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি মধ্যে মধ্যে অযোধ্যা হইতে ৺কাশীধামে শুভাগমন করিতেন এবং বহুসংখ্যক দাস দাসী থাকিলেও, স্বহস্তে শ্রীগুরুদেবের পরিচর্য্যা করিয়া, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন।

কয়েক বৎসর গত হইল, একবার মহারাজ স্যার প্রতাপ-নারায়ণ, স্বামীজীর সেবার্থ কাশীধামে সমাগত হইয়া, কয়েকদিন অতিবাহিত করিলে পর, একদিন আপনরাজধানীতে প্রত্যাগমনার্থ এক টেলিগ্রাফ্ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু মহারাজ স্বামীজীর নিকট অনুমতিগ্রহণার্থ গমন করিলে, স্বামীজী তাঁহাকে বার বার নিষেধ করিলেন, যেন সে দিন মহারাজ বাহাদুর কোন মতে কাশীত্যাগ না করেন। মহারাজ বিষম বিপদে পড়িলেন। বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য হেতু অযোধ্যায় না ফিরিলেই নয়, এদিকে গুরুর আজ্ঞা কিরূপে লঙ্ঘন করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বামীজী আদেশ করিলেন—"একান্তই যদি আবশ্যক

থাকে, তবে যে গাড়ীতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছ, ঐ গাড়ী খানিতে না যাইয়া পরের গাড়ীতে যাইও”। মহারাজ স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন; এবং পরের গাড়ীতে অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য রাজঘাট ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া অবগত হইলেন যে, তিনি যে রেলগাড়ীতে অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন এবং স্বামীজীর নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্ত না হইলে, যে গাড়ীতে নিশ্চয়ই আরোহণ করিতেন, সেই গাড়ীর সহিত, জোনপুরের নিকট এক ষ্টেসনে, অপর একখানি গাড়ীর সংঘর্ষ (collision) হওয়ায়, অনেক লোক হতাহত হইয়াছে। আমরা এই ঘটনা সত্য, অথবা মিথ্যা জানিবার নিমিত্ত, মহারাজ বাহাদুরকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি আমাদিগকে, পরিশিষ্টে প্রকাশিত ৩ নং পত্র খানি লিখিয়াছিলেন।

স্বামীজীর মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া ক্রমশঃ কত শত নর নারী, যে তাঁহার দর্শনমানসে প্রত্যহ আনন্দবাগে আগমন করিতে লাগিল, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী, মহারাষ্ট্রী, গুর্জ্জর, পাঞ্জাবী, পঞ্চগৌড়, দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ, সৌরাষ্ট্র হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, শিখ খৃষ্টান প্রভৃতি সর্ব্ব ধর্ম্মের ও সর্ব্ব বর্ণের বহু সংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহার দর্শন লাভ করিবার জন্য, আনন্দবাগে আগমন করিতে লাগিলেন। ইউরোপের আইসল্যাণ্ড জার্ম্মানি, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুষিয়া, বেলজিয়ম, নরওয়ে, ইতালী, ও আমেরিকা এবং এশিয়ার অষ্ট্রেলিয়া, চীন, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের জ্ঞানী, ও উচ্চপদস্থ, সাহেব বিবিগণও, এই সর্ব্বত্যাগী নগ্ন সন্ন্যাসীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রত্যহ দলে দলে আসিতে লাগিলেন। অধিকাংশ দিনই লোক সংখ্যা এক সহস্র

পর্য্যন্ত হইত। * এক এক দিন, স্বামীজী লোকসমাগম একেবারে বন্ধ করিয়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার নিষেধ কেহ শুনিতেন না; আনন্দবাগের দ্বার ভিতর হইতে অর্গলরুদ্ধ হইলেও, দর্শনার্থীগণ আনন্দবাগের বহির্দ্দেশে অপেক্ষা করিতেন। তাঁহাদের আর কোন উদ্দেশ্য থাকিত না, কেবল, কখন পুনরায় দ্বার উদ্ঘাটিত হইবে, আর তাঁহারা "সেই জগদ্বিখ্যাত জগজ্জ্যোতি যোগোজ্জ্বল যোগিপুরুষ, ভাস্করানন্দের পদ্মাসনাসীন পুণ্য পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিবেন,—জীবন ধন্য করিবেন।" † এক এক দিন এত লোক আসিত যে, বোধ হইত, যেন আনন্দ-বাগে একটি মেলা বসিয়াছে।

স্বামীজীর সংস্কৃত জীবনচরিতে লিখিত হইয়াছে :—

গণয়তু গণিতজ্ঞঃ ক্ষুব্ধসিন্ধূর্ম্মিধারাঃ।
কলয়তু স ইয়ত্তাং বিপ্রুষাং বর্ষবারঃ॥
বিমৃশতু খলু ভল্লুকস্য লোমানি কশ্চি-
ত্তদপি গদতু নৈতচ্ছিষ্যসংখ্যাং বিপশ্চিৎ॥

অর্থাৎ সুচতুর গণিতজ্ঞ, সমুদ্রের তরঙ্গমালা গণনা করিলেও করিতে পারেন, বর্ষাকালে আকাশ হইতে পতিত বারিবিন্দু বা ভল্লুকের গাত্রের লোমের সংখ্যা নির্ণয় করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু যত লোক এই মহাপুরুষ কর্ত্তৃক দীক্ষিত হইয়া-

---

* প্রতিদিন সহস্রোং মনুষ্য ইনকে দর্শনকো আতেথে—বেঙ্কটেশ্বর সমাচার, বোম্বাই, তাং ২১ সে জুলাই ১৮৯৯ সাল।

"Here he enjoyed the greatest consideration and distinction.Pilgrims crowded to adore him"—*The Mystics, Ascetics, And Saints of India.* P. 212.

† রঙ্গবাসী, তারিখ ৭ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

ছিল, তাহাদের সংখ্যা নির্ণয় করা এরূপ লোকের পক্ষেও অসম্ভব।

বস্তুতঃ "স্বামীজীর শিষ্যসংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক হইবে। ১৮৯৪ সালে প্রস্তুত তালিকায় দেখা যায়, স্বামীজীর হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালী ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ শিষ্যের সংখ্যা ৩২৫, মুন্সেফ সবজজ শিষ্যের সংখ্যা ৫৬৮"*। এতদ্ব্যতীত কলিকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের কত বড় বড় উকীল, ইন্‌জিনীয়ার, ডাক্তার এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণ যে তাঁহার ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন, তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে ? আনন্দবাগে আসিয়া কেবল মাত্র স্বামীজীকে দর্শন করিয়া গিয়াছেন, এরূপ লোকের সংখ্যা কুড়ি পঁচিশ লক্ষ হইবে।

আনন্দবাগে আসিয়া স্বামীজীর অবস্থিতির কয়েক বৎসর মাত্র পরে, বড় বড় রাজা মহারাজ প্রভৃতি আসিয়া আনন্দ-বাগের অতি নিকটেই গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন ; সুতরাং দেখিতে দেখিতে ঐ স্থানটি "রাজপল্লী" হইয়া উঠিল। কাশীরাজের প্রাসাদ অসীসঙ্গমের পরপারেই স্থাপিত, ভিঙ্গাধিপতি, স্বামীজী যে গৃহে বাস করিতেন তাহার পার্শ্বদেশেই একটি নূতন প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া সস্ত্রীক বাস করিতে লাগিলেন, অপর দিকে বেতিয়ার মহারাণী, নাগোধ ও অনচেরার রাজা প্রভৃতি আনন্দবাগের অতি নিকটেই, গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইলেন।

"ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় রাজা মাহারাজই ভাস্করানন্দের ভক্তশিষ্য ছিলেন, এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে

* বঙ্গবাসী, তাং ৭ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

না। কাশী, অযোধ্যা, কাশ্মীর, রেওয়া, নাটোর, ভিঙ্গা, ডুমরাওন, বেতিয়া, শিয়ারশোল, দ্বারবঙ্গ,—কত নাম করিব? হায়দরাবাদের নিজাম, মুর্শিদাবাদের নবাব, স্বাধীন রামপুর রাজ্যের মুসলমান অধিপতি প্রভৃতিও তাঁহার সবিশেষ গুণগ্রাহী। এদিকে ভারতের বড় লাট, ছোট লাট, বড় সেনাপতি প্রভৃতি সকলেরই নিকট তিনি সবিশেষ পরিচিত এবং সকলেরই ভক্তি-পাত্র ছিলেন"। *

দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব অধিরাজের বংশধরগণ, দুর্গাকুণ্ডের নবাব সাহেব প্রমুখ অসংখ্য মুসলমান স্ত্রীপুরুষও, প্রায়ই স্বামীজীকে দর্শন করিতে, তাঁহার নিকট ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, আনন্দবাগ্ উদ্যানে সমবেত হইতেন। কাশীধামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণ প্রমুখ ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটগণ, মুসলমান কোতওয়াল ও অপরাপর উচ্চপদস্থ ভক্ত রাজকর্ম্মচারিগণ মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর নিকট আগমন করিয়া, কায়মনোবাক্যে কেবল মাত্র ইহাই প্রার্থনা করিতেন, যে যত দিন স্বামীজী কাশীতে বর্ত্তমান থাকিবেন, তত দিন যেন তাঁহাদিগের অন্যত্র বদলী না হয়।

স্বামীজীকে দর্শন করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে কিম্বা তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গললাভ কামনায় কেবলমাত্র রাজা মহারাজগণই যে আসিতে লাগিলেন তাহা নহে, আমাদিগের ন্যায় কত দীন হীন ভারতসন্তান যে তাঁহার অপার কৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। কত, ছিন্ন ভিন্ন মলিন বস্ত্রপরিহিত পথের কাঙ্গাল, কত কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার সাহায্যপ্রাপ্তির আশায়

---

* বঙ্গবাসী, তাং৭ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

আগমন করিয়া, "সংসারদুঃখগহনাৎ রক্ষ" রবে আনন্দবাগ্ নিয়ত প্রতিধ্বনিত করিত, কত কঠিনপীড়াগ্রস্ত আর্ত্তের অশ্রু-পাতে আনন্দকানন অহর্নিশ সিক্ত হইত তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে? যে দিন দেখিলাম, কলিকাতা ভবানীচরণ দত্তের গলি নিবাসী, মেডিক্যাল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার ভাদুড়ী মহাশয়, নিজে ডাক্তার হইয়াও আপনার চতুর্দ্দশ বৎসরের অম্লশূলপীড়া আরোগ্য করিতে অসমর্থ হওয়ায়, অসহনীয় যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে করিতে, স্বামীজীর শরণাগত হইলেন, এবং স্বামীজীও তাঁহার ক্লেশ দর্শনে দয়া করিয়া তাঁহার উদর বারেক মাত্র স্পর্শ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সকল যন্ত্রণা দূর করিলেন, সেই দিন মনে হইল, সত্যই দৈববলের তুল্য বল আর নাই! যাহা হউক, ভক্ত আসিয়া স্বামীজীর কৃপাপ্রার্থী হইলে' পরম কৃপালু স্বামীজী তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনোবাঞ্ছা সন্তুষ্ট চিত্তে পূর্ণ করিতেন। ঘোর নাস্তিক ডাক্তার বাবু এক্ষণে যার পর নাইআস্তিকভাবাপন্ন হইয়াছেন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলের কারবিগোয়ান নামক ষ্টেসন হইতে কিছু দূরে,——নামক গ্রামে * বাবু নারায়ণ সিংহ নামক এক জমিদারের বাস। কয়েক বৎসর গত হইল, ইহাঁর একদিন হঠাৎ স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। ইহাঁরা স্ত্রী পুরুষে স্বামীজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। যখনই কাশীধামে আগমন করিতেন, প্রত্যেক বারেই নারায়ণ বাবু স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন, কিন্তু এবার স্ত্রী দশ মাস

* বাবু নারায়ণ সিংহের অনুরোধে আমরা গ্রামের নাম, প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম।

গর্ভবতী, সুতরাং একাকীই গোপনে গৃহ হইতে বহির্গত হন। কিন্তু মোগলসরাই ষ্টেসনে পৌঁছিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার স্ত্রী অপর একটি সঙ্গিনীর সহিত তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। বাবু নারায়ণ সিংহ উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা স্ত্রীকে সঙ্গে লইতে বাধ্য হন, এবং আনন্দবাগে উপস্থিত হইয়া, স্বামীজীর অনুমতি গ্রহণান্তর, ঐ উদ্যানের একটি গৃহে উভয়ে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; কিন্তু পর দিবস প্রাতঃকালেই বাবু নারায়ণ সিংহ সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার স্ত্রীর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল। একে বিদেশ তাহাতে আবার গুরুগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন, সুতরাং স্ত্রীকে লইয়া এক্ষণে কোথায় যান কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, সাতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। পরদুঃখহারী স্বামীজী ভক্তের বিপদ উপস্থিত হইলে কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারেন। আমাদিগের শুভাদৃষ্টবশতঃ, সেই সময়ে আমরা তথায় উপস্থিত ছিলাম। এমন সময়ে কাশীর ভেলুপুরা মহল্লা নিবাসিনী মান্‌কি নাম্নী একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী বসিয়া ছিলেন, দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সেই বৃদ্ধা মানকীকে সঙ্গে লইয়া, যে গৃহে বাবু নারায়ণ সিংহ সাতিশয় বিষণ্ণ মনে সস্ত্রীক উপবিষ্ট ছিলেন, তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী, নারায়ণ বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একেবারেই মান্‌কীকে বলিলেন—"তুমি এই স্ত্রীলোকটির মস্তকের উপর হস্তার্পণ করিয়া এই কথা তিনবার বল, যে এই স্ত্রীলোকটির পুত্র সন্তান যেন আরও দশ দিন বিলম্বে ভূমিষ্ঠ হয়"। মান্‌কী স্বামীজীর আদেশমত ঐ কথাটি তিনবার বলিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে

প্রসববেদনকাতরা রমণী সুস্থা হইলেন, স্বামীজীও সহাস্যবদনে সেই গৃহ হইতে চলিয়া আসিলেন।

এই ভারতে, এরূপ হিন্দু সেনাদল অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার মধ্যে অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সৈন্যই স্বামীজীর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাঁহার অভয় পদে চিরকালের জন্য শরণ না লইয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া মন্ত্রলাভে কৃতকৃত্য হইয়াছেন, এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা সহস্রমধ্যে ত্রিশ চল্লিশটির অধিক হইবে না, কিন্তু ব্রাহ্মণ সেনাগণ প্রার্থনামাত্রেই তাঁহাকে গুরুরূপে বরণ করিতে পাইতেন; কেন না স্বামীজী বলিতেন, যাঁহারা দেশের জন্য, রাজার জন্য, প্রাণ দিতে সদা প্রস্তুত, তাঁহারা নিশ্চয়ই উচ্চাধিকারী, এবিষয়ে সন্দেহ নাই। এরূপ অনেক ব্যক্তিকে দেখা গিয়াছে, যাঁহারা দূর দেশ হইতে সমাগত হইয়া সহস্র চেষ্টা করিয়াও মন্ত্রলাভ করা দূরে থাকুক, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার দর্শনজনিত পুণ্যসঞ্চয়েও অকৃতকার্য্য হইতেন, কিন্তু সকল হিন্দু সেনাই যখনই ইচ্ছা করিতেন, তদ্দণ্ডেই তাঁহার দর্শন পাইতেন। কখন কখন এরূপ দেখা গিয়াছে, পাঁচ জন বন্ধু একত্রে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুই জন তাঁহার দেখা পাইলেন, অবশিষ্ট তিন জনের সহিত তিনি একেবারেই দেখা করিলেন না, এবং রাজা হউন, মহারাজ হউন, উকিল হউন, বা হাকিম হউন, ধর্ম্মানুরাগী ভিন্ন, কাহাকেই তিনি পাঁচ মিনিটের অধিক কাল, নিজ সন্নিধানে অবস্থান করিতে দিতেন না। এরূপ না করিলে, এক ঘণ্টার মধ্যে অত্যন্ত জনতা হইয়া পড়িত, তাহাতে কথা বার্ত্তা কহিবার, কাহারও বিশেষ সুবিধা হইত না, স্বামীজীকেও একটু বিরক্ত হইতে হইত।

পৃথিবীতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যে সমশ্রেণীর লোকগণই পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হন। দীন হীন কাঙ্গালের সহিত অর্থশালী ব্যক্তির, বা পণ্ডিতের সহিত মূর্খের বন্ধুত্বস্থাপনের উদাহরণ, সচরাচর অতি বিরল। ধর্ম্মজগতের নিয়মও স্বতন্ত্র নহে। এই হেতুবশতঃ স্বামীজী কাশীধামের বিখ্যাত বৈদান্তিক ৺বিশুদ্ধানন্দ স্বামীজীর সহিত বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, স্বামী বিশুদ্ধানন্দও তাঁহাকে "বড় দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আর এই জন্যই মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামী কখন কখন স্বামীজীর আনন্দবাগে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, স্বামীজীও মধ্যে মধ্যে তৈলঙ্গ স্বামীজীর কুটীরে গমন করিতেন।

একদা মধ্যাহ্নকালে মহাত্মা তৈলঙ্গস্বামী, আনন্দবাগ্ উদ্যানে আগমন করিলেন। স্বামীজীও তৎক্ষণাৎ, কেবলমাত্র একটি সেবকের উপর আনন্দবাগের রুদ্ধদ্বাররক্ষার ভার অর্পণ করতঃ মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীকে লইয়া, উদ্যানস্থ কেতকীকুঞ্জের পার্শ্বে গমন করিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে বিহার প্রদেশের একটি রাজা আনন্দবাগের দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতে লাগিলেন। প্রহরী, স্বামীজীর আদেশানুযায়ী দ্বার উদ্ঘাটন কিছুতেই করিল না, এবং সে স্বামীজীর নিষেধ আছে বলিয়া, তাঁহাকে অন্য কোন দিন আগমন করিতে, বলিয়া দিল। কিন্তু ধনমদে গর্ব্বিত, উদ্ধতস্বভাব রাজার তাহা অসহ্য হইল। কেন না তাঁহার বিষয়ের আয় বাৎসরিক বিংশতি লক্ষ টাকা হইবে। সুতরাং প্রহরী দ্বার খুলিল না দেখিয়া, নিজের দুইজন অস্ত্রধারী রক্ষককে, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দ্বারোন্মোচন করিতে আদেশ করিলেন। প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজার কথামত কার্য্য তদ্দণ্ডেই সম্পাদিত হইল।

এদিকে আনন্দবাগের দ্বাররক্ষক, বলপূর্ব্বক দ্বার উদ্ঘাটিত হইল দেখিয়া, স্বামীজীকে সংবাদ দিবার জন্য সেই কেতকী-কুঞ্জের দিকে দ্রুতবেগে গমন করিল; পশ্চাৎ পশ্চাৎ মহারাজ বাহাদুরও গমন করিলেন। কিন্তু তিনি যাইয়া কি দেখিলেন? রাজা দেখিলেন, তৈলঙ্গস্বামী ও স্বামীজীর দেহদ্বয় কেতকীকুঞ্জের নিম্নে মৃত্তিকোপরি মৃতবৎ পতিত রহিয়াছে। উভয়েই স্ব স্ব দেহ কিছুক্ষণের জন্য পরিত্যাগ করতঃ, তখন কোন্ অমর ধামে—কোন্ লোকাতীত দিব্যভূমিতে—যে বিচরণ করিতেছিলেন তাহা কে বলিতে পারে? ইহা দেখিয়া রাজা বড়ই বিস্মিত হইলেন। তিনি যদি তখনও প্রত্যাগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এই মহাপুরুষগণের কোপে পতিত হইতে হয় না। কিন্তু ধনমদে উন্মত্ত রাজা, জগতে অন্য কাহারও যে তেজঃ আছে, বুঝি তাহা মনে করিতেন না,—তাই প্রত্যাগমন করা দূরে থাক্, মৃতবৎ পতিত মহাত্মা তৈলঙ্গ স্বামীর দেহ স্পর্শ করিলেন। স্পর্শ করিবা মাত্র উভয়ের দেহে যেন প্রাণসঞ্চার হইল, ক্রমশঃ ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল এবং ক্ষণেক পরে মহাযোগিদ্বয় উত্থিত হইয়া রোষ-কষায়িত-লোচনে সেই রাজার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের সেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া, রাজা সভয়ে পলায়নপর হইলেন; কিন্তু কিছুদূর যাইতে না যাইতে তিনি সবেগে ধরাতলে পতিত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। রাজার অনুচরবর্গও সেই অবস্থায় রাজাকে পাল্কীর মধ্যে, উঠাইয়া লইয়া, অবিলম্বে আনন্দবাগ্ উদ্যান পরিত্যাগ করিল। আমরা শুনিয়াছি বার ঘণ্টা রাজাটি সংজ্ঞাহীন ছিলেন।

কিছুদিন পরে, উক্ত রাজা নানাবিধ উত্তম উত্তম ফল ফুল ও আহারীয় দ্রব্যাদি সহিত, প্রায় পঞ্চাশ জন অনুচর কর্ত্তৃক বেষ্টিত

হইয়া, স্বামীজীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আগমন করিলেন। কিন্তু স্বামীজী রাজাকে আনন্দবাগ্ হইতে তদ্দণ্ডেই বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন *। সশস্ত্র প্রহরিবেষ্টিত প্রতাপশালী রাজার, আর সে প্রতাপ থাকিয়াও নাই। তাই এবার তিনি মনের ক্ষোভ মনেই মারিলেন। কারণ পূর্ব্ব ঘটনায় তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে যোগবলের নিকট অর্থবল তুচ্ছাদপি তুচ্ছতম।

এই ঘটনার পর হইতেই, স্বামীজীর দর্শনলাভ দুর্লভ হইয়া পড়িল, অষ্টপ্রহর আটজন প্রহরী আনন্দবাগের দ্বাররক্ষার্থ নিয়োজিত হইল, এবং কাহারও বিনানুমতি আনন্দবাগে প্রবেশাধিকার রহিল না। সাধু, সন্ন্যাসী, পরমহংস, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সংসারত্যাগী পুরুষগণ যখন ইচ্ছা করিতেন স্বামীজীর দর্শন পাইতেন, কেবল মাত্র সাধারণ দর্শকগণই স্বামীজীর অনুমতি ভিন্ন উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিতে পাইত না। কিন্তু স্বামীজীর ভক্তগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ হয় নাই। রাজগণের আগমনও তিনি একেবারে বন্ধ করিতে পারেন নাই, কারণ স্বয়ং কপর্দ্দকহীন হইলেও, ইহাঁদিগের দ্বারা কত লোকের যে কত প্রকার উপকার করাইতেন, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। স্বামীজীর আদেশে কত রাজা, যে, কত পিতৃমাতৃহীন বালক, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অনাথা স্ত্রীলোক বা পুত্রকন্যাহীন বৃদ্ধের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতেন, † তাহার নির্ণয়

* এই সময়ে আমরা আনন্দবাগে উপস্থিত ছিলাম। কেন স্বামীজী ঐ সমুদয় দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না, জানিতে উৎসুক হওয়ায়, রাজা আমাদিগকে এই ঘটনার কথা বলেন।

† উদাহরণস্বরূপ আমরা দুই চারিটি মাত্র নামোল্লেখ করিলাম—যথা নিষ্ঠাবান সাত্বিক ব্রাহ্মণ সরযূ ও তাঁহার স্ত্রী, রামনারায়ণ পাঁড়ে ও তাঁহার

করা অসম্ভব। তথাপি এক একদিন রাজা প্রজার বিচার থাকিত না, দেখা গিয়াছে। এমনওদেখা গিয়াছে, কোন কোন দিন রাজা মাত্রেরই সহিত তিনিদেখা করিতেন না, কিন্তু দীন দরিদ্র কাতর কাঙ্গাল, যে আসিত তাহারই সহিত তিনি হৃষ্টচিত্তে আলাপ করিতেন *। কারণ কোন কোন দিন বড় বড় রাজা রাণী, মুনসেফ্ ডেপুটী ইত্যাদির এত গাড়ী, জুড়ী পাল্কী আসিত, যে, সে দিন দীন দরিদ্রের পক্ষে, তাঁহার দর্শনলাভ দুষ্কর হইত। এই জন্যই এক এক দিন কেবল মাত্র দীন দরিদ্রের সহিতই দেখা করিতেন। যে সমুদয় লোক কেবল মাত্র স্বার্থসাধনের জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিত তাহাদিগের সহিত তিনি কথা কহিতেন না। কাশীর কতকগুলি লোকের উপদ্রবে তাঁহাকে বড় বিরক্ত হইতে হইত। ইহারা রাজা মহারাজগণের অধীনে নিয়োগপ্রার্থী হইয়া, কেহ কেহ বা স্বদেশস্থ আত্মীয়ের উৎকট ব্যাধি প্রশমনার্থ তাঁহার নিকট ঔষধ লইতে, আগমন করিত। অন্তর্যামী স্বামীজী ইহাদিগের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া,

---

পুত্রগণ, লছমন প্রসাদ ও তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যাগণ, বৃদ্ধ ভগবান চামার ইত্যাদি।

* "More Tramps Abroad" নামে পুস্তকের এক স্থানে Mark Twain সাহেব লিখিয়াছেন.—"When we arrived, we also had to stand around in the garden (Anandabag) a little while and wait and the outlook was not good, for he (Swamiji) had been turning away Rajahs and Maharajahs that day and receiving only the riffraff.—Rank is nothing to him. To him all men are alike. Sometimes he receives a prince and denies himself to a pauper ; at other times he receives the pauper and turns the prince away."

ইহাদিগকে আনন্দবাগ্‌মধ্যেই প্রবেশ করিতে দিতেন না। এই সমুদয় প্রত্যাখাত ব্যক্তিগণ চতুর্দ্দিকে প্রচার করিত যে স্বামীজীর নিকট কেবল বড় লোকই, আদর পাইত। যিনি স্বয়ং দিগম্বর, যিনি এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতেন না, * বলা বাহুল্য "জীব মাত্রেরই সহিত প্রেম পরিবর্ত্তনে লালায়িত" এই মহাপ্রেমিকের নিকট ধনী নির্ধনের বিচার ছিল না। "তাঁহার নিকট নিতান্ত দরিদ্র হইতে মহারাজ পর্য্যন্ত গমন করিতেন কিন্তু তিনি ধনী নির্ধনের পার্থক্য করিতে জানিতেন না। বরং দেখা গিয়াছে নির্ধনকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি ধনীর অভ্যর্থনা করিতেন না। প্রেমসাধনে তিনি সফল হইয়াছিলেন। আনন্দ ও প্রেমের তিনি সাক্ষাৎ মূর্ত্তি ছিলেন †।"

আচারে ব্যবহারে গোঁড়া হিন্দু হইলেও উদারহৃদয় স্বামীজী ঢাকার ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট্ বাবু চণ্ডীচরণ বসুকে যজ্ঞোপবীত প্রদান করিয়াছিলেন। চণ্ডী বাবুর মত স্বামীজীর ভক্ত অতি অল্পই দেখা যাইত। এক দিন সহসা চণ্ডী বাবুর ইচ্ছা হইল যে, তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া স্বামীজীকে ভোজন করাইবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল যে, তিনি উদ্বাহু বামনের ন্যায় চাঁদ ধরিতে প্রয়াস করিতেছেন, কারণ, তিনি জাতিতে শূদ্র। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! চণ্ডীবাবু আনন্দবাগের একান্তে বিরলে বসিয়া উক্ত প্রকার চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা

---

* "কঠিন সে কঠিন জাড়া পড়নে পরভী ইয়ে অপনে পাস বস্ত্র কা নাম তক্ নহী রখ্‌তে থে। কেবল চটাই পর সোনা আউর ভোজনমাত্র গ্রহণ করনে কি সিবায় কিসীসে এক পাই ভী লেনা ইন্‌কে লিয়ে অগ্রাহ্য থা।" —"বেঙ্কটেশ্বর সমাচার" ২১সে জুলাই, ১৮৯৯ সাল।

† সঞ্জীবনী তাং ৫ই শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল।

সম্মুখে স্বামীজীকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। স্বামীজী, চণ্ডীবাবুর প্রাণের কথা টানিয়া লইয়া, চণ্ডীবাবুকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া, বলিলেন :—"দেখ লোকে তোমাকে শূদ্র বলে, কিন্তু তুমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আমি তোমাকে উপবীত প্রদান করিব। আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে যে, আমি তোমার স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিব।" চণ্ডীবাবু উত্তরে কি বলিবেন, খুঁজিয়া পাইলেন না, নিস্তব্ধ হইয়া একদৃষ্টিতে স্বামীজীর দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তৎপরদিবস প্রাতে স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যজ্ঞোপবীত প্রদান করিলেন এবং চণ্ডীবাবুর স্বহস্তে প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ভোজন করিয়া চণ্ডীবাবুর মনের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। কিন্তু স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে আদেশ করিয়াছিলেন, যে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন বর্ণের ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি চণ্ডীবাবু ভোজন করিতে পারিবেন না।

৺কাশীধামে আগমনের পর এইরূপে পরমানন্দে আচণ্ডালে প্রেম বিতরণে রত থাকিয়া, স্বামীজী ষড়বিংশতি বৎসর অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু দেহান্তের ছয় বৎসর মাত্র পূর্ব্ব হইতে, আনন্দবাগের দ্বার সর্ব্বদা উন্মুক্ত থাকিত, যখন যিনি আসিতেন, তখনই তিনি তাঁহার দর্শন পাইতেন।

কাশীবাসী সাহাই তেলি নামে একটি দীন হীন পথের কাঙ্গাল স্বামীজীর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে সর্ব্বাগ্রে, স্বামীজীকে দর্শন করিতে নিয়মমত আগমন করিতেন এবং স্বামীজীও, ইহাঁকে দেখিলেই "আও হামারা বাপ্" বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন। যাঁহারা বলেন পূজ্যপাদ স্বামীজী কেবল ধনী মানী ও পদস্থ লোকদিগকে অধিক আদর করিতেন,

তাঁহাদিগের এরূপ উক্তির কোন মূল্য নাই। স্বামীজী কাহাকেও আদর করিতেন না, বা কাহাকেও অনাদরে উপেক্ষা করিতেন না; তবে তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া যিনি তাঁহার নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিতেন তিনি তাঁহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিতেন। কিন্তু যাঁহারা হৃদয়ে স্বার্থভার বহন করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করিতেন, তাঁহাদিগের আশা কথনই পূর্ণ হইত না। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, স্বার্থশূন্য ভক্তকেই বিশেষ ভালবাসিতে পারেন। যাঁহারা তাঁহার পুণ্যময় মূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য একান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেন, তাঁহারা, ধনীই হউন বা নির্ধনীই হউন, পদস্থই হউন বা নগণ্যই হউন, অবাধে তাঁহার দর্শন পাইতেন। তাঁহার নিকট রাজা মহারাজ বা জমিদারগণ সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন, কেবল এই কারণেই বুঝিতে হইবে না যে তাঁহার নিকট বড়লোকেরই আদর ছিল *। বড়লোকেরা তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ হইত বলিয়াই, তাঁহার দর্শনের জন্য লালায়িত হইত, সেই জন্য তাঁহার দর্শনও পাইত। সাধারণের চিত্ত সাধু সন্ন্যাসীর বেশ দেখিলেই মুগ্ধ হইয়া যায়, ইহার প্রমাণ স্বতঃসিদ্ধ; কিন্তু বিশেষ কোন মহত্ত্ব না থাকিলে বড়লোকের চিত্ত আকর্ষণ করা যায় না। তিনি কোন দিন কোন বড়লোককে বাড়ী হইতে ডাকিয়া আনিতেন না, ইহা ধ্রুব সত্য; তবে যাঁহারা আসিতেন তাঁহারা কি মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া আসিতেন, তাহার সাক্ষ্য তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ দিতে পারে, বা কাশ্মীররাজপ্রমুখ

* ইন্‌কে স্বভাব মে প্রপংচ কা লেশ ভী নহী থা। ইয়ে জৈসে ধনবানোং কো সমঝতে ঐসে হী গরীবোং কো—ভারতজীবন পত্রিকা (কাশী)।

বড়লোকগণ যাঁহারা অদ্যাবধি জীবিত আছেন, তাঁহারাও দিতে পারেন *।

স্বর্গীয় বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, স্বামীজীর ভক্ত ছিলেন। ভূদেব বাবুর সম্বন্ধে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। পরিশিষ্টে ৪নং পত্র পাঠ করুন।

১৮৯৪ সালে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৯১ জন মুন্সেফ সব্‌জজ্ ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বামীজীর শিষ্য হইয়াছিলেন। তৎপরে আরও কত শত ডেপুটি প্রভৃতি যে তাঁহার শিষ্য হন, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য।

দ্বারবঙ্গের মহারাজ জীবনের কোন সময়ে প্রকৃত সুখী হইয়াছিলেন।

দ্বারবঙ্গাধিপ স্বর্গীয় মহারাজ লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর কে, সি, এস্, আই, স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন। মহারাজের সকল প্রকার মহৎকার্য্যেরই স্বামীজী প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন। গত ১৮৯৭-৯৮ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে মহারাজ স্বকীয় প্রজাগণের দুঃখবিমোচনার্থ এককালে আট লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন; এত অধিক টাকা অপর কেহই দান করিতে পারে নাই, কিন্তু এই দানের সর্ব্বপ্রথম পরামর্শদাতা পরদুঃখকাতর মহাত্মা স্বামীজী ছিলেন। একবার জনৈক বন্ধু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি জীবনের কোন্ সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হইয়াছিলেন। তদুত্তরে মহারাজ বাহাদুর বলেন "দেখ, আমি বাঙ্গালা দেশের

* উপক্রমণিকাতে কাশ্মীররাজপ্রেরিত টেলিগ্রাম্ দেখুন।

একজন প্রধান রাজা ; ধনে মানে সর্ব্বরকমে আমাকে অনেকে বড় বলিয়া থাকে। আমার দাস, দাসী, গাড়ী, জুড়ী, হীরা, মণি, কিছুরই অভাব নাই। প্রতিদিন শত শত ব্যক্তি কেবল মাত্র আমি কিসে সুখী থাকিব তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকে। আমি ভারতের গবর্ণর জেনারলের রাজদরবারে, ছোট লাট বাহাদুরের সভাগৃহে, বিলাসীর বিলাস কক্ষে, দীনদরিদ্রের পর্ণকুটীরে, সন্ন্যাসীর পবিত্র আশ্রমে, ভারতের সকল স্থানেই গমন করিয়া থাকি, কোন স্থানে কোন কালেই আমার আদর অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় না ; কিন্তু যে দিন আমি কাশীধামে পরম-হংসশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীজীর প্রথম দর্শন পাই, সেই দিন আমি যে কি আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। যখন স্বামীজী আমাকে বলি-লেন 'দেখ লোকে আমাকে ত্যাগী বলে কিন্তু আমি ভাবি, আমি কি প্রকৃতই ত্যাগী ? তাহাই যদি হইবে, তবে তোমাকে আসিতে দেখিয়া, আমার মন আজ বিচলিত হইল কেন ?' সেই সময়ে স্বামীজীকে ঐরূপ কথা বলিতে শুনিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলাম, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। আমি প্রায়ই ভাবিয়া থাকি, ইহজীবনে বোধ হয়, আর কখন ঐ প্রকার আনন্দোপভোগ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না।"

এই সংবাদ মহারাজ বাহাদুরের স্বর্গপ্রাপ্তির পর ১৩০৫ সালের মাঘ মাসের "বঙ্গবাসীতে" প্রকাশিত হইয়াছিল।

গায়কগণ সঙ্গীত-শাস্ত্রে সম্পূর্ণ ব্যুৎপন্ন হইয়াও, সর্ব্বপ্রথমে স্বামীজীকে আসিয়া গান শুনাইয়া তবে অন্যত্র অর্থোপার্জ্জনার্থ গমন করিতেন। কথকগণ কথকতা করিতে শিক্ষা করিয়া সর্ব্ব-

প্রথমে স্বামীজীর নিকটে স্বস্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া, তৎ-পরে স্বামীজীর আশীর্ব্বাদগ্রহণান্তে নিজ নিজ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতেন। এমন কি রাস্তার কোন কোন "মিঠাইওয়ালা" প্রত্যহ প্রথমে স্বামীজীকে দর্শন করিয়া তবে অন্যত্র মিঠাই বিক্রয়ার্থ বহির্গত হইত। সকলেই এইরূপে স্বামীজীর আশীর্ব্বাদে অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্ব স্ব ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিতে পারিত।

একদিন প্রাতঃকালে স্বামীজী বসিয়া আছেন, এমন সময়ে জনৈক হিন্দুস্থানী শিষ্য স্বামীজীকে গান শুনাইবার জন্য আগমন করিলেন। যুবকটি হিন্দীতে একটি গান গাহিলেন। তাহার ভাবার্থ যথা—

তুমি কালী, তুমি বিশ্বনাথ,
তুমি অনাদি পরমব্রহ্ম ॥

গানটির এক ছত্র বা দুই ছত্র গীত হইতে না হইতেই যুবকটি সমাধিস্থ হইলেন। দেহ স্পন্দনহীন, নিমেষশূন্য, বাহ্যজ্ঞান একে-বারে নাই, শ্বাস বহিতেছে কি না বহিতেছে—যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়া আছেন। যেন এ রাজ্যের পর অন্য কোন রাজ্য আছে—যথায় শান্তিদেবী চির বিরাজমানা, আর গায়ক তথায় গিয়া শান্তিদেবীর ক্রোড়ে সুখনিদ্রায় নিমগ্ন হইয়াছেন। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাঁহার সমাধি-ভঙ্গ হইল। তৎপরে স্বামীজী বলি-লেন ;—"বৎস, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণের জন্য আর তোমাকে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইবে না ; নিশ্চিন্তমনে গৃহে বসিয়া ভগবদারাধনায় মগ্ন হও, ভক্তের "যোগক্ষেমের" * ভার ভগবান্ চিরকালই বহন করিয়া আসিতেছেন।

---

* গীতা দেখুন। যোগ—অলব্ধ বস্তুর লাভ, ক্ষেম লব্ধবস্তুর রক্ষা।

কলির জীব কালমাহাত্ম্য হেতু সহজেই ধর্ম্মহীন ও দুর্ব্বলচিত্ত, তাহার উপর বিজাতীয় শিক্ষায় ও বিজাতীয় আদর্শে অধিকাংশ লোকই প্রনষ্টবুদ্ধি হইয়াছে। ঘোর মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া এবং অহম্মতি প্রণোদিত হইয়া এই সকল শিক্ষাভিমানী লোক আসুর-ভাবাপন্ন হইয়াছে এবং তমোগুণের প্রভাবে সংকে অসৎ বলিয়া মনে করিতেছে। এই সম্প্রদায়ের অনেক লোকও স্বামীজীর চরণ দর্শন পাইয়া, সনাতন হিন্দুধর্ম্ম যে সত্য বুঝিতে পারিয়া এক্ষণে কায়মনোবাক্যে তদনুসরণ করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এক সময়ে কলিকাতার কোন লক্ষপতির স্ত্রীবিয়োগ হয়। কাল পর্য্যন্ত যে, সমুদায় ভোগ তাঁহার নিকট সর্ব্বসুখের আধার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল, অদ্য সেই সমুদায়ই একটি মাত্র লোকের অভাবে বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, তিনি মনের আবেগে গৃহত্যাগ করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু একে লক্ষপতি, তাহাতে আবার উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত "আদর্শ পুরুষ", সুতরাং তাঁহার সেই উত্তরবাহিনী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভাগীরথীশোভিতা সহস্র সহস্র শিব-মন্দিরসুসজ্জিতা, শত শত শঙ্খঘণ্টানিনাদমুখরিতা, নানাজাতীয় নরনারীসমাকীর্ণা আনন্দময়ী নগরী ভাল লাগিল না,—তিনি তাঁহারই যোগ্য পুরীতে গমন করিয়া বাস্ করিতে লাগিলেন। কাশীর অনতিদূরে শিকরোল নামক স্থানে তিনি আবাস বাটী নির্ণয় করিয়া লইলেন। তাঁহার আহারাদি ইংরাজী হোটেলে চলিতে লাগিল। কিন্তু তাঁহারই শিক্ষাগুরু শত শত ইংরাজ-নরনারী একজন নগ্ন সন্ন্যাসীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় প্রত্যহ আনন্দ-বাগের দিকে গমন করিতেছে দেখিয়া, তাঁহার কৌতূহল উদ্দীপিত হইল, তিনিও একদিন অতি প্রত্যূষে আনন্দবাগে আসিয়া উপ-

স্থিত হইলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে স্বামীজী তাঁহাকে চলিয়া যাইতে বলিলেন কিন্তু ইংরাজীপরিচ্ছদধারী বাবুটি তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অবনত মস্তকে উপবিষ্ট রহিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ সমস্ত দিন অতীত হইলে, সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন। সমস্ত দিন অনাহারে ও পিপাসায় কাতর বাবুটিকে তদনন্তর স্বামীজী বলিলেন, "বৃথা কেন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইতেছ?" বাবুটি বলিলেন, "কিন্তু কই প্রাণ ত বাহির হয় না! স্বামীজি! সংসারে কিছুমাত্র সুখ নাই। তাই স্থির করিয়াছি এইরূপে অনাহারেই এই স্থানে প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। তবে আপনার যদি কৃপা পাই—" এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতেই স্বামীজী বলিয়া উঠিলেন, "অদ্যাপি তোমার স্ত্রীবিয়োগ হওয়ায়, অশৌচান্ত হয় নাই, কিন্তু প্রত্যহ রাত্রে তুমি বিদেশীয়া রমণী আনাইয়া থাক।"

এই কথা শুনিয়া বাবুটি যারপরনাই আশ্চর্য্য হইলেন, এবং ভাবিতে লাগিলেন—"যে কথা আমি ভিন্ন এই কাশীতে দ্বিতীয় ব্যক্তি অবগত নহে, সেই স্ত্রীবিয়োগের কথা ইনি কিরূপে জানিলেন? আর এক কথা, কাশীতে আসা পর্য্যন্ত আমি ইংরাজী হোটেলেই অবস্থান করিতেছি, কোন দেশীয় ব্যক্তির সহিত একদিনের জন্যও, আমি ইচ্ছা করিয়াই আলাপ পরিচয় করি না, ইনি ঐ সকল কথা জানিলেন কিরূপে?" পরিশেষে বাবুটি স্থির করিলেন যে স্বামীজী নিশ্চয়ই একজন মহাপুরুষ হইবেন; এবং তন্মুহূর্ত্তে তিনি স্বামীজীর পদতলে পতিত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, বিধিমত প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া করুণাময় স্বামীজী ইহাকে দীক্ষা প্রদান করেন। ইহার বিষয়ের বাৎসরিক আয় তিন লক্ষ টাকার অধিক হইবে, কিন্তু এক্ষণে এই

প্রভূত অর্থের অধিকাংশই নানা প্রকার সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে *।

এইরূপে কত নাস্তিক ব্যক্তি তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া, পাপ পথ পরিত্যাগ করতঃ সৎপথ আশ্রয় করিয়াছেন, কত পাষণ্ড পতিত বিদ্রূপ করিতে আসিয়া ভক্ত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কত পাপীর হৃদয়ে প্রেম ভক্তির স্নিগ্ধ উৎস উদ্ভূত হইয়াছে তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। তিনি কাশীতে আসিয়া ষড়বিংশতি বৎসর মাত্র অবস্থিতি করিয়াছিলেন কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমাদিগের ন্যায় যে কত মহাপাপী, কত "জগাই মাধাই" তাঁহারই অপার কৃপাবলে অকুল ভবসমুদ্রে কুল পাইয়াছে তাহার সংখ্যা কে করিতে পারে? কাশীর যে সমুদায় পাণ্ডাদিগের ভয়াবহ অত্যাচারে যাত্রীদিগের দুঃখের অবধি থাকিত না, তিনি বাছিয়া বাছিয়া সেই সকল আসুরভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকেই মন্ত্র প্রদান করিতেন; এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে দেখা যাইত, ঐ সমুদায় নরপিশাচগণ দেবদুর্ল্লভ-স্বভাবশালী হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামীজী বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ব্রাহ্ম প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়কেই সম দৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন, কারণ তিনি সাম্প্রদায়িক মতের সঙ্কীর্ণ সীমা বহুদিন পূর্ব্বে অতিক্রম করিয়া সকল ধর্ম্মের সার, সকল সম্প্রদায়ের মূলাধার সেই অজর—অমর—অনন্তে আত্ম-যোজনার দ্বারা সর্ব্বত্র সমতাবলম্বন করিয়াছিলেন। স্বামীজীর বিশেষ একটি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তিনি লোক দেখি-লেই, লোকটি বৈষ্ণব কি শাক্ত বা শৈব বা অপর কোন সম্প্রদায়-

* এই ঘটনার কথা কলিকাতা বহুবাজার নিবাসী স্বামীজীর জনৈক শিষ্যের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। ইনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন।

ভুক্ত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং যিনি ধর্ম্মাধর্ম্মের সকল ভার স্বামীজীর উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন, তাঁহাকে তাঁহার যে কুলদেবতা, সেই দেবতার মন্ত্রপ্রদান করিতেন, কেবল মাত্র কয়েকটি বিশেষ উচ্চাধিকারী ভক্তকে "তত্ত্বমসি" মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। কোন কোন স্থলে মন্ত্র প্রদানের পূর্ব্বে ভাবী শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিতেন, কোন্ দেবতার মন্ত্র তিনি গ্রহণ করিবেন। স্বামীজী কোন কোন বিশেষ প্রিয় শিষ্যকে সাত আট বৎসর যাবৎ নানা প্রকার কঠোর সাধনায় নিযুক্ত রাখিয়া, পরিশেষে তাঁহাদিগের সকল ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগকে সকল প্রকার ক্রিয়া হইতে নিস্কৃতি দিয়া গিয়াছেন।

সাধারণ গুরুর ন্যায় কোন শিষ্যকেই তিনি কোন প্রকার ক্রিয়াপদ্ধতির বড় একটা শিক্ষা দিতেন না; যাঁহার যাহা জানিবার আবশ্যক হইত তিনি স্বপ্নে দর্শন দিয়া বা অন্য অলৌকিক উপায়ে তাহা অবগত করাইতেন। এইরূপে শিষ্যদিগের তাঁহার উপর ভক্তি ও বিশ্বাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত এবং ধর্ম্মসাধনে তাঁহারা সমধিক উৎসাহিত হইতেন। তিনি দুই একটি উচ্চাধিকারী শিষ্যকে যোগের নানা প্রকার প্রক্রিয়াদির শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। দ্বারবঙ্গের স্বর্গীয় রাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুর মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর নিকট যোগশিক্ষা করিতেন।

স্বর্গীয় মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ২৪ পরগণা তেঘরিয়া নিবাসী জনৈক শিষ্য, একদিন স্বামীজীকে দর্শন করিতে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "স্বামীজি! ভক্তি কিসে হয়?" স্বামীজী ইহার কোন প্রকার উত্তর প্রদান না করিয়া, একবারে তাঁহাকে

আনন্দবাগ্ ত্যাগ করিতে বলেন। শিষ্যটি ইহাতে বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসেন। কিন্তু স্বপ্নে আবার তাঁহাকে দর্শন দিয়া স্বামীজী তাঁহার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের অতি সুন্দর উত্তর প্রদান করিয়া, তাঁহাকে কৃতার্থ করেন। এইরূপে তাঁহার ভক্ত শিষ্য মাত্রেই যখন যাঁহার আবশ্যক হইত, স্বপ্নে তাঁহার দর্শন পাইতেন; এবং অদ্যাপিও পাইয়া থাকেন, কারণ গুরুর মৃত্যু নাই—তিনি মৃত্যুঞ্জয়—অজর—অমর। তাঁহার কোন শিষ্য লিখিয়াছেনঃ—"তাঁহার যেবার দেহত্যাগ হয়, তাহার কিছুদিন পরে আমি কাশী গিয়াছিলাম। স্বামীজী দেহত্যাগের ছয় মাস বা এক বৎসর পূর্ব্বে একটি ঘটনার কথা বলিয়াছিলেন যাহা আমার ভবিষ্যতে ঘটিবে। দেহত্যাগের পর যখন কাশী গিয়াছিলাম, তাহা সেই সময় ঘটিল। তিনি আমাকে তাহা দিলেন। এখনও তাহা মনে করিতে আনন্দ হইতেছে"।

কোন শিষ্য বা শিষ্যের আত্মীয় ভীষণ বিপদে পতিত হইবেন তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া, সেই বিপদ হইতে রক্ষার উপায় বিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে বলিয়া দিতেন।

কলিকাতা—চৈতন সেনের গলি নিবাসী স্বামীজীর জনৈক শিষ্য একবার কাশীধামে গমন করিয়া, তাঁহার দর্শনান্তে, বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, স্বামীজী তাঁহাকে প্রসাদ স্বরূপ একটি অম্র ফল প্রদান করেন এবং বলিয়া দেন "এই ফলটি তোমার তৃতীয় পুত্রকে খাইতে দিও।" স্বামীজীর পরম ভক্ত কৃষ্ণধন বাবু গৃহে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, তাঁহার তৃতীয় পুত্রটি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত। তিনি পুত্রের চিকিৎসা বন্ধ করাইয়া, তাহাকে অন্য কোন ঔষধ খাইতে না দিয়া, সেই অম্রটি খাইতে দেন। বলা বাহুল্য কৃষ্ণধন বাবুর তৃতীয় পুত্র অল্পদিনের মধ্যেই রোগমুক্ত হইয়াছিল।

তিনি শাক্তকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেন বটে, কিন্তু পঞ্চম-কার সাধনের বড়ই বিরোধী ছিলেন। একবার আনন্দবাগের জনৈক ভৃত্য কোন মাদকদ্রব্য সেবন করিয়াছে জানিতে পারিয়া, তাহার প্রাপ্য বেতন সমুদায় প্রদান করাইয়া, তাহাকে আনন্দ-বাগ হইতে তদ্দণ্ডেই বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কাশীধামের তান্ত্রিক ৺পূর্ণানন্দ স্বামীর কোন কোন শিষ্য, আজ কাল বলিয়া থাকেন যে স্বামীজী ইঁহারই শিষ্য ছিলেন; কিন্তু বলা বাহুল্য এই কথা সত্য নহে। স্বামীজীর শিষ্য মাত্রেই জানেন যে যত দিন তিনি ও পূর্ণানন্দ স্বামী কাশীধামে জীবিত ছিলেন, পরস্পরের মধ্যে এক-দিনের জন্যও দেখা বা আলাপাদি হয় নাই। স্বামীজী হরিদ্বারে যে অনন্তরাম নামে সাধুর নিকট গীতাভাষ্যাদি পাঠ করিয়া-ছিলেন, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া মানিতেন এবং তাঁহার কৃত উপনিষদাদি গ্রন্থে বার বার এই কথা স্বীকার করিয়া গিয়া-ছেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে দাক্ষিণাত্যের মহাযোগী পূর্ণানন্দ স্বামীর নিকট তিনি যোগশিক্ষা করিয়াছিলেন ও পরিশেষে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা তাঁহার কণামাত্র কৃপা লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারা আপনাদিকে কৃতার্থ বোধ করিতেন। তাঁহার উপদেশ কেবলমাত্র নিষ্ফল বাক্যে পরিসমাপ্ত হইত না, ভক্তমাত্রেই তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিয়া তাঁহারই অপার অনুগ্রহে কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ ফল লাভ* করিতেন। এইরূপে প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে প্রাপ্ত হইয়া আমরা নরাধম—সময়ে সময়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইতাম, কি

* Those who sought his spiritual counsels had their exceeding great reward—*The Indian Mirror July 1899.*

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাবু মুকুন্দ দেব মুখোপাধ্যায়,

বোম্বাই প্রদেশের সিবিল সার্জ্জন

ডাঃ বামন দাস বসু প্রমুখ বাঙ্গালী ভক্তগণ ও স্বামীজী।

দেখিতেছি, কি করিতেছি, কোন্ আনন্দময় দিব্যধামে বিদ্যমান রহিয়াছি, কিছুরই জ্ঞান থাকিত না; আমাদিগেরই যখন এই প্রকার অবস্থা সমুপস্থিত হইত, তখন প্রকৃত প্রেমিকগণের হৃদয়ে যে আনন্দের উত্তালতরঙ্গলহরী সমুপস্থিত হইত, তাহার বর্ণনা করাও দূরের কথা, কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস প্রদানে প্রয়াসী হইলেও, ভাব ও ভাষা নিরস্ত হইয়া পড়ে।

কল্পনা ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীয়মান হইয়াও যাহার সীমান্ত-রেখা নির্ণয় করিতে পারিত না, একবার যে সমুদায় ভাগ্যবান্ ব্যক্তি সেই অনুপম, অপূর্ব্ব আনন্দের বিন্দুমাত্র সুধাস্বাদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা যত দিন জীবিত থাকিবেন, ততদিন সেই আনন্দস্রোতের মূলাধার, তাঁহাকে কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। অধিকন্তু চর্চ্চা রাখিলে এই আনন্দ ক্রমশঃ মনের ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া, বিশ্বের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইতে পারিবে। স্বামীজী গুরু ও ঈশ্বর যে এক ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত পটলডাঙ্গা নিবাসী জনৈক শিষ্যকে কালীমূর্ত্তি হইয়া দেখা দিয়া-ছিলেন। সাধনের কথা প্রকাশ করিতে নাই, করিলে শিষ্যটির ক্ষতি হইতে পারে, এজন্য শিষ্যটির নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

কানপুর নিবাসী পণ্ডিত রামচরণ ত্রিবেদী নামক জনৈক উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, স্বামীজীর পূর্ণ কৃপা দৃষ্টিতে পতিত হইয়া-ছিলেন। রামচরণ স্বয়ং লক্ষপতি হইলেও, কায়মনোবাক্যে অহোরাত্র স্বামীজীর সেবা করিয়া, আপনাকে ধন্য জ্ঞান করি-তেন। অহর্নিশ স্বামীজীর সেবায় রত থাকায়, তাঁহার বৈষয়িক কার্য্যপরিচালনে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল; তজ্জন্য

যজ্ঞেশ্বর নামক অপর একটি সেবক স্বামীজীর সেবার্থ আমেটী-রাজকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল।

কোন বিখ্যাত রাজবংশে বহুদিন হইতে পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ না করায়, পোষ্যপুত্রগণ রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী—রাজের উপর প্রীত হইয়া বলিয়া দেন যে তাঁহার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে; কিন্তু তাহার নাম জঙ্গ বাহাদুর রাখিতে হইবে এবং চূড়াকরণ কার্য্য আনন্দবাগ্ উদ্যানেই সম্পন্ন করিতে হইবে। বলা বাহুল্য যথাসময়ে স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় এবং—রাজও উক্ত পুত্রের চূড়াকরণ ও নামকরণ ক্রিয়াদি স্বামীজীর আদেশমত আনন্দবাগে আসিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন *। ১৮৯৯ সালের ১৯সে ফেব্রুয়ারী তারিখে নেপালের প্রধান সেনাপতি ও তাঁহার পুত্রগণ স্বামীজীর দর্শনার্থ আনন্দবাগে শুভাগমন করিয়াছিলেন। নেপালের রাণা মিনা বাহাদুর স্বামীজীর উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। ইনি কলিকাতাতে নেপাল রাজের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত ছিলেন ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে কর্ণেল (Colonel) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর অপার কৃপা বলে, সংসারের অনিত্যতা ইহার সম্পূর্ণ উপলব্ধি হওয়ায়, ইনি ধন, মান, স্ত্রী, পুত্রাদি পরিত্যাগ করতঃ হিমালয় পর্ব্বত মধ্যে শালিগ্রাম নদীতটে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় নিরত থাকিতেন। ইনি বলিতেন যে

---

* এই ঘটনা কাশীধামের বিখ্যাত "ভারতজীবন" পত্রিকা হইতে আমরা গ্রহণ করিলাম। কোন কারণ বশতঃ উক্ত স্বাধীন রাজ্যের নাম প্রকাশিত হইল না।

স্বামীজী সূক্ষ্মদেহে সুদূর হিমাচলে গমন করিয়া মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দেখা দিতেন *।

স্বামীজীর অপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ শত শত দণ্ডী পরমহংস প্রভৃতি প্রত্যহ তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন। (দণ্ডিগণ কর্তৃক বেষ্টিত স্বামীজীর ছবি দেখুন)।

ছাপরার এসিস্ট্যাণ্ট শেসন জজ বাবু তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের মুখে আমরা নিম্নোল্লিখিত বিস্ময়জনক গল্পটি শ্রবণ করিয়াছি :—

পাল মহাশয় নামক জনৈক ব্রহ্মচারী বহুদিন যাবৎ কাশীধামে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি ও আমি, বাল্যকালে এক বিদ্যালয়ে এক শ্রেণীতেই অধ্যয়ন করিতাম। কালসহকারে তিনি ব্রহ্মচারী হইলেন, আর আমি মুন্সেফ্ হইলাম। মধ্যে একবার কাশীধামে পাল মহাশয়ের সহিত আমার দেখা হয়। নানা কথাবার্ত্তার পর পাল মহাশয় আমাকে বলেন :—

"একদিন শীতকালে অতি প্রত্যূষে আমরা তিনজন ব্রহ্মচারী একত্রে স্বামী ভাস্করানন্দের দর্শনার্থ আনন্দবাগে সমুপস্থিত হই। স্বামীজীর সহিত আমাদিগের বিশেষ জানাশুনা ছিল, সুতরাং অতি সহজেই আমরা তাঁহার দর্শন পাইলাম। কিন্তু আমরা সকলেই সন্ন্যাসী, আহারের দিকে আমাদিগের বড় একটা দৃষ্টি ছিল না।

---

* এই মহাভক্তকে দেখিয়া বিলাতের পণ্ডিত ও গোঁড়া খ্রীষ্টান ডাক্তার ফেয়ারবার্ণ (Dr. Fairburn) বিলাতের "Nineteenth Century" নামক বিখ্যাত ইংরাজী সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলেন :—

"In his presence I felt the power of a goodness which nothing I had seen even in Christendom surpassed".

সেই দিন স্বামীজী আমাদিগকে একখানি পুস্তক পড়াইতে লাগিলেন, আমরাও এক মনে তাহা শুনিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে বেলা অধিক হইয়া উঠিল। সর্ব্বদর্শী স্বামীজী তখন আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কিছু খাবে কি"? আমরা উত্তর করিলাম যে তিনি আমাদিগের তিন জনের উপযুক্ত আহার কোথায় প্রাপ্ত হইবেন। স্বামীজী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "আচ্ছা, তোমরা আহারার্থ উপবেশন কর, এখনই তোমাদিগের আহার উপস্থিত হইবে; তোমরা কোন্ কোন্ দ্রব্য খাইতে চাও আমাকে বল"। ইহা শুনিয়া আমাদিগের মধ্যে একজন উত্তর করিলেন,—"আমরা রাবড়ী, বরফি ক্ষীর, দধি, ছানা, সন্দেশ, আম্র ও কমলালেবু ভোজন করিব"। এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে আমরা সকলে দেখিতে পাইলাম, দুইটি দিব্যাকৃতি সুন্দর বালক আমাদিগের দিকেই আগমন করিতেছে। বালক দুইটি আগমন পূর্ব্বক তাহাদিগের মস্তকস্থিত ঝুড়ি দুইটি স্বামীজীর পদতলে স্থাপন পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হইয়া গেল, আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ইহার অপেক্ষাও অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমরা যে যে খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বালক দুইটি কেবল মাত্র সেই কয়েকটি দ্রব্যই আনয়ন করিয়াছিল *।

* এই ঘটনা সত্য কি না অবধারণার্থ আমরা বাবু তেজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি. এল, মহোদয়কে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি আমাদিগকে "পরিশিষ্টে" প্রকাশিত ৫নং পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। পাঠক পরিশিষ্ট দেখুন।

গত ১৮৯৯ সালের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে বর্ত্তমান কাশ্মীরাধিপতি মেজর জেনারেল মহারাজ স্যার প্রতাপ সিংহ জি, সি, এস, আই, বাহাদুর, ইঁহার উপযুক্ত মধ্যম ভ্রাতা, কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান সেনাপতি (Lieutenant Colonel) রাজা রাম সিংহ [ফটো দেখুন] কে, সি, বি, ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশ্মীর কৌন্সিলের সহকারী সভাপতি রাজা অমর সিংহ কে, সি, এস, আই, মহোদয়গণ, স্বামীজীর দর্শনার্থ আনন্দবাগে শুভাগমন করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়াছি স্বামীজীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ ইঁহারা পদব্রজে আনন্দবাগে আগমন করিয়াছিলেন *। কাশ্মীর-রাজকে পদব্রজে আসিতে এক ক্রোশের অধিক পথ অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি কখন কখন, দুই তিন শত ক্রোশ পথ পদব্রজে, অতিক্রম করিয়া, কেবলমাত্র তাঁহাকেই দেখিতে কাশীধামে আগমন করিতেন †।

---

* জিস্ সময় শ্রীমান (কাশ্মীরাধিপতি) কাশীজী মে স্বামীজীকে দর্শনো কো আয়ে থে উস্ সময় জিনলোগোঁ নে দেখা হৈ, ওয়ো কহ সকতে হৈ কি শ্রীমান্ কে রোম রোম সে স্বামীজী কা ভক্তি কা উমঙ্গ টপকা পড়তা থা। ভারতজীবন ; (কাশী)—১৭ই জুলাই, ১৮৯৯ সাল।

† Suddenly a man came up who had travelled hundreds of miles for this very object—Mark Twain, in *The Englishman*, Calcutta, 1896.

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

দৈবশক্তি। *

তপঃপ্রভাবে স্বামীজী অশেষ প্রকার অলৌকিক দৈবশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আবশ্যক না থাকিলে সেই সকল ঐশিক ক্ষমতা তিনি প্রকাশ করিতেন না। কদাচিৎ কোন ভক্তের বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য, কখনই কখন কোন ক্ষমতার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহাও সকলের সমক্ষে নহে। যিনি বিশেষ কারণ না থাকিলেও দৈবশক্তিশালী বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করেন, তিনি নিশ্চয়ই শঠ।

৺স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র ও জগদ্‌ভ্রান্তি।

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি স্বর্গগত স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র, স্বামীজীর একজন ভক্ত ছিলেন। ইনি মধ্যে মধ্যে কাশীধামে আগমন করিয়া স্বামীজীর নিকট ধর্ম্মোপ-দেশ শ্রবণ করিতেন। একদিন স্বামীজী, নেপালের রাণা মিনা বাহাদুর ও অনেক বাঙ্গালী শিষ্য উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে রমেশবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কল্য বলিয়াছিলেন, জগৎ

---

* Miracles, particularly of healing, were attributed to him, and temples were, even during his life-time, built in his honour, and his effigy worshipped in them.—*The Mystics, Ascetics, and Saints of India*, p. 212.

কিছুই নহে, বন্ধ্যাপুত্র বা খপুষ্পের ন্যায় দৃশ্য বস্তু মাত্রই অলীক ; তাহাই যদি প্রকৃত কথা, তবে আপনাকে স্পর্শ করিলে, কোন একটি দ্রব্য স্পর্শ করিতেছি এরূপ অনুভূতি হয় কেন ?" ইহা বলিয়া রমেশবাবু স্বামীজীর চরণদ্বয় স্পর্শ করিলেন। কিন্তু পদদ্বয় হইতে হস্তোত্তোলন করিতে না করিতে রমেশবাবু দেখিতে পাইলেন, স্বামীজী অন্তর্হিত হইয়াছেন *, সেখানে কেবল তিনি, রাণা মীনা বাহাদুর ও বাঙ্গালী শিষ্যটি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! মুহূর্ত্ত পরে স্বামীজী পুনরায় আবির্ভূত হইয়া বলিতে লাগিলেন "দেখ, রমেশ, আমার এই দেহ (দৃশ্য পদার্থ) শূন্যমার্গে জাত বৃক্ষের ন্যায় যদি অলীক না হইবে, তবে এই আমি আছি, এই নাই কেন ?" ইহা বলিতে বলিতে স্বামীজী দ্বিতীয়বার অদৃশ্য হইলেন। রমেশবাবু স্বামীজীর এবম্প্রকার অলৌকিক শক্তি দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইলেন, এবং পরক্ষণেই আবির্ভূত স্বামীজীর দর্শন পাইয়া বলিতে লাগিলেন, "কিন্তু আমার সংশয় তথাপি তিরোহিত হইতেছে না ; আমার মনে হইতেছে আপনি যোগবলে এবম্প্রকার অদ্ভুত শক্তি লাভ করিয়াছেন ; আচ্ছা ! ঐ যে দাড়িম্ব বৃক্ষের লাল ফুল দুইটি দেখা যাইতেছে, উহাদিগকে আপনি যদি মুহূর্ত্তমধ্যে গোলাপ পুষ্পে পরিণত করিতে পারেন, তাহা হইলে এই জগৎ যে, মরুভূমিদৃষ্ট মরীচিকাবৎ প্রকৃতই অলীক সে বিষয়ে আমার মনে আর বিন্দু-মাত্র সন্দেহ থাকিবে না। রমেশবাবুর কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে দাড়িম্ব পুষ্প দুইটি গোলাপ ফুল হইয়া গেল। তদনন্তর

---

* এই ঘটনার কথা আমরা মীনা বাহাদুরের মুখে শ্রবণ করিয়াছি। ইনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন।

স্বামীজী বলিতে লাগিলেন,—"এই জগৎ স্বপ্নদর্শনের ন্যায় সম্পূর্ণ অলীক *। স্থূলদৃষ্টিতে দেখা যাইলেও দৃশ্য বা সিদ্ধ বা জাত নহে। একমাত্র ব্রহ্ম হইতেই ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। মহাপ্রলয়ে যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও † ধ্বংস হইয়া থাকে, তখন ইহাকে সত্য বলা কোনরূপেই যুক্তিযুক্ত নহে। ব্রহ্মরূপ মহাসাগরে জগৎরূপ এক মহাতরঙ্গ সমুত্থিত হইয়াছে মাত্র; এই জগৎকে জানিলে তাঁহাকে জানা হয়, কিন্তু তাঁহাকে জানিলে, জগৎ আর থাকে না। তখন সাধক তন্ময় হইয়া থাকেন"

আমরা ১৩০৬ সালের ৭ই শ্রাবণ তারিখের "বঙ্গবাসী" সংবাদ-পত্র হইতে নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি ঘটনা উদ্ধৃত করিলাম :—

(১) "একদিন কাশীধামে ব্রহ্মনাল মহল্লা নিবাসী স্বামীজীর পরমভক্ত শীতলপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তির একটি পুত্র ৪৫ গজ উচ্চ ত্রিতল ছাদ হইতে নিম্নে প্রস্তরময় সমতল ভূমির উপর সহসা পতিত হইয়া মৃতবৎ হইয়াছিল। সকলেই তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিল ‡। শীতলপ্রসাদ অনন্যোপায় হইয়া স্বামী-জীর নিকট আগমন করিয়া সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন এবং পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন। দয়াসিন্ধু স্বামীজী তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া কিঞ্চিৎ পাদোদক দিয়া বিদায় দিলেন। শীতল-

---

* মাণ্ডুক্যকারিকা দেখুন।

† "হে নারদ! আমা (ব্রহ্মা) হইতে মহান্ যে আর এক ঈশ্বর আছেন, ইহা তুমি জানিতে না। সেই বাক্য মনের অগোচর, পরমাত্মাই, আমার, তোমার ও সমস্ত বিশ্বের ঈশ্বর। অতএব তাঁহাকে নমস্কার করি—শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধ—নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি।

‡ Everyone gave up the young man for lost; for who has seen dead man to revive—A. B. Patrika, April 16, 1901.

প্রসাদ ঐ পাদোদক সহ গৃহে আসিয়া পুত্রমুখে কিঞ্চিৎ পাদোদক সিঞ্চন করিলেন। তাহার পর হইতে শীতলপ্রসাদের পুত্র ক্রমশঃ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জীবন প্রাপ্ত হইল।"

(২) এই ঘটনার কিছুকাল পরে সুথীরপুর নিবাসী একজন ব্রাহ্মণ স্বামীজীর নিকট আপন ব্যাধির আরোগ্য কামনায় উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তির শরীর অতিশয় কৃশ ছিল, যাহা খাইত, তাহাই বমি হইয়া উঠিয়া যাইত। স্বামীজী আগন্তুককে দর্শনমাত্র তাহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন,—"পাঁড়ে জি ভোজন প্রস্তুত করণ" আদেশ মত সে খিচুড়ি রাঁধিয়া স্বামীজীর কণিকা মাত্র প্রসাদ খাইয়া সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল।"

(৩) "পূর্ব্ববঙ্গের কয়েকটি বাবু একবার তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন, কয়েকজন প্রণাম করিলে পর, অন্য একটি বাবু যেমন প্রণাম করিতে যাইতেছেন, অমনি স্বামীজী তাঁহাকে প্রণাম করিতে নিষেধ করিলেন,—বলিলেন, 'তোমার অশৌচ হইয়াছে; পিতৃবিয়োগ হইয়াছে; তুমি প্রণাম করিও না। তুমি এখনই বাটী চলিয়া যাও, বাটীতে তোমার অনাথিনী মাতা যার পর নাই শোকে কাতরা।' প্রথমে তাহাদের এই কথায় বিশ্বাস হয় নাই, কিন্তু ঐ বাবুটি যেমন বাসায় ফিরিলেন, অমনি দেখিলেন, দরজার কাছে তার পিয়ন দাঁড়াইয়া। হাতে টেলিগ্রাম;—'তোমার পিতৃবিয়োগ হইয়াছে; অবিলম্বে বাটী আসিবে।' "

কাশীধামের বর্ত্তমান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ রায় জগমোহনপ্রসাদ বাহাদুর, ই, বি, এস্‌ রেলের মীরপুর ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী ঝাউদিয়া গ্রাম নিবাসী বাবু কামিনী কুমার মজুমদারকে বলিয়াছিলেন;—"স্বামীজীকে অন্তর্যামী বলিয়া জানিতাম। তাঁহার

নিকট আমি যতবার গিয়াছি, প্রত্যেক বারেই তিনি আমার মনোগত ভাব সকলের সমক্ষে ব্যক্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত কখন কখন আমি গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে, আমার জিজ্ঞাস্য প্রশ্ন মনে মনে স্থির করিয়া লইতাম এবং তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া সে কথা মনোমধ্যে একেবারে উদয় হইতে দিতাম না; কিন্তু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উপবেশন করিতে না করিতে তিনি অযাচিত হইয়াও আমার কথ্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতঃ আমাকে বিস্মিত করিতেন।"

গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরের স্বধর্ম্মনিরত প্রবীণ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু সত্যজীবন লাহিড়ী মহোদয় আমাদিগকে এই পত্রখানি লিখিয়াছেন :—

গোয়াড়ি,

২৮ পৌষ, ১৯৫৬ সংবৎ।

* * বাবু চণ্ডী চরণ বসুর বাড়ী ঢাকা জিলার বহরগ্রামে। তাঁহারা ঐ প্রদেশের প্রসিদ্ধবংশজাত। তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছিলেন। কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার কঠিন প্রস্রাবের পীড়া (Diabetes) হয়। সেই রোগ ক্রমে এত উৎকট হইয়া পড়ে যে, তাঁহার প্রাণ সংশয় হইয়া উঠিয়াছিল। নানা প্রকার চিকিৎসা করিয়াও কোন ফল হইল না। সেই সময় তিনি শুনিলেন যে, দিল্লীতে নবাবের এক হাকিম আছেন, তিনি প্রস্রাব রোগের চিকিৎসায় বড় দক্ষ। তাহা শুনিয়া তিনি দিল্লীতে গমন করেন এবং হাকিমের চিকিৎসাধীন হন। সেখানেও চিকিৎসায় কোন ফল হইল না এবং রোগ অসাধ্য, এই মত, হাকিম প্রকাশ করিলেন। চণ্ডীবাবু জীবনে হতাশ হইয়া পড়ি-

লেন। তাঁহার সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় হঠাৎ মনে হইল, যখন প্রাণের আর আশা নাই, তখন দীক্ষা লইয়া মরণ ভাল, নতুবা পশুযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে। এই ভাবিয়া ৺কাশীধামে গমন করিলেন। চণ্ডীবাবু কাশীতে আসিয়াই স্বামীজীর শরণাপন্ন হইলেন। দয়াবতার স্বামীজী তাঁহার প্রতি অশেষ কৃপা দেখাইয়া তাঁহাকে শিষ্য করিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন অগ্রে তাঁহার কুলগুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে, পরে তিনি মন্ত্র দিবেন। চণ্ডীবাবু বড় ভাবনায় পড়িলেন। তাঁহার বাড়ী ঢাকা জেলায়, তিনি রহিয়াছেন কাশীধামে, কেমন করিয়া এখন কুলগুরুর দেখা পান। সেই দিন ঐ চিন্তা করিতে করিতে বাসায় ফিরিলেন। কিন্তু বড় এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। চণ্ডীবাবু চিন্তিত হইয়া বাঙ্গালী টোলার রাস্তায় বেড়াইতেছেন, হঠাৎ সম্মুখে তাঁহার কুলগুরুকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাকে দেখিয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। পরে তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়া আনন্দবাগে শ্রীস্বামীজীর নিকট গমন করিলেন। স্বামীজী চণ্ডীবাবুকে দীক্ষা প্রদান করিয়া বলিলেন, "তোমার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে।" চণ্ডীবাবু প্রত্যহ স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করেন, আর তিনি প্রতিদিনই বলেন "ঘর যাও, তোমারা বিমার আচ্ছা হো গ্যায়া"। কিন্তু চণ্ডীবাবুর প্রস্রাবের যন্ত্রণা সমভাবেই আছে। তিনি ভাবিলেন—তাঁহাকে স্বামীজী আশ্বাস দিতেছেন মাত্র; তাঁহার রোগের যখন কোন উপশম হইতেছে না, তখন তাহা অসাধ্য। কিন্তু ৫।৭ দিন পরে স্বামীজী তাঁহাকে বাড়ী যাইতে আদেশ করিলেন এবং সেই সময় বলিয়া দিলেন যে, ৩৯ দিন পরে তাঁহার পীড়া আরোগ্য হইবে। চণ্ডীবাবু ভাবিলেন ইহাও স্তোকবাক্য। যাহা হউক তিনি

কলিকাতা চলিয়া আসিলেন এবং কুমারটুলীর ৺গঙ্গাপ্রসাদ কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা আরম্ভ করাইলেন। এই চিকিৎসা-তেও পূর্ব্বের ন্যায় কোন ফল হইল না। এমন সময় বাড়ী হইতে তারে সংবাদ আসিল যে ঢাকায় কোন মোকদ্দমায় তাঁহার উপস্থিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। তিনি ডাক্তার কবিরাজের মত লইলেন, কিন্তু তাঁহার শরীরের দুর্ব্বলতা দেখিয়া কেহই ঢাকায় যাইতে অনুমতি দিলেন না। চণ্ডীবাবু প্রাণের মায়া অনেক দিন ত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং চিকিৎসকের উপদেশ না মানিয়া ঢাকা যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে যাইয়া দুই এক দিন পরে, প্রাতে উঠিয়া দেখেন, প্রস্রাব করিতে আর জ্বালা যন্ত্রণা নাই এবং সে সম্বন্ধে কোন অসুখই নাই। তিনি দেখিয়া অবাক্ হইলেন। হঠাৎ আরোগ্য হইবার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ শ্রীস্বামীজীর কথা মনে পড়িল। কিন্তু সেই দিন স্বামীজীর কথার পর কতদিন হইয়াছে জানিতে ইচ্ছা হইল। চণ্ডীবাবুর ডায়েরি ছিল। তিনি ডায়েরি খুলিয়া দেখিলেন সেই দিন ঠিক ৩৯ দিন। স্বামীজীও বলিয়াছিলেন তিনি ঠিক ৩৯ দিনে রোগমুক্ত হইবেন !!!

ভবদীয়

শ্রীসত্যজীবন লাহিড়ী।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বিদেশীয় ভক্ত ও দর্শক বৃন্দ।

যাবতীয় ভক্তি গ্রন্থের আদর্শ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে :—"আমিই পরমপদ ব্রহ্ম এবং পরমপদ ব্রহ্মই আমি" এইরূপ চিন্তা করিয়া নিরাকার ব্রহ্মে আত্মযোজনা কর; দেখিতে পাইবে দেহাদি বিশ্ব আত্মা হইতে পৃথক্ নহে" *। জ্ঞান শাস্ত্র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যোগবাশিষ্ঠের উপশমপ্রকরণের চতুস্ত্রিংশৎ সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রহ্লাদ বিজন অরণ্যমধ্যে অতি তীব্র ভক্তিসাধনা দ্বারা যখন ভগবান্

---

*বঙ্গের সুসন্তান কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু, জড়ে জীবন দেখিয়া, খনিজ ধাতুপদার্থেও অনুভূতি প্রত্যক্ষ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহারই দুই একটি কথা আমরা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না:—

"It was when I came upon the mute witness of these self-made records and perceived in them one phase of a pervading unity that bears within it all things; the mote that quivers in ripples of light, the teeming life upon our earth, and the radiant suns that shine above us,—it was then that I understood for the first time a little of that message proclaimed by my ancestors on the banks of the Ganges thirty centuries ago : 'They who see but one in all the changing manifoldness of this universe, unto them belongs Eternal Truth, unto none else, unto none else !'"—*Is Matter Alive*—Dr. J. C. Bose.

বিষ্ণুর দর্শন পাইলেন, তখন বিষ্ণু বর দিতে চাহিলে, প্রহ্লাদ বলিলেন "প্রভো! তুমি সকল লোকের অন্তরে অবস্থান করিতেছ, আমি কি ভাল জানি না, তুমি যে বর ভাল বিবেচনা কর, তাহাই আমাকে প্রদান কর"। ভগবান্ বিষ্ণু তদুত্তরে বলিলেন :—" সংসারভ্রান্তিশান্তির কারণ ব্রহ্মবিচার, তোমার অন্তরে স্থান প্রাপ্ত হউক"। ইহা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর বিচার করিতে করিতে জ্ঞান প্রবুদ্ধ প্রহ্লাদ অপার জ্ঞান-সাগরের পরপারে উপনীত হইয়া আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন :—" জগৎ স্থিতির কারণ স্বরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরেরও আদি কারণ চেতনা, কিন্তু এই চেতনার কারণ কিছুই নাই। আমিই দৃশ্য, আমিই দ্রষ্টা, আমিই চেত্য, আমিই চিৎ, আমিই কল্পনারহিত স্বপ্রকাশ পরমব্রহ্ম, অতএব আমাকে নমস্কার। পরিত্যক্তসংসারসম্ভ্রম মহাত্মা আমার জয় হউক। প্রত্যক্ষ চৈতন্যস্বরূপ আমাকে নমস্কার। আমি অনন্ত নাহ, ইত্যাকার দুর্নিশ্চয় দ্বারাই দেহীর আবির্ভাব হয় *। ব্রহ্ম, বন্ধ, মোক্ষ, একত্ব ও দ্বিত্ব বর্জ্জিত। ফলতঃ সমস্তই আমি, এই প্রকার শুভভাবনার সহায়ে অশুভ ও শুভ জ্ঞান পরিহৃত হইলেই বন্ধ ও মোক্ষের অধিকার ভ্রষ্ট হইয়া যায়"। †

যোগবাশিষ্ঠোক্ত "সৎশাস্ত্র ও বৈরাগ্য-বুদ্ধি-সহায়ে", সঙ্গে সঙ্গে কঠোর তপস্যা দ্বারা স্বামীজী যে সর্ব্বত্র সমতাবলম্বন হেতু আজ পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছেন, ব্রহ্মাত্মজ্ঞান সমুদ্ভাসিত হওয়ায় তাঁহার

---

* হংসো (জীবঃ) আত্মানং প্রেরিতারঞ্চ পৃথক্ মত্বা ব্রহ্মচক্রে ভ্রাম্যতে। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১.৬॥

† যোগবাশিষ্ঠ দেখুন॥

যে বন্ধন বিগলিত ও শান্তি সমাগত হইয়াছে, তাহা যেন জানিতে পারিয়াই, পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূভাগের নর নারীগণ, তাঁহার সদয় আশীর্ব্বাণীতে আপনাদিগকে কৃতার্থ করিবে ভাবিয়া, দলে দলে আগমন করিতে লাগিল। হিন্দুধর্ম্মের মহিমাপ্রচারার্থ তাঁহাকে এক দিনের জন্যও সাগর-পারে দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিতে হয় নাই অথবা বক্তৃতা দ্বারা হিন্দুগণকে স্বধর্ম্ম-নিরত করিবার জন্য ভারতবাসীর দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করা ত দূরের কথা, তিনি এক দিনের জন্যও আনন্দ-বাগের প্রাচীরের বহির্ভাগে পর্য্যন্ত গমন করেন নাই, তথাপি এই আপ্তকাম বিশ্বপ্রেমিকের মহাপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়াই যেন, পৃথিবীর সকল স্থানের অসংখ্য নর নারী প্রত্যহ তাঁহারই দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতে লাগিল। মক্ষিকাই মধু অন্বেষণ করিয়া থাকে, মধুকে মক্ষিকার অন্বেষণে বহির্গত হইতে হয় না। বস্তুতঃ পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে এপর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই স্বামীজীর ন্যায় সমুদয় পৃথিবীর এত লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা কখন আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

স্বামীজীর প্রত্যেক বিদেশীয় দর্শকের নাম, যুক্ত প্রদেশের ছোট লাট বাহাদুরের স্বাক্ষর যুক্ত ও তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত একখানি পুস্তকে সহি করাইয়া লওয়া হইত।

সকল নামগুলি এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইলে এরূপ আর একখানি পুস্তক হইয়া পড়িবে, সুতরাং কেবল মাত্র কয়েকটি পৃথিবীবাসীর নাম পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। (পরিশিষ্টে বিদেশীয় দর্শক ও ভক্তবৃন্দ অধ্যায় দেখুন।) ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ দুই বা তিন বৎসর অন্তর স্বামীজীর হিন্দুশিষ্যবর্গের ন্যায় কেবল মাত্র তাঁহারই দর্শনার্থ সুদূর ইউরোপ বা আমেরিকা ভূমি হইতে

৺কাশীধামে আগমন করিতেন। ইঁহাদিগের মধ্যে কোন কোন সাহেব বা বিবির, স্বামীজীর উপর অসাধারণ ভক্তি ছিল। স্বামীজী সকল সাহেব বিবিকেই সাদর সম্ভাষণে পুলকিত করিতেন। সংস্কৃতজ্ঞ দার্শনিক মাত্রেই তাঁহার কৃত টীকাসমন্বিত বিখ্যাত আটখানি উপনিষৎ এবং "স্বারাজ্যসিদ্ধি" উপহার পাইতেন এবং এইরূপে তিনি সমুদায় পৃথিবীতে দশ সহস্র উপনিষদাদি গ্রন্থ বিতরণ করিয়াছেন। স্বামীজীকে আনন্দবাগে আসিয়া দর্শন করিয়া গিয়াছেন এরূপ ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীর সংখ্যা লক্ষাধিক হইবে এবং স্বামীজী ইচ্ছা করিলে অন্ততঃ চারি পাঁচ হাজার সাহেব বিবিকে মন্ত্রশিষ্য করিতে পারিতেন, কারণ, ইউরোপের অনেক বড় বড় দার্শনিক এবং আমেরিকার অনেক দর্শকই মন্ত্রপ্রদানার্থ স্বামীজীকে যার পর নাই অনুরোধ করিতেন; কিন্তু স্বামীজী কোন বিধর্ম্মীকেই মন্ত্র প্রদান করিতেন না, মুসলমানকে মুসলমান ধর্ম্মে ও খ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টধর্ম্মে অধিকতর বিশ্বাস স্থাপনার্থ বারবার উপদেশ প্রদান করিয়া মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতেন। অধিকন্তু স্বয়ং ইংরাজী-ভাষানভিজ্ঞ হইলেও খ্রীষ্টধর্ম্মত্যাগার্থ উদ্যোগী ভক্তগণকে খ্রীষ্টধর্ম্মের সার কথাগুলি এরূপ সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিতেন, যাহাতে আর কোনও সাহেব বা বিবি স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে ব্যাকুল হইতেন না। এইরূপে স্ব স্ব ধর্ম্মের গূঢ় তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত অনেক ভক্ত সাহেব বিবি, মধ্যে মধ্যে নিয়ম মত কেবল মাত্র এই উদ্দেশ্যেই ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে বারাণসীধামে আগমন করিতেন। স্বামীজীকে দেখিতে আসিয়া স্বামীজীর ভক্ত সাহেব ও বিবিগণ শূন্যমস্তকে নতজানু হইয়া স্বামীজীর দক্ষিণ হস্ত চুম্বন করিতেন।

এলাহাবাদের বেচলার কোম্পানি (Betchler & Co.) জর্ম্মান দেশ হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরের উপর স্বামীজীর অতি

সুন্দর শুভ্র মূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া লইয়া আসিতেন এবং প্রত্যেকটি দশ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতেন। কথিত আছে একদিন দৈবক্রমে এইরূপ একটি মূর্ত্তি বর্ত্তমান জর্ম্মান সম্রাট (Kaiser) দ্বিতীয় উইলিয়মের হস্তগত হয়। জর্ম্মান সম্রাট এইরূপে স্বামীজীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত শ্রীযুক্ত গ্রফ্ কণিগস্‌মার্ককে কাশীধামে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য স্বামীজী জর্ম্মান সম্রাটের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কণিগস্‌মার্ক-মুখে স্বামীজীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জর্ম্মান সম্রাট স্বামীজীকে তাঁহার পিতার ও আপনার ছবি (ফটো) প্রেরণ করিয়াছিলেন *। "জর্ম্মান ও রুষিয়ার সম্রাট প্রভৃতি স্বামীজীর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিতেন" †। পূর্ব্ব অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, বর্ত্তমান রুষিয়া-ধিপতি নিকোলাস্ কাশীধামে আসিয়া স্বামীজীকে দেখিয়া গিয়াছিলেন।

আমেরিকার চিকাগো সহরের ধর্ম্মমহামণ্ডলে (World's Parliament of Religions, Chicago) উপস্থিত হইবার জন্য স্বামীজী বার বার নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি সকল পত্রেরই উত্তরে লিখাইয়াছিলেন—"আমি যাইতে পারিব না।"

যে কয়েকটি মাত্র নাম পরিশিষ্টে উদ্ধৃত হইল, তাহা পাঠ

---

* ছবি প্রেরণ করিবার সময় কনিগস্‌মার্ক সাহেব যে পত্র খানি জর্ম্মান ভাষায় লিখিয়াছিলেন তাহার ইংরাজী অনুবাদ "পরিশিষ্টে" প্রকাশিত হইল। ৬ নং পত্র দেখুন।

† বঙ্গবাসী তাং ৭ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

করিলে, পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন, এই সসাগরা পৃথিবীর সকল স্থানের কত বড় বড় কাউণ্ট, ব্যারন, লর্ড, লেডী, মারকুইস্, ডিউক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, জেনারেল, কর্ণেল, প্রভৃতি স্বামীজীকে দেখিতে আনন্দবাগ্-উদ্যানে আগমন করিতেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, ইহাঁরা সকলে কি উদ্দেশ্যে এই নগ্ন সন্ন্যাসীর দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতেন? ভারতবর্ষীয় উলঙ্গ সন্ন্যাসী, দর্শনীয় ভাবিয়াই কি, ইহাঁরা কৌতূহলপরবশ হওতঃ, স্ব স্ব পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া, ইহাঁকে দেখিতে আসিতেন? সাহেব বিবিগণের আবাসস্থল বেনারস ছাউনীতেও (শিকরোলে) সন্ন্যাসী দণ্ডী পরমহংসের অভাব ছিল না; তবে কেন ইহাঁরা শকটারোহণে দুই ক্রোশের অধিক পথ অতিক্রম করিয়া আনন্দবাগে আসিয়া উপস্থিত হইতেন? অধিকন্তু ভারতের গবর্ণর-জেনারেল, কমাণ্ডার-ইন-চিফ্ প্রমুখ সাহেব বিবিগণ, যাঁহারা ইচ্ছা করিলেই স্ব স্ব প্রাসাদে বসিয়া শত শত দণ্ডী পরমহংসের দর্শন লাভ করিতে পারিতেন, তাঁহারাই বা কেন এই দীন হীন ভারতবাসী, এই নগ্ন সন্ন্যাসীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন *? কোন কোন দিন, সাহেব বিবি মাত্রেই স্বামীজীর দর্শন পাইতেন না, ম্যাজিষ্ট্রেট্, মেজর, কর্ণেল প্রমুখ ভারতীয় বড় বড় সাহেবগণকেও বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগত

* The Swami was a name to conjure with among the Hindu community. To see the Swami but once, was one of the most cherished desires of the highest people in the land. European scholars and divines of world-wide fame themselves beheld and wondered at this living Hindu marvel of sanctity, learning and asceticism—The Indian Mirror—July 1899.

হইতে হইত, তথাপি জানিয়া শুনিয়াও বা ইঁহারা কেন স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন ? বড়লাট বা ছোটলাট সাহেবগণ স্বামীজীকে দেখিতে আসিবার পূর্ব্বে, আপন আপন প্রাইভেট্ সেক্রেটারী পাঠাইয়া কোন্ দিবস কোন্ সময়ে স্বামীজীর দর্শন পাইবেন, স্থির করিয়া লইতেন,সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ইঁহারা স্বামীজীকে একজন অসাধারণ পুরুষ ভাবিয়াই দেখিতে আসিতেন। সাহেব বা সাহেবপত্নীগণের নিকট স্বামীজী "The Holy Man of Benares" নামে পরিচিত ছিলেন। "ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে যে সকল ধর্ম্মপ্রাণ, তত্ত্বজিজ্ঞাসু-লোক ভারতে আসিয়াছেন, ভাস্করানন্দকে না দেখিলে তাঁহারা ভারতে আগমন নিষ্ফল বলিয়া মনে করিতেন। আমেরিকার ব্যারোজ, ইংলণ্ডের ফেয়ারবারণ, জার্ম্মনীর দেওসেন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছেন" *। সুতরাং কেবল মাত্র কৌতূহল নিবারণার্থ সাহেব বা সাহেবপত্নীগণ স্বামীজীকে দেখিতে আসিতেন না। †

সন ১৩০৬সে সালের ৩১ আষাঢ় তারিখের "বঙ্গবাসী" পত্রে লিখিত হইয়াছিল :—"পৃথিবীর অনেক অনেক জ্ঞানী পণ্ডিত বা খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ কেবল মাত্র তাঁহাকেই দেখিবার জন্য ভারতে আগমন করিতেন।" কেবল একবার মাত্র স্বামীজীকে দেখিয়া

---

* সঞ্জীবনী তাং ৫ই শ্রাবণ; ১৩০৬ সাল।

† I paid many visits to the late Swami Bhaskaranand when I was in Benares and like all others, who had the pleasure of knowing him, *respected and admired him.* যুক্তপ্রদেশের প্রধান সেক্রেটারী (Chief Secretary) শ্রীযুক্ত পোর্টার সাহেব আমাদিগকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। পরিশিষ্টে ৯ নং পত্র দেখুন। পোর্টার সাহেব কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন।

ইউরোপীয় নরনারীর মনে কিরূপ ধারণা হইত, তাহা ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের "ইংলিশম্যান" পত্রে, আমেরিকাবাসী মার্কটোয়েন সাহেব কর্ত্তৃক অতি সুন্দরভাবে বিবৃত হইয়াছে।

মার্কটোয়েন সাহেব য়ুরোপ ও আমেরিকায়, সবিশেষ পরিচিত। মার্কটোয়েন সাহেব ১৮৯৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে স্বামীজীকে দেখিয়া যখন কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন, তখন কলিকাতার ইংরাজমহলে মার্কটোয়েন সাহেবের আগমন হেতু বিশেষ সমারোহ উপস্থিত হয়, এবং শত শত ইংরাজনরনারী গড়ের মাঠে এবং টাউনহলে মার্কটোয়েন সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণার্থ প্রত্যহ মিলিত হইতেন। কলিকাতার "ইংলিশম্যান" পত্রের জনৈক প্রতিনিধি ঐ সময়ে একদিন মার্কটোয়েন সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন :—"আপনি ভারতে আসিলেন, সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিলেন, এক্ষণে কোন্ বিষয় আপনি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য বিবেচনা করেন? *"

ইহার উত্তরে মার্কটোয়েন সাহেব বলিলেন, "Benares and the Saint I saw there"—অর্থাৎ কাশীধাম ও তথায় যে মহাপুরুষকে দর্শন করি। ইংলিশম্যানের প্রতিনিধি।—"কোন্ মহাপুরুষের কথা আপনি বলিতেছেন?"

মার্কটোয়েন। ভাস্করানন্দ স্বামী।

ইহা বলিয়া তিনি প্রতিনিধি মহাশয়কে স্বামীজীর একখানি ছবি দেখাইলেন। তৎপরে মার্কটোয়েন সাহেব বলিলেন ;—

---

* ইংরাজী ১৮৯৬ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ইণ্ডিয়ান্ এম্পায়ার (The Indian Empire) পত্র এবং ঐ মাসের ইংলিশম্যান দেখুন।

"A man, who is worshipped for his holiness from one end of India to the other"—অর্থাৎ তিনি এরূপ ব্যক্তি যে ভারতের, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকল স্থানের লোকগণ তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। মার্কটোয়েন সাহেব আরও বলিলেন ;—"পথে আসিতে আসিতে দেখিতে পাইলাম, স্থানে স্থানে মন্দিরের মধ্যে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সকল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং আনন্দবাগে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে দূর হইতে, আমার দিকে আগমন করিতে দেখিতে পাইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, জীবিত থাকিতেই মনুষ্যগণ যাঁহার প্রতিমূর্ত্তি মন্দিরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতেছে, ইনিই সেই ব্যক্তি। তৎপরে প্রতিনিধি মহাশয় লিখিতেছেন :—He [Mr. Mark Twain] pointed to the photograph but neither in mockery nor contempt. It may surprise his many readers but when Mark Twain is serious, he is very serious" (অর্থ,—মার্কটোয়েন সাহেব স্বামীজীর ছবিখানির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বা বিদ্রূপের ছলে নহে। ইহা শুনিয়া, সাহেবের পুস্তক যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা আশ্চর্য্য হইবেন। কিন্তু (উপায় নাই,) মার্কটোয়েন সাহেব যখন কোন বিষয় গুরুতর মনে করেন, তখন তিনি অত্যন্ত গম্ভীর হন।)

তৎপরে প্রতিনিধি বলিলেন ;—"বড় আশ্চর্য্যের কথা! আপনি আমাদিগকে এরূপ কথা উত্থাপন করিয়া হাসাইতে থাকেন, যাহাতে হাসিবার কিছুই নাই। এই জন্যই আপনার লেখার এত সুখ্যাতি। কিন্তু ঐ উলঙ্গ সন্ন্যাসীর কথা উত্থাপন

করায় আমি মনে করিয়াছিলাম, না জানি আমাকে কত হাসাইবেন, এক্ষণে দেখিতেছি, তিনিই আপনার বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন।”

ইহার উত্তরে মার্কটোয়েন বলিলেন ;—

“Because”—Mark Twain pursued with great animation—“he is a divinity”. অর্থ—মার্কটোয়েন উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—“কেন না, তিনি দেবতা।”

ইংলিশম্যানের প্রতিনিধি। তাঁহার স্বরে বা কথাবার্ত্তায় বা অন্য কোন বিষয়ে সাধারণ মনুষ্য হইতে কোন বিশেষত্ব দেখিতে পাইলেন কি ?”

মার্কটোয়েন। “Nothing at all. It is just as though you had taken a very fine, learned, intellectual man, say a member of the Indian Government and unclothed him. There he is. He is minus the trappings of civilization.”

“This face” said the humourist, again regarding the portrait,—“at first reminded me strongly of W. M. Evarts, formerly Secretary of State and one of the greatest minds, America has ever produced. When I looked into it, I found that it also resembled the face of another noted American, Dr. Talmage. But the head is more intellectual than that of Dr. Talmage.”

কিছুই নহে। ভারত গবর্ণমেণ্টের কোন একটি সভ্য, পণ্ডিত ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সচিবকে উলঙ্গ করিয়া দেখিলে, যেরূপ দেখায় তিনি দেখিতে ঠিক তদ্রূপ, কেবল মাত্র তিনি আধুনিক সভ্যতার বাহ্যিক বেশে ভূষিত নহেন। প্রথমে

তাঁহার মুখ দেখিয়া, আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ (সেক্রেটারী অব্ ষ্টেট্) এভার্টস্ সাহেবকে মনে পড়িয়াছিল; অদ্যাবধি আমেরিকা প্রদেশে যে কয়েকটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাশালী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এভার্টস্ সাহেবও একজন। তৎপরে যখন ভাল করিয়া দেখিলাম, তখন তাঁহার মুখের সহিত আর একজন বিখ্যাত আমেরিকাবাসী, ডাক্তার ত্যালমেজের মুখের মিল আছে দেখিলাম; কিন্তু ইনি ডাক্তার ত্যালমেজ অপেক্ষা অধিকতর বুদ্ধিমান্।"

চলিয়া আসিবার সময় ইংলিশম্যানের প্রতিনিধি বলিলেন:—"I take it however, that you as a westerner and particularly as an American, are more interested in the progress which India has made in various directions under British Government than even in the antiquities of Benares?"

"আমি নিশ্চয় মনে করিতে পারি, আপনি যখন পশ্চিম দেশীয়, বিশেষ আমেরিকাতে যখন আপনার জন্ম, বারাণসীর পুরাতন কথার আলোচনার অপেক্ষা, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্টের অধীনে ভারত যে নানাপ্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছে, তাহারই আলোচনা করিতে, আপনার অধিক ভাল লাগে?"

এই কথার উত্তরে মার্কটোয়েন বলিলেন:—

"That is not so"—pursued Mr Mark Twain, with a decided shake of his head—"I have no hesitation in saying that in all my travels, I have never seen any body so wonderful as that recluse. These modern improvements have been familiar to me for years, but such an experience as the other is only met with once in a life time."

মার্কটোয়েন মস্তক নাড়িয়া উত্তর করিলেন ;—"না, কখনই তাহা নহে। আমি বলিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত নহি যে, আমি আমার সমস্ত ভ্রমণের মধ্যে ঐ সন্ন্যাসীর ন্যায় আশ্চর্য্য মনুষ্য অদ্যাবধি কোথায়ও দেখি নাই। ভারতে এই সমস্ত উন্নতি যে হইয়াছে তাহা আমি অনেক দিন হইতেই জানি, কিন্তু ঐরূপ ব্যক্তির সহিত সম্মিলন একবার মাত্র মানব-জীবনে ঘটিয়া থাকে।" *

ইংরাজী ১৯০০ সালের ১৮ই মে তারিখের "ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ্" (Indian Daily News) পত্রে, আসামপ্রবাসিনী জনৈক ইংরাজমহিলা লিখিত যে প্রবন্ধটি বাহির হইয়াছিল, তাহা হইতে আমরা নিম্নোল্লিখিত অংশমাত্র উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ, বুঝিতে পারিবেন যে স্বামীজী ইংরাজ মহিলাগণেরও কিরূপ ভক্তির পাত্র ছিলেন :—

"It was by a reference to him in a leading article on the disposal of the body after death, which appeared the other day in the "Indian Daily News," that I learned that Swami Bhaskarananda Saraswati, the "Holy Man of Benares" had passed beyond this life into that other, beyond, that other, unknown, dreaded or welcomed, according, to the religion and temperament of the individual—to this Great "Sadhu" of worldwide reputation, more welcome, because more real to him than the realities

---

* মার্কটোয়েন সাহেব ইয়োরোপের ভায়না নগর হইতে আমাদিগকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। ২নং পত্র দেখুন।

of a world, to him so evanescent, so unworthy of contemplation.

I was personally acquainted with Swami Bhaskarananda, an acquaintanceship which I acknowledge with pride and pleasure and remember always with a sense of peculiar satisfaction amid many other acquaintanceships made among various nationalities. His emaciated body appeared indeed to be subject to the ardent spirit—*he was a living example* of the power of mind over matter. But his extreme asceticism did not repel as the asceticism of many of the fakirs of India is apt to repel. On the contray, it attracted in a peculiar degree."

শেষাবস্থায় স্বামীজী দেখিতে কিরূপ ছিলেন, এক্ষণে মেম সাহেব তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—Swami Bhaskarananda of middle stature, bald headed, without a tooth, with every rib and every bone in his whole body showing through his skin, yet possessed an extraordinary dignity, a naturally majestic mien *which would have done credit to any Royalty* and which was obviously inherent in the man, combined with an equally natural instinct of gracious courtesy and simple refinement. There was in him no trace of the arrogant pride or the false humility, which one might have suspected would be the case under such circumstances. Rather was there in his face *a certain sublimity of expression, a benign influence*, such as one has seen in the face of a Newman, a Keble and others of that type. It is an expression

of countenance wholly from within which no outside influence can affect. No Christian Saint possessed it in a greater degree than Swami Bhaskarananda.

উপসংহারে ইংরাজ মহিলা লিখিয়াছেন :—

It must often have been a surprise to strangers to find him so well informed ; he was in fact a most cultured and intellectual companion, well up in the chief topics of the day, his own views and opinions on such questions being distinct and well defined. His mind was steeped in the most exalted of spiritual lore and which must have occasionally grown weary of the constant adulation and grovelling homage of an adoring populace, right and natural as such would be to him.

ভাবার্থ। "কয়েক দিবস গত হইল ডেলিনিউস পত্রে মৃতদেহ-সৎকার শীর্ষক এক প্রবন্ধে স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতীর নামোল্লেখ হওয়ায় জানিতে পারিলাম, বারাণসীধামের "হোলিম্যান" বা পুণ্যাত্মা ইহজীবন-সীমা অতিক্রম করিয়া অপর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। সে রাজ্য অপরিজ্ঞাত ; ব্যক্তিগত ধর্ম্ম বা চিন্তানুসারে ভীতিপ্রদ বা বাঞ্ছনীয়। এই ভুবনবিখ্যাত সাধু সম্বন্ধে ইহা, অনিত্য ও অচিন্তার্হ জড়জগতের প্রত্যক্ষ বস্তু নিচয় হইতেও অধিকতর প্রত্যক্ষীভূত ও তজ্জন্য অধিকতর বাঞ্ছনীয়। আমি স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পরিচিত। বিভিন্ন জাতির লোক বৃন্দের সহিত পরিচিত হইলেও এই আলাপের জন্য আপনাকে ধন্য মনে করি। এই বিষয় স্মরণ হইলেও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করি। শরীর শীর্ণ কিন্তু ঐ শীর্ণতার মধ্যেও এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতি বিভাসিত হইতে দেখিয়া মনে হইত, যে

বাস্তবিকই জড়ের উপর মনের আধিপত্য স্থাপিত হইতে পারে। ভারতবাসী অন্যান্য সন্ন্যাসিদিগের ন্যায় তাঁহার কঠোর তপশ্চরণ চিত্তপ্রতিষেধক না হইয়া বরং এক নূতনভাবে চিত্তাকর্ষণ করিত।”

“স্বামীজীর দেহ নাতি দীর্ঘ নাতি হ্রস্ব। মস্তক কেশ শূন্য। একটিও দাঁত ছিল না; পঞ্জরের ও শরীরের প্রত্যেক অস্থি চর্ম্মাবরণের অভ্যন্তর হইতে স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইত। তথাপি তাঁহার অবয়ব এরূপ অসামান্য মহত্ত্ব ব্যঞ্জক ও স্বতঃসিদ্ধ গাম্ভীর্য্যভাবময় যে, যে কোন সম্রাটও সেরূপ লক্ষণযুক্ত হইলে রাজকুলে মহাগৌরবান্বিত হইতে পারেন। সে প্রকৃতি কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিগত, স্বাভাবিক, সুন্দর শিষ্টাচার ও সরল অমায়িকতার সহিত সংমিলিত। এরূপস্থলে উদ্দাম দাম্ভিকতা বা দীনতার ভানই সম্ভবপর; কিন্তু এই দুইটির কোন চিহ্নও তাঁহাতে পরিলক্ষিত হইত না। বরং তাঁহার মুখশ্রীতে এক অপূর্ব্ব মহানুভবতা ও স্বর্গীয়ভাব দৃষ্ট হইত, যাহা নিউম্যান কেবল্ এবং তৎসদৃশ মহাত্মাগণের মধ্যেই লক্ষিত হইত। এই মুখশ্রী আভ্যন্তরীণ ভাবব্যঞ্জক; বহিঃজগতের কিছুই ইহার পরিবর্ত্তন সজ্ঘটিত করিতে পারিত না। কোন খ্রীষ্টীয় পবিত্রাত্মাতেও এই ভাব অধিকতর পরিমাণে দেখা যায় নাই।”

“নবাগন্তুকগণ তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে সুপরিজ্ঞাত দেখিয়া অনেক সময়ে বিস্মিত হইতেন। বস্তুতঃ তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত ও তিনি সাতিশয় সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার সাময়িক সমাচার বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ও তৎসম্বন্ধে মতামত সুব্যক্ত ও পরিস্ফুট ছিল। তাঁহার চিত্ত উচ্চ অধ্যাত্ম বিদ্যায় পরিপ্লুত। তিনি যে যোগ্য পাত্র ছিলেন ইহা নিশ্চয়। তথাপি পূজনকারী জন-

সাধারণের অবিরাম পূজা ও হীন সেবায় তিনি অবশ্যই কখন কখন বিরক্তি অনুভব করিতেন।"

১৭ই জুলাই ১৮৯৯ সালের কাশীর "ভারতজীবন" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল :—

"ইয়ে স্বামীজী মহারাজহী কা, ক্যা যোগ প্রসাদ থা, কি কেবল ভারতীয় রাজো মহারাজোঁকে রত্নজড়িত মুকুট স্বামীজীকে চরণদ্যুতি সে ভাস্বর নাহী হোতে থে বরন যুরোপ আউর এমেরিকাকে বড়ে বড়ে বিদ্বান আউর ধনবান জন বড়ী নম্রতা আউর শ্রদ্ধা ভক্তিসে পরমপদ প্রাপ্ত স্বামীজীকে চরণ দর্শনসে আপনেকো কৃত কৃত্য মানতে থে। ইয়ে স্বামীজী মহারাজকে যোগবলহী কা প্রতাপ থা কি বিদেশী, বিজাতী, বিধর্ম্মী জন দ্বেষ-রহিত হো নতগ্রীব হোতে থে।"

একটা চলিত কথা আছে যে, "গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না"। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় এই কথা স্বামীজী সম্বন্ধে খাটে না। ভারতের সিবিলিয়ান্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ বৎসরে অভাব পক্ষে একবারের জন্য ও তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন, অথবা মধ্যে মধ্যে পত্রাদি দ্বারা সংবাদ লইতেন। কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ প্রভৃতিরও তাঁহার প্রতি যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। ইহার নিদর্শন স্বরূপ কাশীর কলেক্‌টার কম্‌ সাহেব কর্ত্তৃক লিখিত পত্রখানি "পরিশিষ্টে" প্রকাশিত হইল। (৮নং পত্র দেখুন)। কাশীধামের ভাগ্যবিধাতা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ কাব সাহেব একটি ব্যাঘ্র বধ করিয়া তাহার দুইখানি অস্থি* স্বামীজীকে উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিয়া লিখিতেছেন যে, ব্যাঘ্রটি

* 'Semtoks' কি, তাহা জানি না; কিন্তু শুনিয়াছি সাহেবদিগের নিকট ইহার বড় আদর।

তিনি নিজে বধ করিয়াছেন ও তিনি শীঘ্রই স্বামীজীকে দেখিতে আসিবেন। কাশ্মীর কমিসনার রবার্টস (Roberts) সাহেব মধ্যে মধ্যে স্বামীজীকে নানা প্রকার ফল উপহার স্বরূপ প্রেরণ করিতেন।

ইয়োরোপ, আমেরিকার বিখ্যাত গ্রন্থকারগণ স্ব স্ব রচিত পুস্তকাদি প্রেরণ করিতেন। এইরূপ শত শত পত্রের মধ্যে ভারতবন্ধু কেইন সাহেবের পত্রখানি "পরিশিষ্টে" প্রকাশিত হইল। ৭ নং পত্র দেখুন।

গত ১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে যুক্ত প্রদেশের বর্ত্তমান ছোট লাট মাননীয় জে ডিগেস্ লাটোস্ সাহেব বাহাদুর স্বামীজীকে দর্শন করিতে আনন্দবাগে শুভাগমন করিয়াছিলেন। নানা কথাবার্ত্তার পরে ছোটলাট সাহেব স্বামীজীকে একটি সুবর্ণমোহর প্রদান করেন। স্বামীজী মোহরটি গ্রহণ করিয়া অগ্রে বাহুমূলে রক্ষা করিলেন, সে স্থান হইতে সেটি সরিয়া পড়িল। তাহার পর স্বামীজী সেই মোহরটি তুলিয়া লইয়া আপন উদরের উপর রাখিলেন। সে স্থান হইতেও উহা পড়িয়া গেল। তখন তিনি প্রসন্নবদনে কহিলেন—"এবস্তু আমার শরীরের কোন স্থানে স্থান লইল না, অতএব আমি ইহা রাখিব না"। ইহা বলিয়া স্বামীজী সাহেবকে মোহরটি প্রত্যর্পণ করিলেন। *

জনৈক ইংরাজ পুরুষের পুত্র ও স্ত্রী বিলাতে থাকিতেন। সাহেবের পুত্রটি লেখা পড়ায় বড়ই অমনোযোগী ছিলেন। ব্যাধি শান্তির জন্য, বা পুত্র সন্তান লাভের জন্য, স্বামীজীর আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া শত শত স্ত্রী পুরুষ বা মুসলমানগণ যেরূপ স্বামীজীর

---

* ১৩০৫ সাল ২০সে শ্রাবণ মাসের "বসুমতী" দেখুন।

আশ্রয় গ্রহণ করিতেন, সাহেবও তদ্রূপ একদিন আনন্দবাগে আসিয়া স্বামীজীর নিকট প্রার্থনা করিতে থাকেন যেন তাঁহার পুত্রের লেখাপড়ায় মতি হয়। স্বামীজী সাহেবের ঐকান্তিক ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া বলিয়া দেন :—"বিলাত হইতে পত্র দ্বারা জানিতে পারিবেন যে আপনার পুত্র লেখাপড়ায় সবিশেষ মনোযোগী হইয়াছে।" সাহেব স্বামীজীর আশ্বাস বচনে সন্তুষ্ট হইয়া বিলাত হইতে তাঁহার পুত্র কর্তৃক লিখিত একখানি পত্রের উপর স্বামীজীর স্মরণার্থ এই কয়েকটি কথা লিখিয়া রাখিয়া যান।

To Swami Bhaskaranand—,

I give this letter to bless my son and I pray Swamiji will set my son right.

(Sd.) E. K. Harcourt.
9. 2. 93.

বলা বাহুল্য স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী সফলা হইয়াছিল।

আমরা স্বামীজীর দৈব শক্তি সম্বন্ধে লিখিত কয়েকখানি পত্র য়ুরোপের নানা স্থান হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। কিন্তু স্বামীজীর আদেশ না থাকায় ঐ সকল পত্র প্রকাশ করিলাম না।

১৮৯৮ সালের ২০সে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের সর্ব্ব প্রধান সেনাপতি (Commander-in-Chief) জেনারল লকহার্ট সাহেব, স্বামীজীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সস্ত্রীক আনন্দবাগে আসিয়াছিলেন। আফ্রিদীবীর লকহার্ট সাহেবের সহিত তাঁহার মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল বি ডফ্ ও কাশীধামের কালেক্টার কমিশনার প্রভৃতি আগমন করিয়াছিলেন। স্বামীজী লেডী লকহার্ট ও অন্যান্য সাহেবদিগের গলায় তাঁহারই পূজার্থ শিষ্যগণ কর্তৃক আনীত গাঁদাফুলের মালা পরাইয়া দিয়া-

ছিলেন। (প্রথম পৃষ্ঠায় ছবি দেখুন)। জেনারল লকহার্ট সাহেব, নানা কথাবার্ত্তার পর চলিয়া আসিবার সময় স্বামীজীকে বার বার প্রণাম করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ সালের ২৬সে ডিসেম্বর তারিখের "ভারতজীবন" পত্রে লিখিত হইয়াছিল:—

"লাট সাহেব বাহাদুর, লেডী সাহবা তথা সমস্ত সিকত্তর মহাশয়োঁ নে, গাড়ী পর সোয়ার হো তিন বার টোপী উতার কর, স্বামীজী মহারাজ কো প্রণাম কিয়া, নিঃসন্দেহ স্বামীজী মহারাজ কা তপঃপ্রভাব আউর যোগশক্তি প্রশংসা কে যোগ্য হৈ।"

ভারতের অধিকাংশ লাট সাহেবের নিকট স্বামীজী পরিচিত ছিলেন; এবং কোন কোন লাট সাহেব স্বামীজীকে দেখিবার নিমিত্তই কাশীধামে আগমন করিতেন। *

———

* Swami Bhaskaranand, Swami Bisudhanand and Mataji—lived at three ends of the city but the fame of Swami Bhaskaranand had eclipsed that of the other two. He had come to be worshipped and received visits from the biggest personages. There were few Viceroys who had not made the Swami's acquaintance and his images of marble, clay and stone are beautifully made and sold everywhere at Benares—*A. B. Patrika, Benares Correspondent.*

ষোড়শ অধ্যায়।

জন্মভূমিতে পুনরাগমন।

১৯২৫ সংবতে স্বামীজী কাশীধামে আগমন করেন, আর আজ ১৯৫২ সংবতের শুক্লপক্ষীয় নবমী তিথি, শুক্রবার; স্বামীজী এই সপ্তবিংশতি বৎসরের মধ্যে এক দিনের জন্যও আনন্দবাগের প্রাচীরের বহির্ভাগে পর্য্যন্ত গমন করেন নাই। তাঁহার ভক্তশ্রেষ্ঠ, কানপুরের লালা গয়াপ্রসাদ, মৈথেলালপুরে তাঁহার পিতৃভবনের সম্মুখস্থিত পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া, তাহার নিকটে দশ সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া ধর্ম্মশালা ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কিন্তু গয়াপ্রসাদের দৃঢ় পণ, স্বামীজী স্বয়ং উপস্থিত না থাকিলে, তিনি মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিবেন না, স্বামীজীও স্বীয় জন্মভূমিতে পুনরায় গমন করিতে বার বার অনিচ্ছা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহায় ন্যায় ব্যক্তি ভক্তের প্রার্থনা কতদিন পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন; সুতরাং গয়াপ্রসাদের বহুবিধ কাতরোক্তিতে কৃপাপরবশ হইয়া, পূর্ব্বোল্লিখিত দিবসে হঠাৎ স্বামীজী কাশীধাম পরিত্যাগ করিলেন।

গুপ্তভাবে কাহাকেও কিছুই জানিতে না দিয়া, তিনি সহসা কাশী পরিত্যাগ করিলেন, কারণ অযোধ্যার তালুকদারগণ একবার যদি কোনপ্রকারে জানিতে পারেন যে, স্বামীজী অযোধ্যা রোহিলখণ্ড রেলে কানপুর গমন করিতেছেন, তাহা হইলে সকলেই পথিমধ্যে স্ব স্ব আবাসভূমির নিকটস্থ ষ্টেসনে আসিয়া

যোগাসনে দেহত্যাগ

(১৭৩ পৃষ্ঠা ।)

উপস্থিত হইবেন এবং সকলেই তাঁহাকে তাঁহাদিগের গৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিতান্ত অনুরোধ করিতে থাকিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! রেলগাড়ী অযোধ্যা ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইতে না হইতে, অযোধ্যার মহারাজ স্যার প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যাহাতে স্বামীজী তাঁহার গৃহে পদার্পণ দ্বারা রাজভবন পবিত্র করেন, তজ্জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বামীজী ভক্তের প্রার্থনা বিফল করিতে পারিলেন না,—অযোধ্যাপতির অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন এবং অবিলম্বে ত্রয়োদশ-অশ্ব-সংযোজিত একখানি রথে স্বামীজীকে আরোহণ করাইয়া, মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং সারথির কার্য্যে ব্রতী হইলেন। অশ্বগুলি অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়াছিল এবং প্রত্যেক অশ্বের গলদেশে এক এক ছড়া মুক্তার মালা সংলগ্ন ছিল। স্বামীজী রাজভবনে উপনীত হইলে, অযোধ্যাধিপতি স্বামীজীকে বিধিপূর্ব্বক অর্ঘ্যদান ও পূজা করিয়া, স্বকীয় রাজ্য, কোষাগার, সৈন্য, পুত্র প্রভৃতি নিজস্ব সকল পদার্থই স্বামীজীর শ্রীচরণসরোজে সমর্পণ করিলেন। তদন্তর স্বামীজী পুনরায় রেলগাড়ীতে আরোহণ করিয়া কদর্হা নামক এক ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ষ্টেসনে গাড়ী আসিলে, কদর্হা গ্রামনিবাসী দয়াশঙ্কর বাজপেয়ীজী, তাঁহার গৃহে পদার্পণের জন্য স্বামীজীর নিকট বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দয়াশঙ্কর পরমভক্ত হইলেও অযোধ্যারাজের তুলনায় অতিশয় দরিদ্র—কিন্তু স্বামীজীর নিকটে ধনী নির্ধনের পার্থক্য ছিল না, সুতরাং ভক্ত দয়াশঙ্করজীর গৃহে গমন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে পুনরায় রেলগাড়ী হইতে অবতরণ করিতে হইল।

তদনন্তর ইষ্ট ইণ্ডিয়ান্ রেলের কানপুর নগরের নিকট ভাউপুর

ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া স্বামীজী স্বীয় জন্মভূমি মৈথেলালপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সকলেই করিয়া থাকে, কিন্তু আজ মৈথেতে এত লোকসমাগম কেন? ক্ষুদ্র গ্রামখানি লোকে লোকারণ্য; স্বামীজীর দর্শন মানসে আজ লক্ষাধিক লোক সমাগত হইয়াছে। কিন্তু এই এক লক্ষ লোককে দর্শন দেওয়া, স্বামীজীর পক্ষে অসাধ্য হওয়ায়, পরিশেষে একটি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মিত হইল এবং স্বামীজী সেই মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইলে, সকল লোকই তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আপনা-দিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল।

এই লক্ষাধিক লোক কর্তৃক স্বামীজীর উদ্দেশে আনীত বিভিন্ন প্রকার আহারীয় দ্রব্য ও ফলাদি স্থানে স্থানে জমা হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল যেন কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের সৃষ্টি হইয়াছে। স্বামীজীও মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইয়া ঐ সমুদায় আহারীয় দ্রব্যাদি, দুই হস্তে প্রসাদস্বরূপ, অনবরত চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ধনী দরিদ্রে—ইতর ভদ্রে পার্থক্য রহিল না,—সকলেই কি উপায়ে স্বামীজীর স্বহস্তনিক্ষিপ্ত প্রসাদকণিকা প্রাপ্ত হইবেন, তজ্জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

কোন কোন বৃদ্ধ বা খঞ্জ, লোকের জনতা ভেদ করিয়া মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইতে অসমর্থ হইয়া, স্বামীজী যে পথ দিয়া পদব্রজে মৈথেলালপুরে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের উপর পতিত হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন:—"এই পথ দিয়া স্বামীজী আগমন করিয়াছেন—এই পথে তাঁহার পদধূলি পতিত আছে, প্রসাদগ্রহণাপেক্ষা পদধূলি-গ্রহণের মাহাত্ম্য অধিক" ইত্যাদি।

মঞ্চোপরি উপবিষ্ট হইয়া প্রসাদ বিতরণের কিছুক্ষণ পরে, স্বামীজী তাঁহার পার্শ্বস্থ কয়েকজন পুলীস প্রহরীকে আদেশ করিলেন "লছ্মান মালা নামক একটি ধীবর পুত্র এই জনতার মধ্যেই আছে, অবিলম্বে তাহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।" স্বামীজীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া প্রহরিগণ লছ্মান মালার অন্বেষণে বহির্গত হইল, কিন্তু কোন মতেই তাহারা তাহার সন্ধান পাইল না, বার বার প্রহরিগণ বিফলমনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিল, স্বামীজীও পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন লোক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে দুই ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর লছমন মালা স্বামীজীর নিকট আনীত হইল। স্বামীজী তাহাকে মঞ্চোপরি স্বীয় পার্শ্বদেশে উপবিষ্ট করাইলেন। শিষ্য গুরুর শান্তিময় সন্নিধি লাভ করিয়া যেন পরমানন্দধামে উপনীত হইল। জগৎ দেখিল, অসংখ্য লোক দেখিল, আর সেই অগণিত নরনারী পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল যে "স্বামী ভাস্করানন্দ কাঙ্গালের ঠাকুর।"

লছ্লন মালা জাতিতে ধীবর, বর্ণ কাল, বয়স আন্দাজ চত্বারিংশৎ বৎসর, পরিধানে শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বস্ত্র। কিন্তু এরূপ হীন অবস্থা ও নীচ জাতি হইলে কি হয়,—মূর্খ লছমন মালা বিনা শিক্ষায় যে জ্ঞানে জ্ঞানী, বিদ্যাভিমানী * পণ্ডিতগণ শত বৎসর তাহার পদতলে উপবিষ্ট হইয়া, তাহার নিকট শিক্ষা লাভ করিলেও, সে জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন কি না সন্দেহ। স্বামীজী বলিতেন, "লছমন মালার ভেদজ্ঞান দূর হইয়াছে।" স্বামীজীর পার্শ্বে লছমনকে উপবিষ্ট দেখিয়া দর্শকগণ

* "নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে।"

স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে লছমন মালাকেও প্রণাম করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, স্বামীজী কেবল মাত্র বড় লোককেই ভাল বাসিতেন, কিন্তু এই ঘটনা অবগত হইলে বোধ হয় তাঁহাদের সেই ভ্রম দূর হইবে। মৈথেলালপুরে ঐ দিন ঐ সময়ে কত লক্ষপতি, কত বড় বড় জমিদার, রাজা মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু পথের কাঙ্গাল লছমন মালাই কেবল সেইদিন স্বামীজীর পার্শ্বে বসিতে পাইয়াছিল। অন্তর্যামী স্বামীজীর নিকট যদি গুণের আদর না থাকিত, তাহা হইলে সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র কাতর কাঙ্গাল, মুটে, মজুর, প্রভৃতি তাঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে কখনই সমর্থ হইত না। তাঁহার নিকট ব্যক্তিভেদ ছিল না, জাতিভেদ ছিল না, তবে হৃদয়ভেদ তিনি বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেন। কিন্তু অভক্ত বড়লোক ও অভক্ত দরিদ্রের মধ্যে, অভক্ত বড় লোকের আদর তাঁহার নিকট অধিক ছিল, কারণ তিনি বলিতেন,—"অভক্ত ধনীর মনকে একবার ফিরাইতে পারিলে, তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে, আর অভক্ত দরিদ্রকে আদর করিলে, সে কেবল নানা প্রকার কামনা লইয়া আমাকে বিরক্ত করিতে থাকিবে।" অভক্ত দরিদ্র, কামনা লইয়া আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইত, অভক্ত ধনী আদর পাইত, এইজন্য অদ্যাপি কেহ কেহ বলেন "বড় লোকেরই স্বামীজীর নিকট আদর ছিল"; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ভক্ত দরিদ্রকে পরিত্যাগ করিয়া অভক্ত ধনীর আদর তিনি করিতেন না; ইহার উদাহরণ ঐ লছমন মালা। স্বামীজীর প্রিয় দুই চারিটি বাঙ্গালী শিষ্যেরও নাম করিতে পারি, যাঁহাদিগের মাসিক আয় দশ, কুড়ি টাকার অধিক নহে।

মৈথেলালপুর হইতে স্বামীজী কানপুরে লালা গয়া-

প্রসাদের ভবনে আগমন করিলেন। অসংখ্য কানপুর-বাসী গয়াপ্রসাদ ভবনে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত স্বামীজীর দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। তৎপরদিবস স্বামীজী কানপুর ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলে দেখিতে পান যে প্রায় দুই তিন শত ব্রাহ্মণ সৈন্য মন্ত্রগ্রহণার্থ স্বামীজীর জন্য অপেক্ষা করিতে-ছেন। স্বামীজী এই সমুদায় সৈন্যগণকে মন্ত্র প্রদান করিতে করিতে সাতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তদনন্তর কাশী-ধামে প্রত্যাগমনার্থ গাড়ীতে উঠিলেন। রেলগাড়ী এলাহাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলে, এলাহাবাদের বিখ্যাত জমিদার মহাদেব প্রসাদ চৌধুরী মহাশয় স্বামীজীকে নিজগৃহে লইয়া যাইবার নিমিত্ত, স্বামীজীর নিকট বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বামীজী এক উত্তরে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন ঃ—

নাহন্তো বায়ুঃ খং ধরা নাহস্মি তেজঃ।
সদ্ভক্তোহয়ং মন্যতে মেদৃশং যঃ॥
নাহয়ং কিঞ্চিদ্বস্তুতো বস্তু লোক।
এতদ্বিদ্বাঁস্ত্বং নযেঃ কং স্বমোকঃ॥

"আমি পৃথিবী নহি, বায়ু জল, তেজ বা আকাশ নহি, এই সকল হইতে আমাকে যিনি পৃথক জানেন, তিনিই আমার পরমভক্ত। বাস্তবিক আমি সমস্ত সংসারের কোন বস্তুই নহি, এরূপ জ্ঞান যাঁহার হইয়াছে, তিনি কখনই কাহাকেও নিজগৃহে লইয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হন না।" ইহা বলিয়া স্বামীজী বাবু মহাদেব প্রসাদকে সন্তুষ্ট করিয়া, কাশীধামে প্রত্যাগত হইলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

দেহত্যাগের পূর্ব্ব সূচনা।

স্বামীজী আনন্দবাগে প্রত্যাগত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রত্যাগমন কালে লছ্‌মন মালা ও তাহার স্ত্রীকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন। যে কয়দিন লছমান মালা আনন্দবাগে অবস্থান করিয়াছিল, প্রায় প্রত্যহই স্বামীজীর আদেশ মত তাহাকে এই গানটি গাহিতে হইত :—

লারে মালাহা কিনারে লাইয়া।
সরযুকে তীরে ভীড় ভৈ ভারি
ঠারে হৈ রাম লছমন দুই ভাইয়া॥

এই গানটি গাহিয়া লছমন মালা চুপ করিলে স্বামীজী হাসিতে হাসিতে বলিতেন "মালা, আমার জন্যও শীঘ্র তোমাকে এই অসিঘাটে নৌকা লইয়া আসিতে হইবে।" বোম্বাই নগরীতে বিউবনিক প্লেগ আসিয়া দেখা দিল, ১৮৯৭—৯৮ সালের ভারত ব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষে সহস্র সহস্র লোক অন্নাভাবে হাহাকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, স্বামীজীও একদিন বলিলেন—"কলির প্রাদুর্ভাব হেতু ধরা পাপে পূর্ণ হইয়া উঠিল, আর অধিক দিন বাঁচিয়া থাকা উচিত নহে।"

একদিন প্রাতে স্বামীজী বসিয়া আছেন, এমন সময় জনৈক বাঙ্গালী বাবু একখানি বাঙ্গালা সংবাদ পত্র হস্তে লইয়া তাঁহার

নিকটে উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী বাবুর হস্ত হইতে সংবাদ পত্র খানি লইয়াই দেখিতে পাইলেন যে, তাহাতে এক খানি ছবি রহিয়াছে। একটি কঙ্কালসার মধ্যপ্রদেশবাসী যুবক একটি বৃক্ষের নিম্নে পতিত রহিয়াছে, বহুদিন অনাহারে তাহার অন্তিম দশা উপস্থিত কিন্তু তথাপি দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার যেন কিছু বিলম্ব রহিয়াছে। এদিকে বৃক্ষের শাখার উপর চার পাঁচটি শকুনি, এবং অনতিদূরে তিন চারটি শৃগাল উপবিষ্ট হইয়া যুবকের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছে। স্বামীজী এই ছবিখানি দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন এবং কি একটা কথা বলিলেন তাহা স্পষ্ট বুঝা গেল না। পরক্ষণেই বালিয়া সহরের নিকটস্থ বৈরিয়া গ্রাম নিবাসী বাবু পদ্মদেব নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্বামীজী পদ্মদেব নারায়ণকে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন—"দেখ, আমার জন্য কিছু টাকা ব্যয় করিতে হইবে।" পদ্মদেব বাবু সম্মতি প্রকাশ করিলেন। তদনন্তর নিম্নোল্লিখিত বিজ্ঞাপনটি কাশীর ভারতজীবন প্রেসে ইংরাজী ও হিন্দী ভাষায় মুদ্রিত হওতঃ স্বামীজীর স্বাক্ষরযুক্ত হইলে, তাঁহারই আদেশানুসারে কাশীর সর্ব্বত্র বিতরিত হইল:—

শ্রী ১০৮ মৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতীজী কে চরণকমলোং কা জো কুছ আশয় মুঝে জ্ঞাত হুয়া হৈ, উস কো নীচে প্রকাশ করতা হুঁ।

শ্রীমৎ পূজ্যপাদ স্বামীজী নে জব সে সন্ন্যাস ধারণ কিয়া তব সে আজ তক দ্রব্য হাথ সে স্পর্শ নহী কিয়া। অপনে ভোজন কে নিমিত্ত অপনে রহনে কে স্থান মে রসোংই বনানে কা প্রবন্ধ কভী নহী রাখা, ভাগ্যবশ জিস কিসী নে জৈসী রসোংই দে দিয়া

উসী কো খা লিয়া করতে হৈ। অপনী সেবা কে নিমিত্ত কিসী কো সেবক বা টহলুয়া ভী নহী রাখা, অপনে শারীরক কার্য্যো কা নির্ব্বাহ স্বয়ং কর লেতে হৈ জব সে শ্রীকাশী দুর্গাকুণ্ড পর আনন্দ-বাগমে বিরাজতে হৈ, জো কুছ নৌকর হৈ সো সব রাজা আমেঠী কে হৈ জিসকা উও বাগ হৈ, বস্ত্র কা ত্যাগ করহী দিয়া ফির ভোজন সে অতিরিক্ত কিসী বস্তু কে গ্রহণ কা প্রয়োজন নহী রহা—জগেসর আহীর উক্ত পূজ্যপাদো কী সেবা প্রায়ঃ করতা হৈ কিন্তু ও ভী রাজা আমেঠী কা নৌকর হৈ।

রামচরণ তিয়ারী জী অপনী শ্রদ্ধা ও ভক্তি সে সদা উক্ত পূজ্যপাদো কী পরিচর্য্যা মে তৎপর রহতে হৈ সো উও ভী রাজা সাহেব অমৈঠী মুলাজিম হৈ। উক্ত পুজ্যপাদো নে ইয়ে ভী প্রত্যক্ষ কর দিয়া হৈ কি উক্ত তিয়ারী জী নে পূজ্যপাদো কে দ্বারা অথবা সঙ্গ সে কদাপি কিসী সে কুছ নহী লিয়া আউর ন লেতে হৈ, উও৷ স্বয়ং সুখী হৈ আউর জো কুছ উপার্জ্জন কিয়া সো নৌকরী কে দ্বারা স্বয়ং অপনে হাথো সে কিয়া হৈ আউর গোসাই কৃষ্ণগিরি জী সে উন কো দ্রব্য মিলা হৈ জিসকে সাথ তিয়ারী জী পহিলে রহা করতে থে আউর উন্‌হো গোসাই জী কে দ্বারা রাজা সাহেব অমেঠী কে হিয়া নৌকর হুএ।

শ্রীমৎ পূজ্যপাদো কী কভী এসী ইচ্ছা নহী হৈ কি উনকে নাম পর কোই স্থান মঠ অথবা গদ্দী স্থাপিত হো জো উনকে শরীর নষ্ট হোনে পর উনকে নাম সে চলে। গৃহস্থো মে বহু-তেরে ধনী নির্ধন রাজা বাবু শিষ্য হৈ জিন কো কভী শ্রীস্বামী জী নে শিষ্য হোনে কে লিয়ে নহী কহা কিন্তু উন্ লোগো নে স্বয়ং—অপনে হিত কে লিয়ে উপদেশ লিয়া হৈ।

আউর জো লোগ প্রেমী আউর ভক্ত হৈ উও ভলী ভাঁতি

জানতে হৈ কি কভী কিসী প্রকার কী ইচ্ছা শ্রীস্বামীজী নে অপনে ভক্তো মে প্রগট নহী কী ন ইএ কহা কি মেরী মূর্ত্তি স্থাপিত করো অথবা মন্দির বনাও, অথবা তালাও ধর্ম্মশালা বনাও কিন্তু শ্রদ্ধালু গুরুভক্তো নে অপনে পুণ্য অপনে আত্মা কে সংশোধন লোকোপকার আউর অপনী গুরুভক্তি প্রগট করনে কে লিয়ে শ্রীমৎ পূজ্যপাদো কে নাম সে মন্দির বনায়ে হৈ, প্রতিমায়ে স্থাপিত কী হৈ আউর তালাও ধর্ম্মশালে ইত্যাদি বনায়ে হৈ।

ইস লিয়ে শ্রীস্বামীজী মহারাজ কে চরণানুরাগী মহারাজে •রাজে বাবু ধনী আউর সব সাধারণ কো জাননা চাহিয়ে কি উক্ত চরণো কে পশ্চাৎ কাশী আনন্দবাগ মে অথবা কহী কোই চেলা শিষ্য গুরুভাই অথবা সেবক টহলুয়া বন কর উক্ত চরণো কা সঙ্গ প্রগট করকে ন রহে আউর কোই উস্কো ন মানে আউর এসে নাম বেচনেওবালে কো ভোজন তক ন দেবে। কাশী মে অথবা অন্যত্র যদি এসা কোই কহে কি হমনে শ্রীমৎ পূজ্যপাদো নে সন্ন্যাস লিয়া হৈ অথবা এসা কহে কি হম উনকে সন্ন্যাসী শিষ্য বা গুরুভাই ইত্যাদি হৈ তো ভী উস্কো কুছ ন দেবে আউর ন উস্কো আদর করে ইসকে লিয়ে শ্রীমৎ স্বামীজী কে চরণ কমলো নে শপথ দিলায়া হৈ।

জিস্কো গুরুভাব সে অথবা কিসী ভাব সে উক্ত চরণো মে ভক্তি হো উও কাশী অথবা অন্য স্থানো মে জহা শ্রীমৎ স্বামীজী কী প্রতিমায়ে স্থাপিত হৈ উনকা দর্শন পূজন করে পরন্তু দ্রব্য অথবা বস্ত্র কদাপি উন মূর্ত্তিয়ো পর ভী ন চড়ায়ে কোং কি পূজ্য-পাদ স্বয়ং প্রতিগ্রহ কে বিমুখ হৈ তো উনকী মূর্ত্তিয়ো পর ভী দ্রব্য চড়ানা অনুচিত হৈ। শ্রীমৎ চরণ কমলো সে ইএ আজ্ঞা

হুই হৈ কি জব প্রাণো কা বিয়োগ ইস শরীর সে হো জাবে তো সন্ন্যাসিয়ো কী রীতি কে অনুসার মৃতক শরীর কো মিট্টি ভরে হুএ ঘড়ো মে বাঁধ কর শ্রীগঙ্গাজী মে ডাল দেনা চাহিয়ে।

মেরে লিখনে কা তাৎপর্য্য ইয়ে হৈ কি শ্রীমৎ পূজ্যপাদ জৈসে অসঙ্গ আউর দিগম্বর জন্মে ঐসে হী দিগম্বর আউর অসঙ্গ রহে আউর ঐসে হী জাঁয়গে ইস্ লিয়ে হমলোগো কো উচিত হৈ কি উনকে নাম কো ভী সংসার মে ঐসা হী অসঙ্গ রখো— ইত্যলম্।

দঃ ভাস্করানন্দ স্বামী,
(স্বামীজীর স্বাক্ষর)।

পদ্মদেব নারায়ণ সিংহ,
বৈরিয়া—জিলা বালিয়া।

অষ্টাদশ অধ্যায়

দেহত্যাগ।

১৮৯৯ সালের ১৭ই জুলাই তারিখের কাশীর ভারতজীবন পত্রে লিখিত হইয়াছিলঃ—

"শ্রীশ্রীস্বামী ভাস্করানন্দজী মহারাজ নিজ শরীর ত্যাগ-নে কে পূর্ব্ব শ্রীমহারাজ কাশীরাজজী তথা ডিপ্টী মহারাজ নারায়ণজী সে কহতে থে কি অব হমকো সংসার মে বহুত অশ্রদ্ধা হো গই হৈ, সো হম অপনা শরীর পরিত্যাগ করেংগে।"

সন ১৩০৬ সালের ২১সে আষাঢ় বুধবার (প্রাতে বেলা দশটার সময়) স্বামীজীর অতিসার হইল। বার কয়েক ভেদ হইল। সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাধি ক্রমে বিসূচিকায় পরিণত হইল; তাঁহার শরীর হিম হইল, নাড়ী অনুভূত হইল না, প্রস্রাব বন্ধ হইয়া গেল সমস্ত রাত্রি এই ভাবে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে বেলা নয়টার সময়, আবার প্রকৃতিস্থ হইলেন; প্রস্রাব হইল, উঠিয়া বসিলেন; এবং সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, যেন পূর্ব্বরাত্রে তাঁহার কিছুই হয় নাই। কিন্তু যিনি আসিতে লাগিলেন তাঁহাকেই বলিতে লাগিলেন— "আমি শরীর ত্যাগ করিব, এই সংবাদ আমার অমুক অমুক শিষ্যকে তারে প্রেরণ কর।" তার পাইয়া পরদিন বৃহস্পতিবার বেলা ৩টার সময় কানপুর হইতে মহাভক্ত গয়াপ্রসাদ আসিলেন, শুক্রবার প্রাতে বেলা দশটার সময় এলাহাবাদের মহাদেবপ্রসাদ চৌধুরী আসিলেন, অযোধ্যাধিপতি

মহারাজ প্রতাপনারায়ণ, কাশীর মহারাজ ও দেওয়ান, নাগোধের মহারাজ যাদবেন্দ্র সিংহ, মৈনপুরীর মহারাজ তেজসিংহ, প্রভৃতি রাজা মহারাজ তালুকদার, জমিদার, ম্যাজিষ্ট্রেট্, জজ্ এবং অন্যান্য অসংখ্য লোক স্বামীজীর দর্শনপ্রার্থী হইয়া আনন্দবাগে সমাগত হইতে লাগিলেন। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার একই ভাবে কাটিল। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, তবে বুঝি স্বামীজী আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু শনিবার প্রাতে স্বামীজীকে জোলাপ দেওয়া হইল। জোলাপ দেওয়ার পর হইতে স্বামীজীর অত্যন্ত ভেদ হইতে লাগিল। ইহা শুনিয়া স্বামীজীর ভক্ত কাশীর সিবিল সার্জ্জেন স্থইনী সাহেব আসিয়া স্বামীজীকে তিন চারি বার দেখিয়া যাইলেন। কিন্তু সহস্র চেষ্টা সত্বেও স্বামীজীর অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না; স্বামীজী শনিবার সন্ধ্যা হইতেই মৃতবৎ শয্যার উপর পতিত রহিলেন। কিন্তু ভাস্করানন্দ কি রবিবার (ভাস্করবার) ভিন্ন অন্য কোন বারে দেহ ত্যাগ করিতে পারেন? পরদিন রবিবার রথযাত্রার দিন দিবা দ্বিপ্রহরের সময় * বোধ হইতে লাগিল যেন স্বামীজীর অন্তিম সময় উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু মধ্যরাত্রই যোগিগণের দেহত্যাগের প্রশস্ত সময়। কার্য্যেও ঘটিল তাহাই।

"দেখিতে দেখিতে রবিবারের কালরাত্রি—মধ্যরাত্রি দেখা

---

* এই সময় ভক্তশ্রেষ্ঠ গয়াপ্রসাদ, স্বামীজীকে বলিলেন:—"আপনি বলিয়াছিলেন, আপনার ও আমার মৃত্যু, এক মাসে ঘটিবে, কিন্তু আমার মৃত্যু হইল কৈ?" স্বামীজীর সমাধিমন্দির নির্ম্মাণার্থ উইল করিয়া লক্ষাধিক টাকা দানের বন্দোবস্ত করার কিছুদিন পরে, গয়াপ্রসাদের আত্মীয়গণ একদিন দেখিলেন, গয়াপ্রসাদ শয্যার উপরে মরিয়া আছেন, অথচ শরীরে অসুখের বাহিক চিহ্ন মাত্রও নাই!!!

দিল; সব ফুরাইল! কিন্তু কে বলিবে, তাঁহার এ রোগ মৃত্যু—কি যোগমৃত্যু? দেহত্যাগের কয়েক দিন মাত্র পূর্ব্বে স্বামীজী একদিন অন্ন ব্যঞ্জন ভোজনান্তে বলেন—'এই আমার শেষ খাওয়া!' রবিবার—রাত্রি যখন বারটা,—তখন কাষ্ঠখণ্ডবৎ পতিত দেহে সহসা যেন কোন অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হইল, মহাযোগী উপবিষ্ট হওতঃ—"জানিও এই সমাধিই আমার শেষ সমাধি!" এই কয়েকটি কথা বলিয়া সমাধিস্থ হইলেন। তাই বলিতেছিলাম কিসে কি হইল, কেমন করিয়া বলিব এ ব্যাধি কি ব্যাধি—এই মৃত্যু কি মৃত্যু?—" * ছবি দেখুন।

"শোকে আঁখি উচ্ছ্বাসিত নীরে!
হায় প্রভু, হায় প্রভু,
আর না দেখিব কভু,
আর না আসিবে তুমি ফিরে!
—জগতের গুরু হয়ে
তুমি এসে ছিলে লয়ে
জ্ঞান ও আনন্দ বিতরিতে।
—গেলে তুমি দেখাইয়া
সারা বিশ্ব কি করিয়া
পারা যায় আপন করিতে।"

---

* বঙ্গবাসী, তাং ৭ই শ্রাবণ, সন ১৩০৬ সাল।

On the 9th instant at 12 P. M. he passed away while in a sitting posture, as if he was engaged in meditation—A. B. Patrika, July 15, 1899.

"মনে পড়ে সে পুণ্য আশ্রম।
তোমার মহিমা গাথা
প্রতি তরু, লতা, পাতা,
প্রতি ফুল, প্রতি বিহঙ্গম,
প্রতি ধূলি কণা সনে,
গগণে ও সমীরণে
আছিল জড়িত, বিকশিত,
মরতে কৈলাস ভূমি;
তারি মাঝখানে তুমি
ছিলে শিব সদানন্দ চিত!"

"নির্ব্বিকার সর্ব্বত্যাগী জন।
তবু কি মোহিনী বলে
ওই চরণের তলে
এক হ'ত নিখিল ভুবন!
রত্নময় শিরশত
সম্ভ্রমে লুণ্ঠিত হ'ত
ও উলঙ্গ তনুর সমীপে,
একটি সুমিষ্ট কথা
আনি দিত কৃতার্থতা।
—ধরা—হেন পুনঃ কি দেখাবে?"

"হায় প্রভু, তুমি গেছ চলি!
শূন্য করি সে কৈলাস,
করি কাশী শোকাবাস,
সারা ধরণীর হৃদি দলি!

কত আশা কত সাধ
ভগ্ন আজি অকস্মাৎ,
জুড়াবে কোথায় তাপী আর ?
উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে
হায়, আর কোন্ দেশে
এমন উদার কোল কার ?” *

“জীব ঈশ্বরপ্রেম লাভ করিয়া কেমন আনন্দময় হইতে পারে, ভাস্করানন্দ তাহার মূর্ত্তিমান্ সাক্ষী ছিলেন। ঈশ্বরপ্রেমে তিনি স্বয়ং শোকাতীত, দুঃখাতীত, শীত গ্রীষ্মের ক্লেশাতীত, আহার অনাহারের বেদনাতীত হইয়া গিয়াছিলেন; কিন্তু জীবের ক্লেশ দেখিলে তাঁহার অশ্রুপাত হইত, জীবের সুখে তিনি আনন্দে বিস্ফারিত হইতেন। হায়! প্রেমের এমন মূর্ত্তি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল!” “সমগ্র উপনিষদ্ তাঁহার রসনাগ্রে ছিল, তাঁহার ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় শ্রোতা মুগ্ধ ও ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইত, তাঁহার উদার প্রেম হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানকে সমভাবে আলিঙ্গন করিত।” †

“তাঁহার প্রণীত দশোপনিষদ্ ও বৃদ্ধি নাম্নী টীকা “স্বারাজ্য-সিদ্ধি” নামক অতি কঠিন দর্শন পুস্তক ও তাহার “কৈবল্য কল্পদ্রুম” নাম্নী টীকা মুদ্রিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ চিরকাল তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিবে। এই সকল গ্রন্থ দেশ বিদেশে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষণা করিয়াছে—তাঁহার গ্রন্থ অক্ষয় আসন পাইয়াছে, গ্রন্থগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। কিন্তু

* ১৩০৬ সালের আষাঢ় মাসের “পন্থার” প্রকাশিত কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

† সঞ্জীবনী ৫ই শ্রাবণ, ১৩০৬ সাল।

তাঁহার সে প্রেমমূর্ত্তির অভাবে কাশী অনাথ হইল! হায়! ভারত দরিদ্র হইল!!" "তাঁহার উদার প্রেম ও নির্ম্মল আনন্দমূর্ত্তি দেখিয়া কাশীবাসী বলিত যে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর, তিনি প্রত্যক্ষ বিশ্বেশ্বর।" *

"লোকে যেমন কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করিতে যাইত, তেমনি স্বামী ভাস্করানন্দকেও দেখিয়া আসিত। স্বামী ভাস্করানন্দ হিন্দুজাতির আরাধ্য দেবতা; এমন দেবতাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হয়, এমন দেবতার উপদেশমালা অনুক্ষণ স্মরণ করিতে হয়।" †

বোম্বাই নগরের "বেঙ্কটেশ্বর সমাচার" পত্রে প্রকাশিত কয়েকটী সংস্কৃত শ্লোকের বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে, প্রদত্ত হইল:—

হে বিশ্বনাথনগরি বারাণসি, তুমি সকল গুণে শ্রেষ্ঠ; কিন্তু হায়! আজ তোমাকে দুই একটি কথা বলা উচিত মনে ভাবিয়া বলিতে যাইতেছি—তুমি শিবস্বরূপ ভাস্করানন্দ যতিকে বৈকুণ্ঠে প্রেরণ করিয়াছ, তাহাতে আমাদের এই মনে হইতেছে যে, শিবের প্রতি যে প্রীতিকে বিদ্বানেরা শ্লাঘনীয় মনে করেন, সে প্রীতি এখন আর তোমার নাই!

তাঁহার অন্তর্দ্ধানে কাশী আজ উদাসিনী হইলেন; সমস্ত বিশ্ব দুঃখরাহু দ্বারা গ্রস্ত হইল। তপঃ রূপ বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া পড়িল। জপরূপ সলিল শুষ্ক হইল; যোগবিরাগাদিতে অনুরাগ শিথিল হইয়া পড়িল। হায়! পরমেশ স্বরূপ, বেদবিধিমণ্ডিত, জ্ঞান ও ধ্যানের ধারণকর্ত্তা মার্ত্তণ্ড, আজ অস্তমিত হইলেন।

---

* সঞ্জীবনী ৫ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

† বসুমতী ৫ই শ্রাবণ ১৩০৬ সাল।

নিরাশ্রয় হইয়া, এক দিকে জ্ঞান, অন্যদিকে বিরাগ ক্রন্দন করিতেছে ; ধ্যান, যোগের চক্ষের অশ্রুজল মুছিয়া দিতেছে। দুরভিসন্ধিপূর্ণ সেই জড় ষট্ পঞ্চাশৎ এই সমস্ত অনর্থের মূল। সে তপকে সন্তাপিত, জপকে বিলাপিত করিয়াছে। তাহারই জন্য, বিধি, বেদ, সমাধি, স্বধা, স্বরোদয়, স্বাহা—ইহারা ভাস্করানন্দের সঙ্গে সঙ্গে সমাধিগর্ভে নিহিত হইলেন ; শ্রুতির সারযুক্তিরূপ বাদক দ্বারা তাড়িত ঈশ্বরোপদেশরূপ দুন্দুভিও, আজ ভগ্ন হইল।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান এই সমস্ত সাধনাবলম্বন পূর্ব্বক সমাধির আসনে আর কে বসিবে? সর্ব্ব জীবের প্রতি প্রেম আর কে সুন্দররূপে প্রদর্শন করিবে! আর কে বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রীতি নীতি লোকদিগকে শুনাইবে!

হায়! জ্ঞানে, গৌরবে, দেশে, বেশে, যিনি শিবের সদৃশ, সেই ভাস্করানন্দ স্বামী যখন অন্তর্হিত হইলেন, তখন বিমল জ্ঞানোপদেশ আর কে শুনাইবে! হায়! কামনাশূন্য সেই স্বামী এখন কোথায়? যখন তিনি অনাদি পরমব্রহ্মে লীন হইয়াছেন, তখন আর তাঁহার পুনরাবৃত্তির সম্ভব নাই।

যিনি অঙ্গিরার কীর্ত্তিস্বরূপ, বৃহস্পতির ভরণীস্বরূপ, ধরণীতে ত্রাণকারীরও তরণীস্বরূপ, যিনি মিথ্যা জগজ্জালের সত্যত্ব প্রতিপাদক যুক্তি ও তর্কসমূহকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়াছিলেন এবং যিনি সনাতন আর্য্যধর্ম্মের ও সংস্কৃত ভাষার ও বাগ্‌দেবীর আসনস্বরূপ ছিলেন, সেই পৃথিবীর স্তম্ভস্বরূপ, ঈশ্বরতুল্য *, দম্ভের দাহক, হিন্দুস্থানের গৌরবরবি আজ অস্তমিত হইলেন!

* মার্কটোয়েন সাহেব স্বামীজীর সম্বন্ধে তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

মহাযোগী মধ্যরাত্রে যোগাসনে তনু ত্যাগ করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রত্যূষ হইতে না হইতেই সকলে জানিতে পারায়, পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় জনপ্রবাহ হাহাকার করিতে করিতে আনন্দবাগ্ অভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল*। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আনন্দবাগ্ ও নিকটস্থ স্থান দশ বার হাজার লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সেই তেজঃপুঞ্জ যোগীর হাসিমাখা প্রফুল্লমুখনির্গত সদয় আশীর্ব্বাণীতে আর কৃতার্থ হইতে পাইবে না ভাবিয়া, এবং তাঁহাকে জন্মেরমত দেখিবার নিমিত্ত মুসলমান, খৃষ্টান ও জৈনগণ, আনন্দবাগে আগমন করিতে লাগিলেন এবং শিব-স্বরূপ স্বামীজীর চরণ যুগল স্পর্শ করিয়া, চন্দনচর্চ্চিত পুষ্পমাল্য ও বিল্বপত্রে তাঁহাকে শেষবার পূজা করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিবে ভাবিয়া, দলে দলে হিন্দুগণও আসিতে লাগি-লেন। সেই দিন এক এক ছড়া ফুলের মালা দুই তিন টাকা মূল্যেও বিক্রীত হইতে লাগিল।

স্বামীজী, দেহত্যাগের পূর্ব্বে কাশীর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত মহারাজ নারায়ণকে তিন বার শপথ করাইয়া লইয়া, আদেশ করিয়াছিলেন :—"দেহান্তে আমার শবদেহ চারি খণ্ডে বিভক্ত করিয়া চারিদিকে নিক্ষেপ করিও; পক্ষিগণ

What is the Taj, as a marvel, a spectacle, and an uplifting and overpowering wonder, compared with a living, breathing, speaking Personage, whom several millions of human beings devoutly and sincerely and unquestioningly believe to be a God and humbly and gratefully worship as a God—"*More Tramps Abroad.*"

* "সম্পূর্ণ নগর স্বামীজীকে দর্শনকো পহুচাথা"—হিন্দি বঙ্গবাসী, কলিকাতা।

যাহাতে আমার শবমাংসভোজনে পরিতৃপ্ত হইতে পারে, তাহার উপায় করিও।” মানবজগতে বিনামূল্যে আশীর্ব্বাদ-বিতরণের ছলে, স্বামীজী এত দিন আপন হৃদয়ের আনন্দ ও দয়া বিলাইয়া আসিতেছিলেন। অবশিষ্ট ছিল মাত্র তনুখানি, আজ তাহাও মাংসাশী বিহঙ্গমদিগের নামে উৎসর্গ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পৃথিবীতে সর্ব্বভূতে সমান দয়াপ্রকাশের একমাত্র উদাহরণ, স্বামীজীই রাখিয়া যাইলেন! এত না হইলে, কি আজ সমস্ত পৃথিবী তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইত?

অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে, ডেপুটী মহারাজ নারায়ণ স্বামীজীকে বলিয়াছিলেন,-“প্রভো! বহুদিন হইতে আমি যাতায়াত করিতেছি; কখন কিছুই প্রার্থনা করি নাই। অদ্য আমার এক ভিক্ষা আছে। ভিখারীর বাসনা পূর্ণ করিবেন কি?” স্বামীজী ইঙ্গিতে সম্মতি প্রকাশ করিলে, ডেপুটী বাবু বলিয়াছিলেন, “প্রভো! আমাকে শপথ হইতে উদ্ধার করুন।” সুতরাং শিষ্যগণ গুরুদেহের ঐরূপ পরিণাম স্বচক্ষে দেখিতে পারিবেন না ভাবিয়াই, তাঁহাকে সমাহিত করাই স্থির করিলেন। সন্ন্যাসীকে সমাহিত করা প্রচলিত-প্রথাবিরুদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। কিন্তু পণ্ডিত অনন্তরাম বানপ্রস্থ, মনীষানন্দ স্বামী, অগ্নিরাম ব্রহ্মচারী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ; শ্রীবিশ্বেশ্বরী গ্রন্থ হইতে নিম্নোল্লিখিত প্রমাণ পাঠ করিয়া সকলের ভ্রম অপনীত করিলেন :—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোমিতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্র্য দর্ভৈরাচ্ছাদ্য মধ্যে লবণেন জঘনতটে পূরয়িত্বা প্রণবেন পূরয়িত্বা অগ্নিনাগ্নিঃ সমিধ্যতে ঋক্ পৃথ্বী হোতেতি দ্বাভ্যাং মন্ত্রাভ্যাং শৃগালাদিরক্ষণার্থং সম্যক্ ছাদয়েৎ। কদাচিৎ কেষাঞ্চিন্মতে গঙ্গায়াং বা নর্ম্মদায়াং বা এতৈ-

র্মন্ত্রৈঃ মন্ত্রপূতং কৃত্বা পাষাণৈর্দৃঢ়ং বদ্ধা জলে মহাহ্রদে প্রণবেন স্বাহাকারান্তেন ইত্যেকেষাং মতম্ ॥

ইহার ভাবার্থ এই যে, কোন কোন ব্যক্তির মতে সন্ন্যাসীর দেহ গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য; কিন্তু সন্ন্যাসিদিগকে সমাহিত করাই সর্ব্ববাদিসম্মত।

তদনন্তর স্বামীজীর দেহকে দুগ্ধ চিনি দধি ও গঙ্গাজলে স্নান করাইয়া, প্রস্তরাধার মধ্যে স্থাপন করিয়া, যথারীতি বৈদিক প্রক্রিয়ানুসারে আনন্দবাগের মধ্যস্থলে, সমাহিত করা হইল। সমাধির সময় অযোধ্যার মহারাজ, কাশীর মহারাজ প্রমুখ ছয় সহস্র ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

১৩০৬ সালের শ্রাবণ মাসের "বসুমতী" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল :—

"স্বর্গগত ভগবান ভাস্করানন্দ স্বামীর সমাধিমন্দিরনির্ম্মাণের জন্য, অযোধ্যার প্রতাপগড়ের তালুকদার এক কালে আড়াই লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।"

এলাহাবাদের বিখ্যাত তালুকদার বাবু মহাদেবপ্রসাদ চৌধুরী ও কানপুরবাসী মহাভক্ত স্বর্গীয় বাবু গয়াপ্রসাদ, স্বামীজীর সমাধিমন্দিরনির্ম্মাণার্থ প্রত্যেকে এক লক্ষ করিয়া, মোট দুই লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই টাকায় এক্ষণে সমাধি-মন্দির নির্ম্মিত হইতেছে।

স্বামীজী নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া এই অসার সংসার পরিত্যাগ করতঃ "অনন্ত সচ্চিৎ সুখসিন্ধুতে" নিমগ্ন হইলেন, অবশিষ্ট রহিল তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ধর্ম্মশালা সকল ও ভারতের সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও পৃথিবীর ভক্তগণেরগৃহে গৃহে রক্ষিত, শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সকল; ইহারাই তাঁহার অনুকরণাতীত ত্যাগশীলতা,

হিষ্ণুতা, সর্ব্বভূতে দয়া, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, নিষ্কাম কর্ম্মানুশীলন
সর্ব্বজনীন মহাপ্রেমের সাক্ষ্য স্বরূপ প্রতিনিধি রূপে বিদ্যমান
াকিয়া তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দিবে। *

স্বামীজীর জীবদ্দশাতেই কাশীধামের স্থানে স্থানে শ্বেত-
প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাশীর যে
মুদায় দোকানে প্রস্তরনির্ম্মিত দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়, সেই সকল
দাকানে, পাঁচ টাকা মূল্য হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র টাকা
র্য্যন্ত মূল্যের বহুবিধ প্রতিমূর্ত্তি সমূহ বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত
হইয়া, ভারতের ও পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরিত হইত। এইরূপে
ভারতের সর্ব্বত্র যে কত শত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা-
নির্ণয় করা অসম্ভব। অর্থশালী ভক্ত মাত্রেই মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠার
সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশালাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। †

আমেঠীরাজ, স্বামীজী যেখানে অবস্থিতি করিতেন, সেই
আনন্দবাগানে, কাশীনরেশ ও বড়হরের রাণী কাশীধামে, প্রয়া-
গের বাবু চৌধুরী প্রসাদ টিরহুট জেলার নানপুরে, নাগোধাধি-
পতি শ্রীযাদবেন্দ্র সিংহ, ও চন্দাপুরের রাজা জগন্মোহন সিংহ প্রমুখ
রাজগণ সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া মনোহর মন্দিরমধ্যে
স্বামীজীর প্রতিমূর্ত্তি সমূহ, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কাশীবাসী স্বামীজীর জনৈক ভক্ত "ভাস্কর সাগর" নামক
একটি পুষ্করিণী কাশীধামের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

---

* The man is gone but he has left behind him his own noble self, his stainless and immaculate life—his holy and saintly existence—the pattern of purity—the paradigm of human perfection,—A. B. Patrika, July 26, 1199.

† ১৮৯৯ সালের ২৬সে আগষ্ট তারিখের "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্‌" পত্রিকা দেখুন।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

স্বামীজীর উপদেশ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, স্বামীজীর শিষ্যসংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক হইবে। কিন্তু এক মৈথিল স্বামী ভিন্ন তিনি অপর কাহাকেও চতুর্থ আশ্রমভুক্ত করিয়া যান নাই। তিনি বলিতেন, "কলিকালে কেহ যেন সন্ন্যাসী না হয়।" স্বামীজী অযোধ্যাধিপতির গৃহে শুভাগমন করিলে, মহাভক্ত স্যার প্রতাপনারায়ণ সস্ত্রীক কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। স্বামীজী সস্ত্রীক মহারাজের সেবাতে সাতিশয় প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন—"মহারাজ, অদ্য আমি যে সন্তোষ লাভ করিলাম, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণনা করিয়া জানান যায় না। আমি তাহাকেই মহাভক্ত বলিয়া জানি যে, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবৃত সংসারের মধ্যে অবস্থিত হইয়াও, ভগবানের উপর অচলা ভক্তি রাখিতে পারে।"

উচ্চাধিকারী জনৈক শিষ্য কর্ত্তৃক লিখিত একখানি পত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল:—

৺গুরুপদ ভরসা।

পোঃ বরিশাল—

১৮ই আগষ্ট, ১৮৯৭ সাল।

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু————

প্রণামা পাদপদ্মে কোটী ২ নমস্কার পূর্ব্বক সেবকাধমের নিবেদন এই যে, শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে নিরাপদে বাটীতে পঁহুছিয়াছি। গুরুদেব! যখনই আমি কোন বিষয়ে ধ্যান অথবা

কোন মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করি, তখনই আমার শরীরে অত্যন্ত কম্প ও নানারূপ শব্দ আপনা হইতেই হইতে থাকে এবং নানা রকম অনুভব হইতে থাকে। বোধ হয় যেন মূলাধার পদ্ম হইতে কোন এক অলৌকিক শক্তি ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধগামী হইতে থাকে। কখন বোধ হয় যেন একটি শুভ্র হংস ক্রমান্বয়ে উপরে ২ উড়িয়া আসিয়া শেষে ভ্রূযুগলের মধ্যে এক তেজোময় স্থানে আসিয়া বসে, কখন বোধ হয় যেন কোন দেবতা আসিয়া আমার শরীরে বসেন এবং কখন বোধ হয় যেন আমার ইষ্টদেব আসিয়া আমার শরীরে অধিষ্ঠান করেন, কিন্তু যখনই এইরূপ হয় তখনই আমি আত্মশরীর বিস্মৃত হই এবং আমিই সেই দেবতা ইত্যাকার জ্ঞান হয়। * *

আপনি আমাকে বিবাহ করিতে আদেশ করিয়াছেন কিন্তু আমার যেরূপ সাংসারিক অবস্থা এবং যেরূপ দেশ কাল হইয়াছে, তাহাতে যে আমি কি প্রকারে স্ত্রী পুত্রাদির ভরণপোষণ করিব, তাহা মনে হইলেই আমি চারিদিক অন্ধকার দেখি। কি করিয়া বিবাহ করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

সেবকাধম

শ্রী——

এই পত্রের উত্তরে স্বামীজী লিখাইলেন—"আমি গুরু, আমি আদেশ করিতেছি, তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে"। ইত্যাদি

সন্ন্যাসধর্ম্ম যে কিরূপ কঠোর তাহা বোধ হয় অনেকের জানা নাই। প্রত্যেক সন্ন্যাসিকেই যে কয়েকটি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় তন্মধ্যে কয়েকটি এই —

(১) স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিও না, এমন কি মনেও স্ত্রীবিষয় চিন্তা করিও না।

(২) মনকে যে কোন কারণেই হউক বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হইতে দিও না। (অর্থাৎ আনন্দে বিন্দুমাত্র হৃষ্ট বা শোকে অভিভূত হইও না।)

(৩) কোন প্রকার ধাতু (সুতরাং টাকা পয়সা ইত্যাদি) স্পর্শ করিবে না।

(৪) এরূপ গৃহে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইবে যেখানে কোন ব্যক্তি বা প্রাণী অভুক্ত নাই।

শঙ্করাচার্য্য মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী উভয়ভারতীর সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া কামকলাসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দানে অসমর্থ হওয়ায়, বিষম বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। একদিকে প্রশ্নের উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইলে পরাজয় ঘটে, অপরদিকে কামকলাসংক্রান্ত বিষয় চিন্তা করিলেও যতিধর্ম্মের ক্ষয় হয়। অবশেষে দেহ পরিত্যাগ করতঃ জনৈক মৃত রাজার দেহে প্রবেশ করিয়া কাম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করণানন্তর উভয়ভারতীকে পরাজিত করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, কামচিন্তাতেও সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম থাকে না।

যত্র যত্র ভবেৎ তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তং তদা।
প্রৌঢ়বৈরাগ্যমাস্থায় বীততৃষ্ণঃ সুখী ভব॥ অষ্টাবক্র।

তোমার তৃষ্ণার সঞ্চার যেখানে যেখানে হইবে অর্থাৎ যে মুহূর্ত্তে তোমার মনে কামনার উদ্রেক হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই সংসারী বলিয়া তুমি আপনাকে জানিবে। অতএব প্রগাঢ় বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া বিগততৃষ্ণ ও সুখী হও॥

হাতুমিচ্ছতি সংসারং রাগী দুঃখজিহাসয়া।
বীতরাগো হি নির্দুঃখস্তস্মিন্নপি ন খিদ্যতে॥ অষ্টাবক্রসং

কেহ কেহ বিবেচনা করেন, স্ত্রীপুত্রাদিপরিপূর্ণ সংসার

ত্যাগ করিলেই মুক্তিলাভ ঘটিয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। যিনি দুঃখপরিহারার্থ সংসারত্যাগী তিনি নিশ্চয়ই সুখানুরাগী, অতএব সংসারত্যাগী হইলেও তিনি প্রকৃত পক্ষে মুক্ত নহেন। কিন্তু যিনি বীতরাগ, যাঁহার দুঃখ নাই, তিনি সংসারে থাকিয়াও দুঃখিত হন না।

একদা মহাত্মা শুকদেব রাজর্ষি জনকের গৃহে গমন করিয়া দেখেন যে রাজা একহস্ত ষোড়শী রমণীর অঙ্গে ও অপর হস্ত অগ্নিতে রাখিয়া রাজকার্য্য দেখিতেছেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া "আসুন, শুকদেব আসুন, ঐ স্থানে উপবিষ্ট হউন" এই কথা বলিয়া অভ্যর্থনা করিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজা শুকদেবকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইলেন এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার বৈরাগ্য কিছুতেই তিরোহিত হইল না দেখিয়া রাজা বলিলেন "হে শুকদেব, আপনাকে এই তৈলপূর্ণ পাত্র লইয়া আমার এই নগর ভ্রমণ করিয়া কোথায় কি হইতেছে দেখিয়া আসিতে হইবে ; কিন্তু দেখিবেন যেন এক ফোঁটা তৈল ভূমিতে না পড়ে"; এই কথা বলিয়া রাজভৃত্যদিগকে নগরে নানাপ্রকার উৎসব করিতে আদেশ করিলেন। শুকদেব তৈলপাত্রে মনোনিবেশ করিয়া অতি কষ্টে বহুক্ষণ পরে নগর পর্য্যটন করিয়া রাজার নিকট আসিলেন। রাজা তাঁহাকে নগরের কোথায় কি হই-তেছে জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, তিনি কিছুই দেখেন নাই, কারণ তাঁহার মন তৈলপাত্রে ছিল। তখন রাজা বলিলেন—"আপনি যেমন মন তৈলপাত্রে রাখিয়া নগরের উৎসব কিছুই দেখিতে পান নাই, আমার মন সেই প্রকার আত্ম-চিন্তায় থাকিয়া রাজকার্য্য চালাইতেছে, সুতরাং কোথায় কি হইতেছে কোন বস্তুর উপরই বিশেষ লক্ষ্য নাই। মনের সঙ্কল্পই সমস্ত

বাসনার মূল। আমরা কল্পনা দ্বারা যে জগৎ দেখিয়া থাকি ইহা ঈশ্বরের সত্তা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। স্বপ্নে যেমন সুকৃত বা দুষ্কৃত করিলে, জাগরিত হইয়া ঐ সকল কর্ম্মের কোন ফল হয় না, সেইরূপ পরমার্থ বেত্তা শত অশ্বমেধ যজ্ঞই করুন বা সহস্র ব্রহ্ম-হত্যা করুন, পাপ পুণ্য কিছুতেই লিপ্ত হন না; কারণ তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ববোধ থাকে না।”

ভক্ত বৈষ্ণবমণ্ডলমধ্যে পরিচিত রামানন্দ রায় বিষয়ী ভক্ত ছিলেন। অগাধ বিষয় মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার চিত্ত কিরূপ ভগবন্নিষ্ঠ ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সুন্দরী দেবদাসীদিগকে তিনি স্বহস্তে স্নান করাইয়া দিতেন, বসন ভূষণ পরাইয়া দিতেন, সমস্ত সেবা করিতেন ও নানা প্রকার ভাব শিক্ষা দিতেন, তথাপি তাঁহার চিত্ত পাষাণবৎ অবিচলিত থাকিত। পরম ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয় সুবর্ণ-মণ্ডিত খট্বায় উপবেশন করিতেন, সদ্‌গন্ধযুক্ত তৈল দ্বারা কেশ রঞ্জিত করিতেন, কিন্তু সদা সুখভোগে রত বিদ্যানিধি মহাশয়ের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকের অর্দ্ধেক মাত্র উচ্চারিত হইতে না হইতে তাঁহার চিত্ত ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হইত, তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অজস্র প্রেমাশ্রু বিগলিত হইত, শরীরে সাত্বিক লক্ষণ সকল দেখা যাইত, তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

স্বামীজী বলিতেন পিতা মাতা স্ত্রী পুত্রাদি যাহা বলিবেন তাহাই করিবে, দিবারাত্রি তাঁহারা যাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন, তাহার চেষ্টা করিবে কিন্তু মনে যেন তোমার তাঁহাদিগের উপর মায়া মমতা না থাকে *; মনে থাকে যেন, জগৎ মিথ্যা। (ছবি দেখুন)

* জ্ঞাতয়ঃ পিতরৌ পুত্রাঃ ভ্রাতরঃ সুহৃদোঽপরে।
যদ্‌বদন্তি যদিচ্ছন্তি চানুমোদেত নির্ম্মমঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ৭।১৪।৬।

স্বামীজী অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেন, এক শিষ্যকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিতেন, অপর শিষ্যকে কখনই সেই প্রকার উপদেশ প্রদান করিতেন না। অধিকার অনুসারে স্থানে স্থানে বা বিপরীত আদেশ প্রদত্ত হইত। সুতরাং দুইটি অতি আবশ্যক বিষয় ভিন্ন, অপর কোন বিষয়ে তাঁহার উক্তি সমূহের বড় একটা পরস্পর মিল থাকিত না; কিন্তু "গুরুভক্তি" সম্বন্ধে তিনি সকল শিষ্যকে একই কথা বলিতেন।

গুরুভক্তি।

অসীম নিরাকার বিশ্বনাথের আরাধনা, সসীম সাকার মানবের পক্ষে অসম্ভবজ্ঞানে বোধ হয় সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারগণ মানবরূপী গুরুর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মহাভক্তিমান্ ধ্রুব, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তুগণের আক্রমণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া বনে ২ ঘুরিয়া বেড়াইলেও, নারদ ঋষি কর্ত্তৃক দীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হন নাই। সেইরূপ অন্য ধর্ম্মেও দেখিতে পাই, মুসলমানগণের "আল্লা" উপাস্য হইলেও, সকল মুসলমানই সাকার দেহবিশিষ্ট, মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ, মহাভক্ত মহম্মদগতপ্রাণ। খ্রীষ্টানগণেরও মেরীপুত্র যীশুখ্রীষ্টের আশ্রয় ভিন্ন গত্যন্তর নাই; নাস্তিক বৌদ্ধগণের নিকট ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইলেও, শুদ্ধোদনপুত্র শাক্যমুনিই তাঁহাদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দেহধারী মনুষ্যকে ভগবানের আরাধনা করিতে হইলে, অপর দেহধারী মনুষ্যকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অংশবোধে, আরাধনা করিতেই হইবে। অতএব হিন্দুর গুরু, মুসলমানের মহম্মদ, খ্রীষ্টানগণের যীশুখ্রীষ্ট, এক শ্রেণীভুক্ত।

স্বামীজী বলিতেন, গুরু ও ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান সম্পন্ন হইলে, শিষ্যের সকল কর্ত্তব্যের অবসান হয়।

স্বামীজী কাহাকেও অন্যান্য সাধু পরমহংসের ন্যায় বড় একটা উপদেশ দিতেন না। বিবাহ করা উচিত কি অনুচিত এই বিষয়ে উপদেশ লইতে গিয়া, যখন ভাবী স্ত্রীর ছায়ামূর্ত্তি প্রশ্নকর্ত্তার নয়নগোচর হওয়ায়, তিনি চাক্ষুষভাবে দেখিতে পান, যে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম দ্বারা ইহজন্মে তাঁহার হাত পা সকলই বাঁধা, (পরিশিষ্টে ১০নং পত্র দেখুন) যখন তিনি বুঝিতে পারেন, যে তাঁহার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাঁহাকে বিবাহ করিতেই হইবে, তখন তাঁহার কি মনে হয় নাই যে এক জনের পক্ষে যে উপদেশ প্রশস্ত, অপরের পক্ষে তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য? কলিকাতা ৪৫নং মলঙ্গা লেনবাসী নব বাবু কাশীধাম হইতে প্রয়াগে যাইবার জন্য সকল আয়োজন শেষ করিয়া স্বামীজীর নিকট গমন করিলে, স্বামীজী যখন বলিলেন—"না আজ তোমার যাওয়া ঘটিবে না, পরশ্ব দিন যাওয়া হইবে",—স্বামীজীর কথা শুনিয়া নব বাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যে "কর্ত্তা" যখন তিনি, তখন তাঁহার যাওয়া কেহ বন্ধ করিতে পারেন না। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া অসুথ হওয়ায় তাঁহার যাওয়া হইল না দেখিয়া, তিনি নিশ্চয়ই ভাবিয়াছিলেন—"ইচ্ছাময় তুমি প্রভো! তুমি যেমনি নাচাও তেমনি নাচি—তুমি যেমনি করাও তেমনি করি।" ইহাই যদি হইল, আমার ইচ্ছানুযায়ী কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতাই যদি আমার না রহিল, তাহা হইলে আমার কিছুই জ্ঞাতব্য রহিল না। সুতরাং উপদেশ লইয়া কি হইবে? ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ঈশ্বরই দিতেছেন, অধর্ম্মে প্রবৃত্তি ঈশ্বরই দিয়া থাকেন, জগৎ-ভ্রান্তির নিবৃত্তি আবার তাঁহার ইচ্ছা হইলেই—তাঁহার

কৃপাকণা লাভ করিতে পারিলেই, ঘটিবে। নানা মুনির নানা মত। সুতরাং কোন্ পথে যাইব? এই জন্যই স্বামীজী বলিতেন—"গুরুগতপ্রাণ হও। আর সব আপ্‌নি হইয়া যাইবে।" কেন না হিন্দুর গুরুও যিনি, ঈশ্বরও তিনি।

গুরুভক্তির প্রকৃত সাধন কি?

গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ৫—৮ শ্লোকে ইহার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে:—"হে অর্জ্জুন, যাহারা সর্ব্বকর্ম্ম আমার উপর সংন্যস্ত করিয়া মৎপরায়ণ হয়, একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আমার উপাসনা করিয়া থাকে, সেই সকল ব্যক্তিকে আমি অচিরেই জননমরণসঙ্কুল সংসার হইতে উত্তোলন করি। আমাতেই মনস্থির কর, আমার উপরই বুদ্ধি সন্নিবিষ্ট কর, তাহা হইলে দেহত্যাগান্তে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।"

কি উপায়ে চেষ্টা করিতে হইবে?

উত্তর যথা ৯ শ্লোকে:—"যদি আমাতে চিত্ত স্থির করিয়া সমাধান করিতে না পার, তবে অভ্যাস যোগের দ্বারা যাহাতে আমাকে প্রাপ্ত হও, তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হও।

পরের শ্লোক (১০)।

"যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও তবে মৎকর্ম্মপরায়ণ হও। আমার জন্য কর্ম্ম করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

পরের শ্লোক (১১)।

"যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, তবে আমাতে কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক, সংযতাত্মা হইয়া, সর্ব্বকর্ম্মফল পরিত্যাগ কর।"

এখানে শ্রীকৃষ্ণ গুরু, ও অর্জ্জুন শিষ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধে "গার্হস্থ্যধর্ম্ম ও সদাচার কথন অধ্যায়ে" উক্ত হইয়াছে:—"প্রগাঢ় গুরুভক্তি দ্বারা সমস্ত জয়

করা যায়। যিনি জ্ঞানবহ্নি দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার দূর করেন, তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান্। গুরুর স্ত্রী পুত্র আছে ও তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বিবেচনার জন্য, গুরু যে দেবতা হইতে পারেন না, এ কথা সঙ্গত নহে! *

অনুভূতিবিবরণাদর্শ

অথবা

আমি কে? ও এই জগৎ কি?

জীবন্মুক্ত বলিয়া স্বামীজীর বিশ্ববিশ্রুত মহিমার কথা অবগত হইয়া তাঁহার গুরু অনন্তরাম পণ্ডিতজী, তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য একদিন কাশীধামে আগমন করিয়াছিলেন। পণ্ডিতজী প্রথম দিন আসিয়াই স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"তুমি এই জগৎকে কিরূপ দেখিতেছ?" স্বামীজী উত্তরে পুঁথিগত বিদ্যারই পরিচয় দিয়াছিলেন। গুরু অনন্তরাম বলিয়াছিলেন, "তুমি কিরূপ পড়িয়াছ, পরীক্ষা করিতে আমি আসি নাই, তুমি প্রকৃতই নির্ব্বিকল্পাবস্থায় কিরূপ অনুভব করিয়া থাক, তাহার পরিচয় দাও।" স্বামীজী তৎক্ষণাৎ কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়া গুরুজীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

সকলং জগদেতদপূর্ব্বপদং
জড়বার্ভ্বনলানিলভূতময়ম্।
দুরতিক্রমকালজবেন সদা
পরিণামি ন যামি তদাদরণম্॥

জল, অনল, অনিল, ও ভূমির সমষ্টি স্বরূপ এই জগৎ, সৃষ্টির

---

* যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।২৩।

পূর্ব্বে ছিল না। অধিকন্তু দুরতিক্রমণীয় কালপ্রভাবে এই জগতের নিয়তই পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। ঈদৃশ পরিবর্ত্তনশীল জগতকে বিশ্বাস করিয়া আমি কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না।

জড়জাগতবস্তুময়ীষু সদা
ধিষণাসু চিতিঃ স্ফুরতীব তদা।
অপহায় জড়ং স্ফুরণং ত্বজড়ং
বিততৈকবিধং হি কদাস্মি ন তৎ॥

জড় জগতের যাবতীয় ঘট পটাদি বস্তুময়ী বুদ্ধিতে তত্তৎ-বোধের সাক্ষী স্বরূপে যেন চিৎ প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই জড়মধ্যে যে চিতের আভাস তাহা ছাড়িয়া দিলেও, অজড় চিৎ-প্রকাশ এই জগতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং তাহাতে কখন আমি নাই? *

মুকুরোপগমাপগমান্তরিতং
ভবতি স্ফুরণং তু মুখস্য যথা।
ন তথা স্থিতিরস্য ভবেদ্বিহতা
সময়ত্রয়গা খসমা হি খগা॥

দর্পণের অপসারণে যে প্রকার মুখের প্রতিবিম্ব অন্তর্হিত হয়, এই চিতের (আত্মার) স্থিতি তদ্রূপ ক্ষণস্থায়িনী নহে। ইহা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিন কালেই বিদ্যমান, ইহা আকাশের ন্যায়, অধিকন্তু আকাশগত অর্থাৎ এত সূক্ষ্ম যে, আকাশের মধ্যেও প্রবেশ করিয়া আছেন অর্থাৎ আত্মা সর্ব্বত্র সকল সময়ে বিরাজমান।

---

* প্রতিবোধবিদিতং মতমমৃতত্বং হি বিন্দতে—কেনোপনিষৎ ১২ মন্ত্র॥

মননাদিদৃঢ়াত্র তু দেহ ইব
স্বমতির্যদি নাস্তি গতিঃ কুগতিঃ।
অহমেব সদা ময়ি নাস্তি জগ-
ন্ন চ কালজবঃ পরিভূতিভবঃ॥

"আমি দেহ আত্মা নহি" এই জ্ঞানের পরিবর্ত্তে যদি আত্মাতে মননাদি দ্বারা দৃঢ় অহং বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে মরণান্তে আমার সুগতি কুগতি হইবে বলিয়া কোন ভয় থাকে না। আমিই সদা বর্ত্তমান, আমার নাশ নাই, আমাতে জগৎও নাই, পরিবর্ত্তনকারী কাল আমার কিছুই করিতে পারে না।

সমভানত আত্মন আত্মগতং
জগদেব বিভাতি যথা খগভূঃ।
অথবা মন এব যথা শয়নে
সকলং বিকলং মম রূপমিদম্॥

আত্মা সম্যক্‌রূপে অপ্রকাশিত থাকায় আত্মগত যে জগৎ, তাহাই দেখা যাইতেছে, যেরূপ পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা মাটি সরাইলে আকাশই বাহির হইয়া পড়ে; এইরূপে আকাশ সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও আকাশের পরিবর্ত্তে আমরা সর্ব্বত্র পৃথিবীই দেখিতেছি।

অথবা স্বপ্নে যেরূপ সমুদ্র জাহাজ, সমুদ্রতরঙ্গাদি দেখি, তদ্রূপ জাগরিত অবস্থায় যাহা কিছু আমি দেখি, সকলই নিরবয়ব আমারই (আত্মার) রূপ মাত্র। ঘটাদি সমস্ত পদার্থ মনোরূপ মাত্র।

শ্রুতিরপ্যবোধঘনেন বিনা
ন সমন্বয়মেতি কিল স্বরসাৎ।
চিতিবোধবিমুক্তিপরাদ্বয়গা
সদসদ্দ্বয়রূপনিষেধপরা॥

জগৎ মিথ্যা।

(১৮৬ পৃষ্ঠা।)

বোধস্বরূপ পরমাত্মাকে না মানিলে, এমন যে বেদ, উহার অর্থই করিতে পারা যায় না। বেদ কিরূপ? উত্তর:—চিতি-বোধবিমুক্তিপরা অর্থাৎ চিতের (চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের) বোধেই যে মুক্তি হয়, ইহাই যাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে। ২য় অদ্বয়গা অর্থাৎ এক ব্রহ্ম আছেন, দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই, ইহাই যে শাস্ত্র বলে *। ৩য় সৎ ও অসৎ যে ব্রহ্ম নহে, ইহাই যাহাতে বার বার উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বেদ (ব্রহ্ম ভিন্ন) নিত্য অনিত্য উভয়বিধ বস্তুরই সত্তা স্বীকার করেন না।

অহমেকজনির্ন জনিদ্বয়বান্
গুরুগো ন গৃহী ন বনী ন যতিঃ।
জনকো জননী জননং চ ন মে
করণং ন শরীরশরীরগুণাঃ॥

আমি শূদ্র অথবা দ্বিজ, কিংবা ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থ বা ভিক্ষু নহি। আমার জনক জননী নাই, কারণ আমার জন্ম হয়

* ঈশ, কেন, কঠপ্রমুখ যে দশখানি উপনিষদের টীকা স্বামীজী লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, তিনি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অদ্বৈতবাদী ছিলেন। শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বরে অদ্বৈতমত প্রতিষ্ঠিত করিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে গমন করেন। ঐ স্থানে ভক্ত, ভাগবত, পঞ্চরাত্রিক, বৈখানস, কর্ম্মহীন ও বৈষ্ণব এই ছয় প্রকার বৈষ্ণব বাস করিতেন; বৈষ্ণবগণ বিচারে পরাজিত হইয়া শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তদনন্তর সুব্রহ্মণ্যদেশে গমন করিয়া হিরণ্যগর্ভোপাসক, বহ্নিমতাবলম্বী ও সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণগণকে স্বমতে আনয়ন করিয়া ও গাণপত্যাদিকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চীক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথায় তান্ত্রিকদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া বিদর্ভরাজধানীতে উপস্থিত হন। তদনন্তর কর্ণাটে কাপালিকদিগকে, মগধের রাজ-

না; আমি ইন্দ্রিয় শরীর অথবা শরীরের গুণ কৃশতা প্রভৃতি নহি, কারণ উহারা যে আত্মা হইতে ভিন্ন, সে ধারণাও আমার নাই।

নিখিলক্রিয়য়া রহিতোঽস্মি সদা
ন চ পূজয়িতাপি ন পূজ্যবরঃ।
ময়ি কামমুখোঽরিগণো বিমুখো-
ঽপচয়োপচয়ৌ চ সদৈকরসে॥

আমি সর্ব্ববিধ ক্রিয়াবর্জ্জিত, আমি কাহাকেও পূজা করি না,

ধানী পাটলিপুত্র নগরে কুবের-উপাসকগণকে পরাজিত করিয়া, প্রয়াগক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তথায় নিম্নোল্লিখিত সম্প্রদায়গণ পরাজিত হন যথা :—বরুণের উপাসক, বায়ুর উপাসক, সাংখ্যমতাবলম্বী, পরমাণুবাদী, গ্রহোপাসক, ধর্ম্মবাদী, সিদ্ধমন্ত্রোপাসক ও শূন্যবাদী প্রভৃতি। তদনন্তর দ্বারকাক্ষেত্রে বৈষ্ণব, শৈব, ও শাক্ত পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া কামরূপ তীর্থে সমুপস্থিত হন এবং এই স্থানের পণ্ডিতগণকে স্বমতে আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। বঙ্গদেশে তখন বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্রতাপ। শঙ্কর অদ্বৈতমতের পরিপন্থী বৌদ্ধদিগের দর্প চূর্ণ করিয়া, বেদান্তবিদ্বেষী বৈষ্ণবগণ বেদান্তমতের বিরুদ্ধে যে সকল সূত্র রচনা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় অবলীলাক্রমে নিরাকৃত করিয়া অদ্বৈতমতের কীর্ত্তিপতাকা উড্ডীন করতঃ কাশ্মীর রাজ্যে উপস্থিত হন। কাশ্মীরের নৈয়ায়িক ও জৈনমতাবলম্বী পণ্ডিতগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া কৈলাসপর্ব্বতে গমন করেন। দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার সময় তিন সহস্র শিষ্য তাঁহার অনুগমন করিতেন। কেহ শঙ্খ, কেহ ঘণ্টা, কেহ ঢক্কা বা বাদ্য দ্বারা তাঁহার যাত্রা বিঘোষিত করিতেন। একটি প্রকাণ্ড লৌহকটাহ তাঁহার সঙ্গে থাকিত। তিনি বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিতে উপবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, তৈলপূর্ণ কটাহখানি প্রজ্বলিত অগ্নির উপর রক্ষা করিতেন এবং বিপক্ষগণের দ্বারা অঙ্গীকার করাইতেন যে, যিনি পরাজিত হইবেন তাঁহাকে উক্ত কটাহে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

আমিও কাহারও পূজ্য নহি, কামাদি রিপুগণ আমার বিকারোৎপাদনে সমর্থ নহে। আমি সব সময় একই অবস্থায় থাকি, আমার হ্রাস বৃদ্ধি বা অবনতি উন্নতি নাই।

সরসো বিরসো নভসোঽস্মি সমো
ন সমো বিষমোঽপি চ কেবলতঃ।
ময়ি কেবলতা ন বিকেবলতা
বিদিতা যদনাত্মবিলক্ষণতা।

আমি সরস—না না (গুণের আরোপ করি কিরূপে) আমি বিরস ; আমি আকাশের ন্যায়—না না আমি আকাশের ন্যায় নহি। আমাতে অদ্বৈতভাব বিরাজমান, দ্বৈতভাব আমাতে স্থান পায় না ; যেহেতু আত্মার ভিন্ন ভাব বিদিত নহি। আমি এক, জগৎ অন্য, এরূপ ভেদবুদ্ধি আমার নাই।

অহহাত্মনি বোধময়ে মনসো
বচসোঽপি ন গোচরতাস্তি যতঃ।
অতএব বিলক্ষণতাপি কথং
কথিতাস্তু তথাস্ত্ববশেষতয়া॥

হায়! হায়! বাক্য মনের অগোচর আত্মা যে কেবল বোধ স্বরূপ, অতএব তাঁহার অদ্বৈত সত্তা কি প্রকারে বাক্য বা মন দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে?

এবং চিদানন্দঘনং স্বরূপং
বিভাব্য দেহাদ্যবিভাব্য বাঢ়ম্।
অনন্তসচ্চিৎ-সুখসিন্ধুসারো
ভবেদভীক্ষ্ণং ন ভবেৎ স ভূয়ঃ॥

দেহাদি অনাত্মানুসন্ধানশূন্য হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ চিদানন্দময় স্বস্বরূপ পরমব্রহ্মের ধ্যানে দৃঢ়ভাবে নিমগ্ন হইলে, সাধক অনন্ত-

কালের নিমিত্ত সেই চিন্ময়ে মজিয়া যান, সংসারী সাজিয়া সংসার মায়ায় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইতে হয় না।

অনন্তরামস্য গুরোরনুজ্ঞয়া
ধিয়ানুভূতির্বিবৃতেয়মজ্ঞয়া।
সুভাস্করানন্দযতের্মনোজ্ঞয়া
শরীরমাত্রেঽপি কৃতোর্ববজ্ঞয়া॥

যতি হন, পরমহংস হন, গুরু সকলেরই পূজনীয়, তজ্জন্য যাঁহার দেহের প্রতি বিন্দুমাত্র অনুরাগ নাই এমন যে ভাস্করানন্দ যতির (অজ্ঞ) বুদ্ধি দ্বারা, যেরূপে পরমাত্মার উপলব্ধি হয়, তাহা, অনন্তরাম গুরুর আদেশে বিবৃত হইল।

এই অনন্তরামজীর নিকট, স্বামীজী হরিদ্বারে অবস্থান কালে, প্রস্থানত্রয় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। অনন্তরাম স্বামী কাশীতে আসিলে, স্বামীজী আনন্দবাগের অতি নিকটে, জনৈক সব্ জজের গৃহে তাঁহার অবস্থিতি করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গুরু অনন্তরাম, এই স্থানে থাকিয়া, শিষ্যেরই নিকট, প্রত্যহ পাঠ করিতে আগমন করিতেন।

পরিশিষ্ট।

স্বদেশীয় দর্শক ও ভক্তবৃন্দ।

পণ্ডিত রায় মহারাজ নারায়ণ শিবপুরী বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ কাশী, পণ্ডিত ভগবান দাস জজ পাটিয়ালা হাইকোর্ট, সৈয়দ আলি নাকে ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট্ কাশী, মহম্মদ গোলাম তহশীলদার কাশী, মহম্মদ আতাহি আলি উকিল লক্ষৌ, পণ্ডিত শঙ্করপ্রসাদ জজ মির্জাপুর, রাওবাহাদুর দশা জীবজী এদাল বহরাম (M. B.) সুরাট, খাঁ বাহাদুর সের খাঁ সুন্দরীবন্দর বোম্বাই, রাও সাহেব ঈশ্বরীপ্রসাদ (Executive) ইঞ্জিনীয়ার মধ্যপ্রদেশ, পি সি জিনার-বংশ কলম্বো লঙ্কাদ্বীপ, জে এন্ উনওয়ালা এম্ এ, প্রিন্সিপ্যাল সম্বলদাস কলেজ গুজরাট, ই এ খণ্ডকার ব্যারিষ্টার কলিকাতা হাইকোর্ট, মহারাজ-কুমার প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর, ও মহারাজ স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কলিকাতা, বাবু নীলমাধব রায় জজ স্মল কজ্ কোর্ট কলিকাতা, মহারাজা জগমোহন সিংহ (C. I. E.) চন্দাপুর, বাবু পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় জমিদার উত্তরপাড়া, বাবু জনার্দ্দন সখারাম গাজেল (B. L.) দেওয়ান বরোদারাজ, বাবু কৃষ্ণচন্দ্র দেওয়ান, মহারাজা বেনারস, শ্রীযুক্ত মাতাপ্রসাদ সেশন জজ গাজীপুর, রায় বাহাদুর ওমান জজ্ স্মল কজ্ কোর্ট জব্বলপুর, শ্রীযুক্ত এম বিনীতা-ছিলাম পেন-তুলিয়া জমিদার বিজিয়াপত্তন মান্দ্রাস, বাবু রা[illegible]ার সুন্দর জজ্ গণ্ডা, কাশী-ধামের বিখ্যাত ধনী রায় বলভদ্র দাস বাহাদুর, কাশীর সুপ্রসিদ্ধ মহাজন বাবু গোবিন্দ দাস ও রায় বাহাদুর বাবু বলদেব বক্স, শিয়ারশোলের রাজা দক্ষিণেশ্বর মালিয়া, মদনমোহন মানপুরাম দক্ষিণ মলয় (Malay Peninsula), পণ্ডিত প্রেমনাথ (Examiner) পাবলিক ওয়ার্কস্ পাঞ্জাব, শ্রীযুক্ত কে জি কুপ্য-স্বামী সব্ জজ্ কোকনদ মান্দ্রাজ, এইচ মিত্র এল সি ই (L.C.E.) এসিস্ট্যাণ্ট কন্জারভেটার বনবিভাগ সিন্ধুপ্রদেশ, বাবু বলরাম প্রসাদ জজ্ সিনা দক্ষিণ ভারত, শ্রীযুক্ত রামশঙ্কর মিশ্র (C. S. I.) ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও কালেক্-

টার বস্তি (যুক্তপ্রদেশ), মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র স্থায়রত্ন (C. I. E.), ৺স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ভূতপূর্ব্ব জজ কলিকাতা হাইকোর্ট, বাবু গুণাভিরাম বৈশ্য (Executive) ইন্‌জিনীয়ার আসাম, রাজা তেজ সিংহ মৈনপুরী, বাবু হরিচরণ সার্কেল এম এ বি এল উকীল কলিকাতা হাইকোর্ট, রায় রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ইন্‌জিনীয়ার উত্তরপাড়া, বাবু মন্মথ নাথ মল্লিক ওয়েলিংটন স্কোয়ার কলিকাতা, বড় লাট সাহেবের দেওয়ান বাবু ঠাকুর দাস বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা, বাবু বেণীমাধব বাজপেয়ী সব্‌জজ্ সীতাপুর, বাবু স্বানন্দ প্রসাদ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বালিয়া, রাজা বিজয়সিংহ কোটা রাজপুতানা, মহারাজা যাদবেন্দ্র সিংহ অনচেরা ও নাগোধ, বাবু প্রসন্নকুমার কারফরমা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা, বাবু মোহনলাল স্মল কজ কোর্ট জজ কাশী, মহারাজা গিরিজানাথ রায় দিনাজপুর, মহারাজা যশোবন্ত সিংহ সালেম মধ্য ভারত, রাজা বিজয়চাঁদ বিলাসপুর শিমলা, বাবু দেবেন্দ্র নাথ রায় মুনসেফ্ আরা, রাজা রামেশ্বর বক্স সিং রায় রেরিলী, বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকো কলিকাতা, বাবু মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সবজজ কাশী, শ্রীল্ বিজিয়া রাম গজপতি বিজিনাগ্রামের মহারাজা, বাবু অনন্তরাম সবজজ বাণ্ডা, মহারাজা কাঠীওয়ার, মিঃ দ্বীপ নারায়ণ সিংহ ব্যারিষ্টার ভাগলপুর, বাবু প্রমোদা দাস মিত্র কাশী, কালিকা দাস দত্ত রায় বাহাদুর, কুচবিহার। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতবর্ষ (India).

Sir J. D. La-Touche Lieutenant Governor of the United Provinces of Agra and Oudh, Sir John Woodburn, Late Lieutenant Governor of Bengal. Sir Charles Sargent Chief Justice, Bombay High Court. The Hon'ble F.A. Slacke Secretary Bengal Government. Sir William and Lady Lockhart Commander-in-chief of India. The Hon'ble R. G. Hardy Chief Secretary, Government of the United Provinces. Surgeon Colonel W. Warburton, M. O, Inspector-General of Civil Hospitals. U. P. Mrs Era Davidson—Assam. Mr. J. C. Faunthorpe C. S. Magistrate Ballia. Mr. W. H. L. Impey Secretary U. P. Government, Allahabad. Lieutenant Colo-

nel T. M. Jenkins, Deputy Commissioner Burma. Mr. R. H. Renney C. S. Deputy Commissioner, Palamau. Mr. Alfred De-Meadorca David—Judge of the High Court, Goa. Mr. H. L. Stephenson C. S. Magistrate, Sahabad, Arrah. Colonel H. Turner, Commissioner Fyzabad. Mr. F. B. Taylor C. S. Judge of Moorshidabad. Mr. W. H. Steel Deputy Commissioner Punjab. Mr. H. F. Maguire C. S. Collector of Bogra. Mr. W. Porteous E. S. A. G. Commissioner of Poona. Mr. R. M. Waller C. S. Commissioner, L. Bengal. Mr. F. C. Channing C. S. Judge Punjab. Mr. I. G. Laurimer C. S. Abottabad Punjab. Mr. P. R. Kennedy C. S. Collector, Moorshidabad. Mr. W. S. Miner C. S. Madras. Dr. Harold T Wills M. A. B. S. C. Travancore. Drs. Lorma M. Breed M. D, The Nizam's Dominions Dr. Henry Soltan L. R. C. P. and F. R. G. S. Ootacamund. Dr. C. F. Ponder M. B. C. M. Darjeeling. Dr. H. M. Clark, M. D. C. M. Amritsar. Miss. Margaret M. Killar M. B. C. M. Indore. Dr. C. S. Durand M. D. Harda C. P. Dr. R. H. Maddox, Surg Cap. I. M. S. Dr. P. G. Scott. C. E. Howrah. Dr. S. I. Gresham C. E. Calcutta. Surgeon Major General A. F. Bradshaw. R. M. O. H. M's Forces, India. Surgeon Lieutenant Colonel R. Exham A. M. S. Dr. F. W. Parker R. N. H. M. S. Bombay. Major H. F. S. Ramsden Secretary, Military Department, India Government, Simla. Lieutenant Colonel and Mrs. Hemming, 5 Dragoon Guards. Major General J. Walsh P. M. O. Bengal Command. Major General G. Bird. Captain and Mrs. Wright, 10. B. Infantry. E. Vredenburg Superintendent, Geological Survey of India. Mr. Klobukowski—Consul General de. France, Calcutta. Mr. J. B. Bradaon Dy. Acct. General P. W. D. Calcutta. Archdeacon of Lucknow. Bishop of Allahabad. Mr. and Mrs. Ham, Post-master-General, Lucknow. M. Girod Esq. Governor of Pondicherry and Chandernagore. Mr. N. Priestley, District Traffic Superintendent B. B, and C I. Ry. Mr. and Mrs. Simpson, Health Officer Calcutta. Captain I.

L. Kaye—Resident, Cashmere. Mr. R. R. Gales, Executive Engineer Punjab. L. Harry James Esq. Secretary to Government of India, Legislative Department. &c. &c.

বিদেশীয় দর্শক ও ভক্তবৃন্দ।

ইংলণ্ড (England).

Duchess of Cleveland—Battle Abbey. Lord and Lady Rayleigh, Sterling Palace, Witham Date of Visit 20. 1. 1898. Lord and Lady Methuen—Major-General, Corsham Court. Lord and Lady Manners—Ringwood. Earl and Countess Brownlow. Sir Frederick Pollock, Bart, Corpus Professor of Jurisprudence, Oxford. Bishop Barry—Chaplain to H. M. Queen Victoria. Mrs. Barry—Windsor Castle. Mr. James Caldwell M. P. London. E. W. Beckett, M. P. Leeds. J. Parker Smith M. P. for Lanarshire. Dr. F. W. Lawrence, Fellow of Trinity College, Cambridge. Dr. Edwin Chill, M. D. London. Dr. H. Lewis. J. P. D. L. S. C. Cardiff. Dr. H. M. Caite. A. M. I. C. E. London. Dr. Herbert H. Raphael. J. P. L. L. B. B. A. London. Dr. A. W. Bedford, M. A. Vicar of All Hallends London. Dr. Robert Walker, F. R. G. S. Leicester. Lieutenant-Colonel W. Clement—Ringwood. Lieutenant-Colonel Mr. and Mrs. Turnbull, London. Lieutenant-Colonel G. A. Percy London. Lieutenant-Colonel F. W. Robinson Shropshire. Colonel Walker—London. Colonel Preston—Plymouth. Colonel and Mrs. Fenner, Picadilly. Colonel Hegan Kenard M. P. Symington. Surgeon Major W. P. Feltham, Leeds. Surgeon-Colonel W. F. Center, Deputy Surgeon-General London. Major M. Edwards, 74th Highlanders, Norfolk. Captain T. Da Evans, 20th Hussars. The Honourable Sir Henry Halford Bart, C. B. Avonside, Barford, Warwick-Shire. Mr. Andrew Pears of Pear's Soap Co. Mr. Freemantle, Private Secretary to the Chancellor of the Eschequer. Daughter of Sir Arthur Kekewich, one of the Judges of H. M. the Queen Victoria. Mr. W. Showell, Judge, Stowerbridge. &c. &c.

স্কটল্যাণ্ড (Scotland).

Lady Carnegie, Sister-in-law. Lord Elgin Viceroy and Governor-General of India. Marquiss of Bredalbane. Marchioness Bredalbane. The Hon'ble Dr. J. G. Walker—Edinburgh. The Hon'ble Sir John Laing Kt., M. P. Dundee. The Hon'ble J. Martin White M. P. Dundee. The Hon'ble Dr. Corbett—Glasgow. Dr. Robert Munro, M. D. F. R. S. C. Secretary of the Society of Antiquarians Edinburgh. Dr. Mitford, Chaplain to Her Majesty the Queen Victoria, Edinburgh. Dr. William Bailey, J. P. Allva, Chief Magistrate and Chairman Parish Board. &c. &c. &c.

আয়র্লণ্ড (Ireland).

Earl of Rosse, Birr Castle, Parsonstown. Mary Hayden, F. R. U. I. Dublin. Dr. W. S. Kennedy, M. B. Dublin. Master John Leo, Kilkenny. &c. &c. &c.

ফ্রান্স (France).

Charles Kalais— President-de-France de Tonquin. Prince Casetacuzena—Paris. Baron Regnault de Versailles, Chesney. Prince Bajudar—Paris. Countess Marie Pominska Nee Jaroszynska, Boulogne Podolie. Count Etiene Pominska 17. 1. 98. Viscount L' OleNantois—Paris. Baron Oberkamp—Paris. Prince Pierre d' Orleans at Bragance. 20. 2. 98. Marquis de Frotte—Paris. Justice J. Marcel—Havre. Prof. A. Foucher University Paris Came again in Feb. 1897. &c. &c. &c.

জর্ম্মানি (Germany).

Count Oriola—Hamburg. Baron Oberst Krof (Berlin). Baron Le Henning Winckel, Dresden. Prince H. H. of Plest. Count Frick Von Frickustien. Baron Scidtiffe, German C. S. Berlin. Count V. Srovesoski—Bremen. Count Ernest Lippe,—Dresden. Count Westphalen. Baron G.

Schrocke, Hamburg. 27. 2. 1898. General Tapp—Dusseldorf. Professor Dr. V. Goldsch—Hiedelburg. Professor Dr. Ferdinand—Lipzig. Dr. John M. Vourste H. I. G. D. B. Berlin. Dr. Herman Gilkan, General Council Berlin. Dr. C. T. Wynaendts Franckey D. Sc.—Berlin. Dr. A. Gold Licher—M. D.—Lipzig. Gruf Bismark Potsdam. &c.

অষ্ট্রিয়া (Austria).

Count F. D. Harnoncours—Vienna. Baron Lazarini, Banjubitter. BarOn A. Rumerskinch, Vienna. Dr. Rudolt Seykora, Vienna. Captain O. Wallner—Vienna. &c. &c.

ইতালী (Italy).

Count Ugo Cohen—Rome. Count Fritz Isoch Bery, Florence. Dr. Primo Lanzoni Professor at the Royal Superior School of Venice Italy. Dr. G. Levis, Florence. Signor & Signoress Peliti Carignano. Countess Ugo Coken. Rome. Trg Alfredo Dalgat, Livorno came third time 31. 1. 98. &c. &c. &c.

রুষিয়া (Russia).

The Present Emperor of Russia Nicholas (as Czarwitch). Count Ladislas Tormogski—Warsaw. General of Russian Artillery—James Pupoff De. Norvele. 2. 3. 98. Colonel Waldemar J.' Alfthan, Tiflis. Captain N. Novitsay, of the Russian General staff Petersburg. Alexander Vigornitsky—Petersburg. &c. &c. &c.

হলণ্ড (Holland).

Count G. H. Van Heek Euschede. Dr. A. G. Baner, Amsterdam. &c. &c. &c.

NETHERLAND (নেথরলণ্ড)।

O. Capadoce.

ডেন্‌মার্ক (Denmark).

Emil Holm, Came 4th time, 1897. Afesperson, Copenhagen. Mrs. Josepha North, Copenhagen. Captain N. A. Schjorring, Copenhagen.

পর্টুগাল (Portugal).

Adriano De Pa. Dr. H. De Brior Lisbon. &c. &c.

সুইজারলণ্ড (Switzerland).

P. E. Sarasin, Geneva. Mrs. Jules Neher, Zurich. &c.

অষ্ট্রেলিয়া (Australia).

Count Nako. Count Wickenbury. Sir Richard and Lady Baker K. C. M. G. S, President of the Legislative Council of South Australia. The Hon'ble Glo Riadoctr, M. P. Australia South. John H. Baker—Commissioner of Lands—Wellington N. Zealand. Dr. Liversidge, Professor of the University of Sydney. &c. &c.

তুরকী (Turkey).

Mr. & Mrs. Luther Short, Consul General Constantinople. N. Zahchi, Constantinople. Admiral Ahmed Bateb Pasha, A. D. C. to His Majesty the Sultan of Turkey. &c. &.

NEW ZEALAND (নিউজিলণ্ড) ।

Coutness Kiglerich. Chas. F. Minnit, Auckland. &c.

HUNGARY (হন্‌গারী) ।

Countess Esztevhazi. &c.

আফ্রিকা (Africa).

TRANSVAAL.

Mr. & Mrs. James Hay, Jahannesburg. Miss Florence Pearle, Pretoria. Dr. John Wikerk, M. B. Jahannesburg. Geo. J. Heys, Pretoria. Edward Osborne Cape Town. &c.

নরওয়ে (Norway).

Professor & Mrs. Rapender, Delegated from Norway to see the Holy man. &c.

সুইডেন (Sweden).

Noroh Geoghegan Dariden Stockholm. &c. &c.

আইসল্যাণ্ড (Iceland).

G. H. Bruce, Sandlodge. ,Homer Lockwood, Do.

চীন (China).

John Lewin, 64 Queen's Road Central Hongkong. Cumin Griffburg, Canton. &c. &c.

বেলজিয়ম (Belgium).

Mrs. Alexandra Myria, Brussels. Jos Hellemans, Antwerp.

JERUSALEM (জেরুজেলাম)।

Rev. Theodore E. Dowling.

আমেরিকা ।

General T. C. Smith, Ex-Lieutenant Governor Chicago. Lord Johnson—Secretary, Washington. Count Wachtmeister, Annie Besant, Col. H. S. Olcott, Theosophists. Colonel M. Cole, St. Louis. John Henry Barrows, President of the World's Parliament of Religions, Chicago 1898, and his wife. General & Mrs. Barnes, Brooklyn. Judge & Mrs. L. Holme New York. Professor C. A. Harper Ph. D. Cincinnati. Prof. E. W. Hoffkins, Secretary to the American Oriental Society, New Havens. Ignatius C. Gendle, Judge of the Supreme Court, Delaware. Colonel Ch. Benzoni San Francisco. Dr. J. M. Dart M. D. Kansas city. Dr. W. W. Campbell Lick Observatory. Dr. C. H. Baker M. A. D. C. Washington. &c. &c. &c.

১নং পত্র ।

GOVERNMENT HOUSE
ALLAHABAD.
Dated the 7th January, 1904.

SIR,

In reply to your letter of the 2nd instant, I am desired to say that no special questions were discussed with the late Swami Bhaskaranand when in company with the late Mr. Roberts, at that time Commissioner of Benares, His Honour had the pleasure of paying him a visit in the year, 1898.

The manners of the Swami were those of a perfect gentleman, free from any embarrassment or self-assertion, anxious to give pleasure to his guest and to show that he was pleased and interested in the conversation.

Yours faithfully
(Sd.) H. G. S. Tyler, I.C.S.
Private Secretary.

To
Babu Surendra Nath Mukerji.

২নং পত্র ।

Vienna, Dec. 21. 97.

Dear Sir,

I have ordered a copy of my book to be sent to you from London. In chapter LVI you will find what I have said about the Saint of Benares and of Mina Bahadur Rana. All that I have said about the latter I could also have said about the former. I think of nothing more to say, at the moment.

Except to add a comment. You ask about miracles. Do you mean did I see my miracles performed? No—in the common meaning of that word I have never seen one. And yet in a higher sense I have witnessed a miracle. When a rich man acts as our Saviour commanded, and does actually give away all his property and forsake low things for high, that is to me a miracle. I recognize it as such and it commands all my reverence. This miracle is required of every well-to-do Christian. He must make a beggar of himself. * *

Christian anchorites used to go out into the desert and live by chance and charity. If there was a man among them who forsook wealth to do it, his act was a miracle, to my mind. It is the most difficult sacrifice that is possible to our human nature. Christ knew this when he said it ; still he said it. It is for us to get around it if we can.

This is the miracle which I have seen, as above referred to. I saw it in Benares. I have not seen another instance. Religious millionaires of all sects and races give *largely* to the poor and to churches, but there is nothing miraculous about that. I would do it myself if I were a millionaire. It is not entitled to reverence. We think no great things of a shifty ostensible bankrupt who pays ten per cent of his honest debt and keeps the rest.

Very truly yours
Mark Twain.

To
Babu Surendra Nath Mukerjee.
Sodpur. India.

৩নং পত্র ।

"RAJSADAN."
Ajodhya, October 27th, 1900.

যতো ধর্ম্ম স্ততঃ কৃষ্ণঃ ।
যতঃ কৃষ্ণঃ স্ততো জয়ঃ ॥
শ্রীমদযোধ্যাধিপতির্জয়তু ।

DEAR SIR,

I am in receipt of your letter of the 24th instant, and am directed by the Hon'ble Maharaja Bahadur to inform you that the fact which you have stated in your letter is quite true.

Trusting you are well.

Yours truly,
(Sd.) Sailes Chandra Ghosh
for Private Secretary to the
Maharaja of Ajodhya.

Babu Surendra Nath Mukherji.

৪নং পত্র ।

বর্দ্ধমান, তাং ১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৭ সাল ।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন মিদং—

মহাশয়ের পত্র পাইয়া প্রীত হইলাম। ৺পিতৃদেব * পূজ্যপাদ স্বামীজীর প্রতি একান্তই ভক্তিমান এবং তাঁহার কৃপাপাত্র ছিলেন। স্বামীজী আদর করিয়া ৺ পিতৃদেবকে "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ৺পিতৃদেবের স্বর্গলাভের কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে স্বামীজী পত্র লিখাইয়াছিলেন :—"আপনার অপর পুত্রেরা আরোগ্য করিতে পারিতেছেন না। একবার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট আসুন।" ৺পিতৃদেব স্বামীজীর দর্শনে যাইবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ যাওয়া ঘটে

* ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় C. I. E.

নাই। দেহত্যাগের দুই তিন দিন মাত্র পূর্ব্বে, তখন নাড়িতে শঙ্কা হইল। ওরূপ স্থল হইতে ওরূপ কথায় ভয় না করাই উচিত ছিল! ভবিতব্য!

৺পিতৃদেব কাশীধামে পুটিয়ার রাণীর বাটীতে যখন থাকিতেন, তখন প্রত্যহই স্বামীজীর দর্শন করিতে যাইতেন। স্বামীজীকেও একবার তাঁহার বাসায় পদধূলি দিতে দেখিয়াছি।

একদিন খৃষ্টমাসের ছুটিতে ৺পিতৃদেবের নিকট কাশী গিয়াছিলাম। পরদিন খুব প্রাতে কোট্ পেণ্টালুন কম্ফর্টার প্রভৃতি পরিয়া আমরা স্বামীজীর দর্শনে গিয়া দেখিলাম, মহাপুরুষ ঠাণ্ডা হাওয়ায় তদপেক্ষা ঠাণ্ডা খালি পাথরের উপর বসিয়া আছেন। ৺পিতৃদেব বলিয়াছিলেন "পুণ্যের শরীর এবং অসাধারণ যোগবল ব্যতীত এরূপ সম্ভবে না।" স্বামীজী বলিলেন, "কেন তোমরাও ত খালি গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইতে পারিতেছ?" পিতৃদেব বলিলেন—"কৈ আমরা এত কাপড়েও শীত পাইতেছি।" স্বামীজী উত্তর করিলেন—"মুখেত কিছু ঢাকা দাও নাই, মুখে শীত গ্রীষ্ম লাগান সহ্য,—অভ্যাস করিয়াছ, তথায় সহ্য করিতে পার। আমি সর্ব্বাঙ্গে এরূপ অভ্যাস করিয়াছি মাত্র।" এইরূপে সরল সুন্দররূপে তিনি দর্শকগণকে উপদেশ দিয়া নিজের অপরিসীম বিনয় প্রদর্শন করতঃ এবং ধর্ম্মপথে সকলকেই আশা ও উৎসাহ দিয়া দর্শকগণকে পবিত্র করিতেন। "ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা।"

অপর একদিন আমি পূজ্যপাদ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সকলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহেন, জ্ঞানের প্রচার করেন, অপরের মন যাহাতে শুদ্ধ ও পবিত্র হয় তজ্জন্য সাহায্য করেন। পরমহংস হইলেই তবে মৌনী হইতে হয় না?" তখন

৺তৈলঙ্গ স্বামী জীবিত ছিলেন। স্বামীজী উত্তর করিলেন "মৌনী হইয়া সেই পরমাত্মায় লীন থাকিবার চেষ্টা উপকার্য্য। মনোভাব প্রকাশ না করা উপসংযম। উহার অভ্যাস করা ভাল। কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ না করা অর্থে চক্ষু মুখ হস্ত পদাদি কিছুর ভঙ্গীতে কোন মতেই মনোভাব প্রকাশ না করা। ফলতঃ কিছুই মনেতে না হওয়া। যদি কাহাকে দেখিয়া চক্ষু ও মুখ প্রফুল্ল হইল, তাহাতেই কি উৎকৃষ্টরূপে আদর অভ্যর্থনা করা হইল না? মুখের কথা অপেক্ষা সে বরং অধিকতর সুস্পষ্টই হইল। ফলতঃ যদি মনের ভাব একেবারে প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলেই উৎকৃষ্ট সংযম অভ্যাস করা হইয়াছে জানিবে। কিন্তু যদি মনের ভাব প্রকাশ করাই চলিতে থাকে, তবে আঙ্গুল না নাড়িয়া জিহ্বা নাড়াই উচিত; যাহাদের সহিত ইঙ্গিতে কথা কহা হয় তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হয় বৈ ত নয়। নচেৎ নিজের মনে কথাগুলি হইতেছে, প্রকাশের চেষ্টাও চলিতেছে।" কি সুন্দর সূক্ষ্ম দর্শন ও জ্ঞানপূর্ণ উক্তি!! অপরের প্রতি কতদূর সহানুভূতি !!!

৺পিতৃদেব এডুকেশন্ গেজেটে মধ্যে মধ্যে স্বামীজীর সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। তিনি স্বামীজীর প্রতিমূর্ত্তির জন্য সংস্কৃত শ্লোকে স্তব রচনা করিয়াছিলেন। স্বামীজী নিজেই ভগবানের সৃষ্ট অসাধারণ ব্যক্তি। আপনি মহৎ কার্য্যে ব্রতী। আপনার উদ্দেশ্য স্বামীজীর অনুগ্রহে সফল হইবে। ইতি

বশম্বদ

শ্রীমুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়।

(ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্—বর্দ্ধমান।)

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

৫নং পত্র।

GAYA,
24—5—00.

My dear Suren,

I was very glad to hear from you after such a length of time. I am glad that you remember me. Yes I did tell you that I heard from Pal Mahasay about the event you speak of. I also fully believe Pal Mahasay's story. He is himself a religious man. He had no motive in telling such stories about Swamiji's extraordinary powers. I have no objection to your mentioning all these things in your book. Pal Mahasay is I believe residing at Benares. Kindly write to him and he will give you particulars of the story.

Trusting all well.

Yours affly
Tej Chandra Mukherji,
(সেশন জজ্‌)।

৬নং পত্র।

5th February, 1895.

Dear Sir,

I have a special pleasure in sending you the photoes of the Emperor Wilhelm I, the founder of the German Empire and of his grandson, our present Emperor.

I wish you health and long life.

Your most obedient servant
(ges.) Gruf Konigsmark.

To Swami
Bhaskaranand.

৭নং পত্র।

CLAPHAM COMMON
LONDON.

I had much pleasure in sending you a copy of my "Picturesque India" a fortnight ago, and I hope to hear that it has duly reached you.

To Swamiji Bhaskaranand.

W. CAINE.

৮নং পত্র ।

Dear Sir,

I beg to present to you a pair of tiger's semtoks. They belonged to a tiger which I shot myself.

I hope to come and see you someday soon.

Yours

16—I—96. W. H. Cobb.

To Swami Bhaskaranand. (District Magistrate, Benares).

৯নং পত্র ।

VIGILANTA ET VIRTUE.

NAINI TAL.
7th Augst (1904).

চিফ্ সেক্রেটারী মিঃ পোর্টারের পত্র ।

Dear Sir,

Your letter of the 20th July reached me when I was on tour. I regret the delay in answering it, but I was very busy.

I paid many visits to the late Swami Bhaskaranand when I was in Benares and, like all others who had the pleasure of knowing him, respected and admired him.

As a scholar his reputation I believe stood high, but my knowledge of Sanskrit is too slight for me to offer an opinion regarding his attainments. What attracted me chiefly to him was the sweetness and nobleness of his character.

He died, as you know, of cholera. After the first attack he rallied and he sent me a

message to say that he was better. I had strong hopes that he would recover but the next I heard was that he had passed away.

In Swami Bhaskaranand Benares lost a Holy man whom it could ill spare.

Yours Truly
L. Porter
(Chief Secretary.)
U. P. of Agra & Oudh.

To Babu Surendra Nath
Mukerjee. Calcutta.

১০নং পত্র।

কলিকাতা,
২২নং রাধানাথ মল্লিকের লেন।
তাং ৯ই আশ্বিন, ১৩১১ সাল।

মহাশয়!

আপনার পত্র পাইলাম। পূজনীয় স্বামীজী সম্বন্ধে আমি নিম্নোল্লিখিত কয়েকটি কথা লিখিয়া পাঠাইতেছি।

প্রথম। তাঁহার যে অন্তর্যামীত্ব শক্তি ছিল তাহা লেখা বাহুল্য; কারণ যাঁহারা তাঁহার নিকট সদাসর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন তাঁহারা, তাঁহার এই শক্তির বিশেষ পরিচয় পাইতেন। আমার পত্নীবিয়োগান্তে তাঁহার নিকট গমন করিলে তিনি বলিলেন "মিথ্যা কেন হো হো করিয়া বেড়াইতেছ; স্থির হইয়া বসিয়া দেখ তোমার সংসারের এখনও অনেক বাকী।" বলা বাহুল্য পত্নীবিয়োগের কথা তাঁহাকে আমি না বলিলেও তিনি আমাকে দেখিয়াই প্রথম ঐ কয়েকটি কথা বলিলেন। তাঁহার আদেশানুযায়ী আমি প্রায় এক ঘণ্টা বসিয়া আছি, এমন সময় পুত্রকোলে একটি স্ত্রীমূর্ত্তি বা ছায়ামূর্ত্তি আমার অন্তরে হঠাৎ আবির্ভূত হইল। ছায়ামূর্ত্তি-দর্শনান্তে, তিনি বলিলেন "দেখ

তোমার এখনও সংসারের অনেক বাকী; দেশে গিয়াই বিবাহ করিবে, নতুবা আমার কাছে আর আসিও না।” বলা বাহুল্য দেশে আসিয়া যাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইল ও পরে যে পুত্র লাভ করিলাম, তাঁহারা আর কেহ নহেন, আনন্দবাগ্-উদ্যানে স্বামীজীর সম্মুখে দৃষ্ট সেই দুই ছায়ামূর্ত্তি!

দ্বিতীয়। বিবাহ হইল কিন্তু বিবাহের তৃতীয় দিবসেই আমি বিসূচিকাক্রান্ত হইলাম এবং এরূপ অবস্থা হইল যে ডাক্তার যবাব দিলেন এবং আমার হস্ত পদ নীল হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া আমার মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে তার পাঠাইলেন “আপনারই আদেশে আমি পুত্রের বিবাহ দিয়াছি কিন্তু এক্ষণে আমার পুত্রের মুমূর্ষু অবস্থা; যাহাতে রক্ষা হয় করুন। তিনি উত্তর পাঠাইলেন “ভয় নাই; তোমার পুত্র কখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইবে না; ব্যস্ত হইও না”। স্বামীজীর উত্তর আসিবার পূর্ব্বে, দ্বাদশ ঘণ্টা কাল আমার নাড়ী ছিল না; খাট ইত্যাদির সমস্ত আয়োজন হইয়াছিল, বাহ্যজ্ঞান কিছুই ছিল না, এখন অনুভব হয় যে অন্তরে কি যেন কোন্ শান্তিময় স্থানে গিয়া রহিয়াছিলাম; স্বামীজীর উত্তর পাইবার পর দ্বাদশ ঘণ্টা পরে, আমার নাড়ী-সঞ্চার হইল।

তৃতীয়। জনৈক রাজা কর্ত্তৃক তিনটি বেশ্যা দ্বারা, স্বামীজীর চরিত্র-পরীক্ষা সম্বন্ধে যে ঘটনার কথা আপনি লিখিয়াছেন তাহা আমিও শুনিয়াছি।

চতুর্থ। আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতে দেখিয়া আমার ভগ্নীপতি, পাথুরিয়া ঘাটার জমিদার স্বর্গীয় রায় রমানাথ ঘোষ বাহাদুর ও তাঁহার মাতা স্বামীজীর নিকট গমন করিলেন। রমানাথ বাবুর পুত্রের কোষ্ঠী প্রস্তুত হইলে জানা যায় যে

পুত্রটির ষোল বৎসর বয়সে একটা ফাঁড়া আছে; ঐ ফাঁড়া হইতে পুত্রটির রক্ষা পাইবার কথা নহে। রমানাথ বাবুর মাতার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে বালকের বিবাহ দেন কিন্তু রমানাথ বাবু বিবাহ দিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক। শেষে তাঁহারা স্থির করেন স্বামীজীর আদেশ মত কার্য্য করিবেন। স্বামীজীর মত জিজ্ঞাসা করা হইলে স্বামীজী বলিলেন "তোমরা পুত্রের বিবাহ দেও"। স্বামীজীর আদেশ পাইয়া, রমানাথ বাবু ও তাঁহার মাতা চলিয়া যাইলে, একটি জ্যোতিষী যিনি তথায় ঐ সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তিনি স্বামীজীকে বলিলেন "প্রভো! পুত্রটির বিষম ফাঁড়া আছে, জ্যোতিষ বাক্যও ত আপনার (ঋষি) বাক্য; আপান জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া বিবাহ দিতে আদেশ করিলেন।" তদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন "জানি পুত্রের মৃত্যু হইবেই; কিন্তু সেই কন্যাটি, যাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে ইহজীবনে বৈধব্যদশাভোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও যাহার কর্ম্মের সহিত ঐ বালকের কর্ম্ম এক সুরে বাঁধা তাহাকে বিধবা হইতেইহইবে; তবে আমি যতদিন জীবিত থাকিব, পুত্রটিকে ততদিন মরিতে দিব না, ইহা নিশ্চয় জানিও।"

জ্যোতিষী স্বামীজীর কথা মানিয়া লইলেন। এদিকে স্বামীজীর কলেরা হইল, রমানাথ বাবুর পুত্র গণেশও ঘোড়া হইতে পড়িয়া গেল, কিন্তু যে কয়দিন স্বামীজী জীবিত রহিলেন, গণেশ অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিল; স্বামীজী রাত্রি বার ঘটিকার সময় দেহত্যাগ করিলেন, গণেশও ঠিক ঐ সময়ে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।"

শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

ভবদীয়
শ্রীক্ষেত্রচন্দ্র বসু মল্লিক।

বাহুল্য বিবেচনায় আমরা ১০ ও ১১ নং পত্র দুই খানির অংশমাত্র প্রকাশিত করিলাম।

১১ নং পত্র ।

THE PRASAD—প্রাসাদ।
January, 17, 05.

সত্য বদং কেবলং।

Dear Sir,

In compliance with your request I send you the following few lines, though I have told you that except to make mention of the visits I had the pleasure of paying Swami Bhaskaranand, I have nothing particular about him to say that would interest the general reader.

I paid, I think, three or four visits in all, to the late Swami Bhaskarananda, when I was in Benares, each time for a short change. What impressed me most at first sight was his absolute renunciation of even the ordinary comforts of life, markedly evidenced by the fact of his having not even a bit of cloth around his loins, and his supreme indifference to the change of the weather. * *

During my first visit I remember one instance however, which I will mention here * I happened to mention to the Swami that I would be returning to Calcutta, the next day, to which he instantly observed that I was destined again, and at no distant date, to come back to the Holy City. Though at the time I had no intention of paying another visit to Benares, still what the Swami had predicted did actually come to pass, for at the end of the same year I had occasion to come again to Benares. I can speak of no miracles wrought by the Swami or of any extraordinary occult powers that I have heard some people say he possessed. He had the reputation of being a profound Vedic scholar. * *

Yours faithfully
Jotindro Mohun Tagore.

To
Babu Surendra Nath Mukerjee.

১২নং পত্র।

MUTTRA CANTONMENT.
5. 8. 05.

My Dear Surendra Babu :...

Please excuse delay. Here are my notes about His Holiness the Swamiji. You may publish them if you choose.

The venerable Swami Bhaskaranand was a person of great eminence. By his austere practices, he had subdued passions and had evolved a spirituality of a very high degree. The Swami who was highly intellectual and deeply versed in Vedant Philosophy, was as simple as a child. Like a child he could not tell a lie. He was always happy and affable to those who came to see him. Pride, anger, hatred, lust and love of money were conspicuous by their total absence in him. He never touched money in any shape. For years he had left off wearing clothes and lived naked day and night in all the seasons and at all times. Males, females, and children of different creeds and colours, Europeans, Moslems, Rajas, Maharajas, Nawabs, used to visit him by thousands.

There are many stories of the miracles and prophecies of the Swamiji which are recorded and published by his disciples. A few facts, which came under my notice, I note down without gloss.

Once I was sitting by His Holiness when a poor Brahmin came to pay his respects. This man had no son, and used to come very often, so that by the blessing of Swamiji he might get a son. On one occasion, when he came and renewed his prayer to Swamiji, the Swami told him that he would have a son, if he would act up to his instructions. He ordered him to go direct to his wife and to have sexual intercourse with her. The man faithfully obeyed the order and the result was that the much desired son was born in due course of time.

My younger son Laksmi Narayan had a high fever in 1893, with the contraction of the muscles of the right thigh and leg, with the result that the leg could not be worked. Almost all the doctors were consulted without any success. During those days I used to pay my respects to the Swamiji every Sunday and as usual I went to His Holiness on a Sunday, when the boy was in bed for more than three weeks. The Swamiji knew that the boy was ill. He asked me kindly how the boy was, and considering that my visit might not be attributed to the illness of my son, I told him that the boy was better. A gentleman who had accompanied me told the Swamiji that the boy was getting worse. The Swamiji expressed a desire to see the boy and came to my residence. He passed his hand over the body of the boy and went away. The fever left the boy on the 2nd day and his leg became as good as ever.

The Swamiji was attacked with cholera in July 1899, and while he was lying on his death-bed, the well-known Homœopath of Benares, Dr. Issur Chandra Chowdhri, came to pay his respects to him. With him he brought his son, a boy aged about 10 years. As doctors do not advise people to go to a person suffering from cholera, owing to the fear of infection, I asked Dr. Chowdhri how it was that he brought his son to the room of a cholera patient. The Doctor told me that as the boy owed his life to the Swamiji, he could not deny the boy the honour of his having a last glimpse at the holy face of his Saviour. He informed me that the boy in his infancy once became seriously ill, that notwithstanding the best medical advice, the child became worse and worse day after day, till every hope of his recovery was given up. In this last stage he was taken to the Swamiji, who kindly gave him one of the fruits, taken at random from those lying before him at the time, to eat. From the very moment, the child began to improve and in few days, he was as healthy as ever.

In 1894 my second sister was attacked with cholera. The disease made a rapid progress and in a few hours, her condition became hopeless. The eyes sank down, the nails became blue. There was profuse perspiration all over the body which became as cold as ice. The Swamiji on being informed sent a rose with instruction that the patient should smell the flower. The instruction was carried out and the state of collapse passed away, though the recovery took about 3 weeks.

Once a young man, who was occupying a certain house at Benares,—which had passed away in satisfaction of debt due from the ancestors of the young man to Chowdhuri Mahadeo Prasad of Allahabad, a devout disciple of the Swamiji—wanted to deprive the Chowdhri of the ownership of the house. The Chowdhri in order to assert his lawful right over the house, brought a civil suit to recover possession of the house. The young man, cunning as he was, knowing that Swamiji would not like to be dragged to a court, cited him as his witness. The Chowdhri, as was expected by the young man, abhorring the idea of being the means of dragging Swamiji to a court, withdrew his claim and thus lost a property worth several thousand rupees. But look on the result. The young man and all the male members of his family died within a short time after this and, the three widows who were left behind appealed to the Chowdhri to take back his house. The Chowdhri notwithstanding made a suitable allowance for their stay and maintenance.

Yours sincerely
Maharaj Narayan Sheopuri.
(1st Grade Deputy Magistrate.)

সঙ্ক্ষিপ্ত সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়—জন্ম।

বংশ-পরিচয় ১৪পৃ, সন্ধ্যাকালে সন্ন্যাসি-সমাগম ১৫পৃ, ভবিষ্যদ্বাণী ১৫পৃ, মধ্যরাত্রে হোমক্রিয়া ১৬পৃ।

দ্বিতীয় অধ্যায়—বাল্যাবস্থা ও ব্রহ্মচর্য্য।

শিশুদর্শন ১৭পৃ, উপনয়ন ১৮পৃ, বাল্যক্রীড়া ১৯—২০পৃ।

তৃতীয় অধ্যায়—গৃহস্থাশ্রম।

স্বপ্নদর্শন ২১পৃ, বিবাহ ২২পৃ, বেদাধ্যয়ন ২২—২৩পৃ, বৈরাগ্য ২৪পৃ।

চতুর্থ অধ্যায়—বৈরাগ্য ও গৃহত্যাগ।

বিচার ২৫—৩১পৃ, গৃহত্যাগ ৩২পৃ।

পঞ্চম অধ্যায়—যোগশিক্ষা।

উজ্জয়িনীতে আগমন ৩৩পৃ, শ্মশানে অবস্থিতি ৩৪পৃ, গুহামধ্যে আরাধনা ৩৫পৃ, সিদ্ধিপ্রাপ্তির উপায় ৩৭—৩৮পৃ, কুম্ভকাভ্যাস ৩৯পৃ, প্রাণায়ামসিদ্ধি ৩৯—৪০পৃ, ঘটাবস্থাপ্রাপ্তি ৪১পৃ, সোঽহং জ্ঞান ৪২পৃ, প্রতীক সাধন ৪৪পৃ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—সন্ন্যাসগ্রহণ ও কঠোর তপস্যা।

বেদান্তাধ্যয়ন ৪৬পৃ, শ্মশানবাস ৪৯পৃ, পুত্রবিয়োগ ৪৯পৃ, দণ্ডত্যাগ ৫০, মৌনাবলম্বন ৫০, সাধন চতুষ্টয় ৫১, বঙ্কিম বাবু ও ভক্তিবাদ ৫২, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম ৫৩, চিনি হওয়া ও চিনি খাওয়া ৫৪—৬।

সপ্তম অধ্যায়—পদব্রজে ভারত-ভ্রমণ।

হরিদ্বার ৫৭, গঙ্গোত্রী ৫৮—৯, গঙ্গা পবিত্র কেন ৬০, মানসসরোবর ৬১, মানসসরোবরের পথ ৬২, জ্বালাতীর্থ ৬৩, কুরুক্ষেত্র ৬৩, অমৃতসহরের স্বর্ণ মন্দির ৬৪, নৈমিষারণ্য ৬৫, অযোধ্যা ও বৃন্দাবন ৬৬—৭, জয়পুর পুষ্কর ও দ্বারকা ৬৭, সেতুবন্ধ রামেশ্বর ৬৮, হরিদ্বারে অধ্যয়ন ৭০—৭১।

অষ্টম অধ্যায়—ভক্তিসাধন।

উত্তপ্ত বালির উপর শয়ন ও সাধন ৭৩, সমাধি ৭৪, পরাজ্ঞান ও পরাভক্তি ৭৪, আনন্দবাগ্ ৭৫—৭৭।

নবম অধ্যায়—স্বামীজীর অগ্নিপরীক্ষা।

রাজা কর্তৃক বেশ্যা-মনোনয়ন ৭৮, নিশীথে বেশ্যাত্রয়ের আগমন ৭৯, বেশ্যাগণের পলায়ন ৮০, নাগপাশ ৮০, রাজার পলায়ন ৮০, নাগপাশ হইতে মুক্তি ৮০, বেশ্যার পবিত্রজীবনলাভ ৮১।

দশম অধ্যায়—নির্ব্বিকল্প সমাধি ও কৌপীনত্যাগ।

জলমধ্যে অবস্থিতি ৮৩, নির্ব্বিকল্পাবস্থা ৮৩, কৌপীনত্যাগ ৮৪, মণিলোষ্ট্রে সমজ্ঞান ৮৫পৃ.।

একাদশ অধ্যায়—নিষ্কামধর্ম্ম ও ত্যাগশীলতা।

সর্ব্ব পদার্থ-পরিত্যাগ ৮৮, মুক্তাবস্থা ৮৯, শীতকালেও অনাবৃত দেহ ৯০—৯১, পানপাত্র-পরিত্যাগ ৯১, স্বামীজী ও স্বর্ণমোহর ৯৩, প্রভুপাদ ৺ বিজয় গোস্বামীর স্তবপাঠ ৯৩, কাঞ্চনত্যাগের উদাহরণ ৯৪, বেদে জীবন্মুক্তের বর্ণনা ও লাট সাহেবের পত্র ৯৫, জীবন্মুক্তের লক্ষণ ৯৬—৯৭।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পিতা মাতা ও পত্নীর বিয়োগ ৯৯—১০০।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—স্বদেশীয় ভক্ত ও দর্শক বৃন্দ।

সর্ব্বভূতে প্রেম বিতরণ ১০২—৩, কাশীরাজের আগমন ও মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ১০৪, রুষিয়াধিপতির আগমন ১০৪, রুষিয়ারাজের উপহারপ্রেরণ ১০৫, অযোধ্যাধিপতির দীক্ষা ও বিপদ হইতে উদ্ধার ১০৫—৬, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও মুনসেফ্ শিষ্য-সংখ্যা ১০৮, মহারাজগণের দীক্ষা ১০৯, হাইদরাবাদের নিজাম মুর্শিদাবাদ ও স্বাধীন রামপুরের নবাবগণ ১০৯, এল্ এম্ এস্ পাশ করা ডাক্তারের ব্যাধি-মোচন ১১০, জমিদার ও প্রসব-বেদনা-কাতরা স্ত্রী ১১০—১১১, সৈন্যগণের দীক্ষা ১১২, ৺ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ, তৈলঙ্গ স্বামী ও স্বামীজী ১১৩, জনৈক রাজার ধৃষ্টতা ১১৩—৪, যোগবল ও অর্থবল ১১৫, ডেপুটী বন্ধুর উপবীত-গ্রহণ ১১৭—৮, দীন সাহাই তেলী. বড়লোকগণ ও স্বামীজী ১১৮—৯, দ্বারবঙ্গের মহারাজের উক্তি ১২০—১, হিন্দুস্থানী শিষ্যের সমাধি ১২২, নাস্তিক লক্ষপতি ও স্বামীজী ১২৩—৪, স্বপ্নে দর্শনদান ১২৬—৭, বিপদের পূর্ব্বে রক্ষার উপায়-নিরূপণ ১২৭, তান্ত্রিক ৺ পূর্ণানন্দ স্বামী ১২৮, কালীমূর্ত্তি-রূপে দর্শনদান ১২৯, অপুত্রক রাজার পুত্র-লাভ ১৩০, সূক্ষ্মদেহে দর্শনদান ১৩১, জজের পত্রে দৈবশক্তির বর্ণনা ১৩১—২, কাশ্মীরাধিপতির পদব্রজে আগমন ১৩৩।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়—দৈবশক্তি।

৺স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র ও জগৎ ভ্রান্তি ১৩৪-৬ পৃ, ত্রিতল ছাদ হইতে পতন ও পাদোদকে রক্ষা ১৩৬ পৃ, ব্রাহ্মণের ব্যাধি-মোচন ১৩৭, অন্তর্যামীত্ব শক্তি ১৩৭—৮ পৃ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যাধি-মোচন ১৩৮—১৪০।

পঞ্চদশ অধ্যায়—বিদেশীয় ভক্ত ও দর্শকবৃন্দ।

শ্রীমদ্ভাগবতে অদ্বৈতবাদ ১৪১, অদ্বৈতবাদ ও বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার ১৪১, যোগবাশিষ্ঠে অদ্বৈতবাদ ১৪২, সাহেব বিবিগণের হস্তচুম্বন ১৪৪, জর্ম্মান সম্রাট্ ও স্বামীজী ১৪৫, চিকাগো ধর্ম্মমহামণ্ডল হইতে নিমন্ত্রণ ১৪৫, সাহেব বিবিগণ কেন আসিতেন ১৪৬—৭, ইংলিশম্যান পত্রে মার্ক টোয়েন (Mark Twain) ও ইণ্ডিয়ান্ ডেলি নিউজ্ পত্রে ইংরাজ মহিলা কর্ত্তৃক স্বামীজীর বর্ণনা ১৪৮—১৫৫, গেঁয়ো যোগী ও কাশীর "ভারতজীবন" পত্রিকা ১৫৬, কাশীর ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও স্বামীজী ১৫৬, ছোট লাট সাহেব ও স্বামীজী ১৫৭, হারকোর্ট সাহেব ও স্বামীজী ১৫৭—৮, ভারতের সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি (Commander-in-chief), বড় লাট সাহেবগণ ও স্বামীজী ১৫৮—১৫৯।

ষোড়শ অধ্যায়—জন্মভূমিতে পুনরাগমন।

জন্মভূমিতে ভক্ত কর্ত্তৃক ধর্ম্মশালা ও মন্দিরনির্ম্মাণ ১৬০, অযোধ্যাপতি-চালিত ত্রয়োদশ অশ্বসংযোজিত রথে রাজভবনে গমন ১৬১, লক্ষ লোকসমাগম ১৬২, ধীবরপুত্রের অনুসন্ধান ১৬৩, ধনী নির্ধনের প্রতি সমান ব্যবহার ১৬৪, কানপুর ষ্টেসনে সৈন্যগণের দীক্ষাগ্রহণ ১৬৫।

সপ্তদশ অধ্যায়—দেহত্যাগের পূর্ব্ব সূচনা।

লছমন মালার গান ১৬৬, বিজ্ঞাপন বিতরণ ১৬৭—১৭০।

অষ্টাদশ অধ্যায়—দেহত্যাগ।

যোগাসনে দেহত্যাগ ১৭৩, সংবাদপত্রে খেদোক্তি ১৭৩—৭, সমাধি-মন্দির-নির্ম্মাণ ১৮০, রাজগণের প্রতিমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা ১৮১।

ঊনবিংশ অধ্যায়—স্বামীজীর উপদেশ।

কোন্ আশ্রম ভাল ? ১৮২—৬, গুরুভক্তি ১৮৭—১৯০, আমি কে ও এই জগৎ কি ? ১৯০।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২	শীধস্থান	শীর্ষস্থান
১	১২	আকৃষ্টশক্তিশ্চ	আকৃষ্টিশক্তিশ্চ
২	১৫	ব্যাপ্তি	প্রাপ্তি
৪	২৪	মন্যতে	মন্যন্তে
৭	৯	মহারাজা	মহারাজ
৯	১০	অধ্যক্ষ	সুবিখ্যাত
১৬	১৯	ইতিপূর্ব্বে	ইতঃপূর্ব্বে
১৭	৯	কণার	কৃপাকণার
১৭	১০	কৃপা করিয়া	করিয়া
২২	১০	ক্ষণমায়াত	ক্ষণমায়াতি
২৩	১৪	পুন প্রজ্বলিত	পুনঃপ্রজ্বলিত
২৩	১৭	পুনপ্রবিষ্ট	পুনঃ প্রবিষ্ট
৩০	১৭	শিখরসমন্বিতঃ	শিখরসমন্বিত
৪০	৯	লব্ধে	লব্ধ্বে
৪৩	১৮	সে	যে
৪৮	৯	সত্ত্বার	সত্তার
৪৯	১৩।১৬	হন্	হন
৫১	২০	কর্ণেন্দ্রিয়	কর্ম্মেন্দ্রিয়
৫২	৩	সর্ব্বত্রেব এব	সর্ব্বত্রৈব এবং
৫৭	৬	সলীলা	সলিলা
৬২	১	কূর্ম্মলীলা	কূর্ম্মশিলা
৬৪	১৭	চতুর্পার্শ্বে	চতুষ্পার্শ্বে
৭১।৭৪		চীৎসুখী	চিৎসুখী
৮১	২	স্তন	স্তম্ভ